বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

যমদূত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

সবা প্রকাশনা

শুভম

শুভম

বহুঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

যমদূত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ট্রেইলস্ এন্ড শহরে যেন সাক্ষাৎ যমদূতের মত আবির্ভূত হয়েছে ভয়ঙ্কর এক লোক। কিড গ্যারিসন ওরফে রিও কিড। যার হাতে জোড়া ড্রাগন কোল্ট বিজলীর ঝলক, প্রিয় অস্ত্র খুর দিয়ে প্রতিপক্ষের গলা কেটে দু'ফাঁক করে দেওয়া যার অন্যতম পছন্দ। রটে গেল, সাথে একটা তালিকা বয়ে বেড়াচ্ছে মারাত্মক এ লোক, সাউথ টেক্সাস মাইনার সিন্ডিকেটের মালিকানাধীন এ শহরে যারা এতদিন লোক ঠকিয়ে পয়সা বানিয়েছে, প্রয়োজনে খুন-খারাবি করেছে– তাদের দিন এবার ফুরিয়ে এসেছে।
যমদূতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল কিছু অপরাধী।
বাকিরা রিও কিডকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটতে লাগল।
খেলা জমে উঠল দ্রুত, রক্ত আর বারুদের গন্ধে ভরে উঠল ট্রেইলস্ এন্ড ও তার আশপাশের আকাশ-বাতাস।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

যমদূত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ্

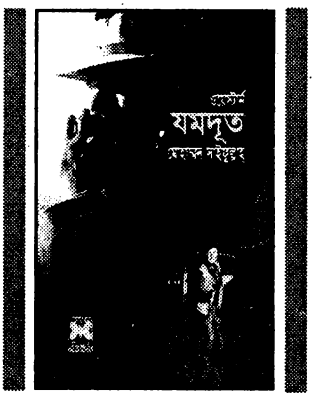

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8238-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮১৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

JAMDOOT
A Western Novel
By: Mohammad Saifullah

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

যমদূত

ওয়েস্টার্ন

যমদূত

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ড স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহ্‌দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

মাঝ বিকেলের দিকে দক্ষিণ দিক থেকে আসা স্টেজকোচ ট্রেইলস এন্ড শহরে ঢুকল। আগে থেকেই আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে মেইল পাবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে স্টেজ ডিপোতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। সান আন্টোনিও থেকে সপ্তাহে দু'বার আসে স্টেজকোচ। উত্তরে স্টেজ লাইনের যাত্রাপথ এখানেই শেষ।

একটা মাইন টাউন ট্রেইলস্ এন্ড। বছর কয়েক আগে গোল্ডরাশ শুরু হবার পর থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শহরের কাঠামোসহ আশপাশের জনপদ। অবশ্য আগে থেকেই কয়েকটা রানশের অস্তিত্বও এখানে ছিল। তবে তখন ওদের সাপ্লাই সেন্টার ছিল বিশ মাইল দক্ষিণে, রিমরক শহর।

পুব-পশ্চিমে লম্বা একটি মাত্র মেইন স্ট্রীট শহরটার। উত্তরে স্বচ্ছ জলের স্যান্ডি ক্রীক পর্যন্ত বিস্তৃত লিভিং শ্যাকগুলো বেশ কয়েকটা সাইড স্ট্রীট দিয়ে যুক্ত। দক্ষিণে একসার বিজনেস শ্যাক, দালানের পেছন দিকটা ঘেঁসে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে সুউচ্চ পর্বতের গা।

স্টেজ ডিপোর পশ্চিম পাশেই দাঁড়িয়ে বিশাল দোতলা হোটেলটা। এখানকার একমাত্র হোটেল। শহরটার নামেই নাম—ট্রেইলস এন্ড। হোটেলের গা ঘেঁসে পশ্চিমে ব্লিজার্ডস পাস সেলুন। তারপর ডেভ মর্গানের গ্যাম্বলিং হাউস, কামারশালা, নাপিতের দোকান এবং আরও কয়েকটা বিজনেস শ্যাক।

boighar.com

একেবারে পশ্চিমে অবস্থিত লিভারি স্টেবল।

মেইন স্ট্রীটের দক্ষিণে একেবারে পশ্চিম প্রান্তে স্টেবলের সামনা-সামনি দোতলা দালানটা। কোর্ট কম্পাউন্ড। শেরিফের অফিস এবং জেলখানাও ওই একই দালানের ভিতরে অবস্থিত।

পুবদিকের চড়াই বেয়ে পেছনে একরাশ ধুলো উড়িয়ে শহরে ঢুকল স্টেজকোচ। ডিপোর সামনে এসে ছয় ঘোড়ায় টানা টিমের রাশ টেনে কোচ থামাল ড্রাইভার ডন হপকিন্স। পোড় খাওয়া চেহারার ষাটোর্ধ্ব বুড়ো সে। তবে হালকা-পাতলা শরীরটা শক্তপোক্ত, বেতের মত লিকলিকে।

লাফ মেরে সীট থেকে নামল ডন, শহরবাসীদের দিকে তাকিয়ে নড্ করল। তারপর কোচের দরজায় এসে ভিতরে হাত গলিয়ে সীটের নীচ থেকে দুটো মেইলব্যাগ নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে ডিপোর দিকে চলল। ওর চেহারায় একটা বিব্রত ভাব জেগে রয়েছে।

'কী খবর, ডন?' ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ট্রেইলস এন্ড হোটেলের ম্যানেজার পিট ডিলন বলল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন খচ্চরের লাথি খেয়েছ?'

BOIGHAR

'খবর একটা আছে বটে,' বন্ধুর বাড়িয়ে দেওয়া হাত নিজের হাতে নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল স্টেজকোচ ড্রাইভার। 'তবে মনে হচ্ছে সেটা তোমাদের জন্য সুখবর হবে না।'

'ভণিতা না করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলো,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ পিট ডিলনের।

'মনে হচ্ছে, আজ শহরের কারও না কারও দিন শেষ।'

'যেমন?'

'ওরা একজন গ্যানম্যান পাঠিয়েছে,' ঢোক গিলে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার স্টেজকোচের দিকে তাকাল ডন হপকিন্স। 'কোচের ভেতরে আছে।'

হঠাৎ বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়ে উঠল পিট ডিলনের। হৃৎপিণ্ড ভীষণ ভাবে লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কেউ পেটের

বইঘর.কম

ভিতর আস্ত একটা ডিনামাইট ফাটিয়ে দিয়েছে।

'কে সে?' বিচলিত কণ্ঠ হোটেলম্যানের। 'কারা পাঠিয়েছে? সাউথ টেক্সাস মাইনারস্ সিন্ডিকেট?'

'জানি না,' মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'জানতে চাইও না। পুরো পথ শিরদাঁড়া খাড়া করে এসেছি, এখন টিম বদল হওয়া মাত্রই কেটে পড়ব।'

কোচের ভিতর থেকে একে একে চারজন যাত্রী নামল। দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত শরীর, পরনের পোশাক ধুলো-বালি ও ঘামে একাকার। সবার চোখে-মুখে একটা বিচলিত ভাব—যেন এইমাত্র নেকড়ের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ওদের অস্বস্তির কারণ বোঝা গেল একটু পরেই। সবার শেষে কোচ থেকে নামল দীর্ঘদেহী এক প্যাসেঞ্জার। ছ'ফিটেরও বেশি লম্বা সে, বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি কোথাও। চেহারায় জেগে রয়েছে কঠোর, ভাবলেশহীন ভাব। ফিকে নীল চোখ জোড়ার দৃষ্টি বেপরোয়া।

হাইহিল টেক্সান বুট ওর পায়ে, নীল রঙজ্বলা প্যান্টের প্রান্ত বুটের ভিতর মোজায় গোঁজা। গায়ে বাদামী ডেনিম শার্টটা অনেকদিন বদলানো হয়নি। মাথায় ছোট করে ছাঁটা কুচকুচে কালো চুল। মুখমণ্ডল জুড়ে দু'সপ্তাহের না কামানো দাড়ি।

ওর দু'কোমরে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে বিশাল কোল্ট দু'টোর উপর নিবদ্ধ হলো লোকজনের দৃষ্টি। বহু ব্যবহারে মসৃণ, চকচকে বাঁট, ওগুলো পরবার স্টাইলও বলে দেয়—মামুলি কোন গানহ্যান্ড নয় এ লোক।

তীক্ষ্ম, পোড় খাওয়া দৃষ্টিতে একবার সামনে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে তাকাল দীর্ঘদেহী, তারপর দৃষ্টি প্রসারিত করল শহরের মেইন স্ট্রীট দিয়ে একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। এক নজরে দেখে নিল সবকিছু। সারাক্ষণ বিপদের মধ্যে থাকে ও, সতর্ক না হলে যে-কোন মুহূর্তে জান খোয়ানোর ঝুঁকি রয়েছে।

boighar.com

'জেসাস!' চাপা আতঙ্কমাখা কণ্ঠে বলল পিট ডিলন। 'এ যে রিও কিড!'

কম্পিত পদক্ষেপে হোটেলের দিকে চলল পিট। পেটের ভিতরটায় আবার মোচড় দিয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে বাথরুমে যাওয়া দরকার ওর। কিন্তু এখন সেটা করারও উপায় নেই। জানা কথা, রিও কিড এবার হোটেলের দিকেই আসবে।

কোচের ব্যাগেজ বুট থেকে মালপত্র আনলোড করছে এক বালক। দীর্ঘদেহী আগন্তুক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করল ছেলেটা। তাড়াতাড়ি ক্যানভাসে মোড়া একটা রাইফেল এবং ছোট্ট একটা কার্পেটব্যাগ বের করে আগন্তুকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

হেনরি রিপিটিং রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে কার্পেটব্যাগ হাতে হোটেলের দিকে চলল সে। রাইফেলটা ওর অতি প্রিয়, যুদ্ধের সময় থেকেই সাথে রেখেছে। যুদ্ধের পর বীরত্বের স্বীকৃতি হিসাবে পদকের বদলে পেয়েছিল এটা।*

রিসেপশনে বসে পিট ডিলন ঘামছে। ওই মার্কসম্যানের টার্গেট কি তা হলে সে-ই? কিন্তু কী দোষ করেছে সে? স্মৃতি হাতড়ে তেমন কিছু পেল না। অবশ্য মাঝে মধ্যে হোটেলের কিছু ক্যাশ মেরেছে ঠিক, কিন্তু মূল হিসাব ঠিক রেখেছে। অন্যদের মত পুকুর চুরি ধরনের কিছু করেনি।

এ শহরের হোটেল, সেলুন, ব্যাঙ্ক, আশপাশের মাইনিং ক্লেইম—সবই সাউথ টেক্সাস মাইনিং সিন্ডিকেটের মালিকানাধীন। ছোট ছোট মাইনারদের কাছ থেকে ক্লেইমগুলো কিনে নিয়েছে সিন্ডিকেট। ওরা এখানে উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে বড় ধরনের অপারেশন চালায়, উৎপাদনও হয় অনেক বেশি, যেটা ক্ষুদে মাইনারদের কায়িক পরিশ্রমে সম্ভব নয়। ফলে যারা একসময়

---

* প্রতিঘাত—প্রথমপর্ব দ্রষ্টব্য।

বইঘর.কম

মালিক ছিল, তারাই কালক্রমে শ্রমিক বনে গেল।

গুটিকতক লোক পুরো এলাকাটাকে জিম্মি করে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। ব্যাঙ্কের তহবিল লোপাট, গোল্ড ডাস্টের চালান থেকে পার্সেন্টেজ খাওয়া, জুয়ায় জালিয়াতি করে মাইনারদের সর্বস্ব লুট, খুন, ডাকাতি কী-না করেছে ওরা?

এসব কাজের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে ব্যাঙ্কার টম মিশেল, গ্যাম্বলিং হাউজের মালিক ডেভ মর্গান, তার সহযোগী জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার, মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগার, আউট-ল ডেনভার জ্যাক ও তার সহযোগীরা অন্যতম। মার্কসম্যানের টার্গেট হলে ওরাই হবে, ভাবল হোটেলম্যান, সে নয়।

সিন্ডিকেট আগেও ক'জন গানম্যান পাঠিয়েছে। কিন্তু ওদের কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে অন্ধকার অ্যালিওয়ে কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে ছোঁড়া বুশওয়াকারের গুলিতে। বাকিরা জান নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে।

পিট আশা করছে, এ লোকের ভাগ্যেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে, একে কাবু করা সহজ কাজ হবে না। তবুও তো রক্ত মাংসের শরীর, বুলেট প্রুফ তো নয়।

ভেস্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ ও গলার ঘাম মুছল বিব্রত হোটেলম্যান। বাইরে পোর্চে ভারি বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের আগমন ঘটছে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে, আতঙ্কিত চেহারায় চারদিকে তাকাল, যেন দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকোনোর মত একটা জায়গা খুঁজছে।

হোটেলের বিপরীত দিকের সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে ধূসর বিজনেস সুট আর তোবড়ানো হ্যাট পরা খর্বাকৃতির এক লোক, উদ্বেগ ভরা বুকে পুরো দৃশ্যটা দেখল। দীর্ঘদেহী আগন্তুককে দেখে ভীতির শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর পুরো শরীরে। এ লোক যে ট্রেইলস

boighar.com

এন্ড শহরে নিছক হাওয়া খেতে আসেনি এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

দীর্ঘদেহী আগন্তুক হোটেলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আধপোড়া সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে মারল ধূসর সুট পরা লোকটা, ধুলোময় রাস্তা মাড়িয়ে দ্রুত ব্লিজার্ডস পাস সেলুনের দিকে হাঁটা ধরল। সেলুনের পাশের অ্যালিওয়ের মুখে এসে থামল সে, সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে কেউ ওকে দেখে ফেলেনি সেটা নিশ্চিত হয়ে সাঁৎ করে ভিতরে ঢুকে গেল।

দালানটার মাঝ বরাবর এসে একটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সে, দোতলার দিকে উঠে যাওয়া একটা সিঁড়ির দু'ধাপ একসঙ্গে টপকে উপরের দিকে উঠতে লাগল। দোতলায় উঠে ডানদিকের একটা করিডর ধরে এগোল সে, ডানে তৃতীয় দরজা খুলে ঝড়ের বেগে একটা কামরার ভিতর ঢুকল।

একটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে চেয়ারে বসা নর্তকীর পোশাক পরা সুন্দরী তরুণী ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। মেয়েটার সোনালী চুল কাঁধ ও পিঠ ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। ওর চেহারায় একসঙ্গে কঠোরতা ও কমনীয়তা জেগে রয়েছে।

'ব্যাপার কী, হ্যারি?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ড্যান্সহল গার্ল। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র ভূতের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে এলে?'

'এটা ঠাট্টা করার সময় নয়, ফিনি,' ঢোক গিলে প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার। 'মারাত্মক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি আমরা।'

দ্রুত পায়ে ড্রেসারের দিকে হেঁটে এল জুয়াড়ী, ড্রয়ার খুলে ব্যস্ত হাতে জিনিসপত্র বের করে বিছানার উপর স্তূপ করে রাখতে লাগল। তারপর পাশের আলমিরা খুলে একটা ট্রাভেল ব্যাগ বের করে দ্রুত ওটাতে ভরতে শুরু করল সব।

কোমরে দু'হাত রেখে অবাক দৃষ্টিতে ওর কাণ্ড দেখছে

নর্তকী। দেখে মনে হচ্ছে যেন সান আন্টোনিওর শেষ ট্রেন ধরতে হ্যারির হাতে রয়েছে মাত্র দু'মিনিট সময়।

'এসব কী হচ্ছে, হ্যারি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল মেয়েটা। 'তুমি এত ভীত কেন? তা ছাড়া যাচ্ছই বা কোথায়?'

'আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ফিনি,' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল হ্যারি। 'এ মুহূর্তে।'

সামনে এগিয়ে প্রেমিকের ডান বাহুতে হাত রাখল নর্তকী। বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, হ্যারি। আমাকে সব খুলে বলো, প্লীজ।'

আতঙ্ক মাখা দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল জুয়াড়ী। চাপা স্বরে বলল, 'আমি ওকে দেখেছি, ফিনি। সেই খুনিটা, আজ বিকেলের কোচে এখানে এসেছে। আমি জানি, কাউকে না কাউকে খুন করতেই ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে। দেরি হয়ে যাবার আগেই আমি এ অভিশপ্ত জায়গা ছাড়তে চাই।'

'কিন্তু তুমিই যে ওর টার্গেট সেটা কেন ভাবছ, হ্যারি? অন্য কেউও তো হতে পারে?'

'না, ফিনি। ডেভ মর্গানের সঙ্গে মিলে আমি এখানে কী কী করেছি সেটা তুমি বেশ ভাল করেই জানো। ওকে হয়তো সেজন্যই এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি যাবার পথে ডেভকে সতর্ক করে দিয়ে যাব।'

হ্যারিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল নর্তকী, অশ্রুমাখা চোখে বলল, 'তুমি যেটা ভাবছ সেটা হয়তো ঠিক নয়, হ্যারি। ও হয়তো অন্য কারও সন্ধানে এসেছে। আমি বলি কী, ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে লুকিয়ে থেকে দেখো কী হয়।'

'কিন্তু আমি সে-সুযোগ পাব না, ফিনি। ওই লোকটাকে আমি চিনি। ভয়ঙ্কর খুনি সে, পিস্তলে ওর হাত বিজলীর চমকের মত—আমি কোনও সুযোগ নিতে চাই না।'

'আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব হ্যারি,' অনুনয় ঝরে পড়ল

boighar.com

মেয়েটার কণ্ঠে। 'তবুও আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।'

'অসম্ভব, ফিনি। ওই খুনিটার চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা নেই। এমনকী নরকে লুকিয়ে থাকলেও ও আমাকে খুঁজে বের করবেই।'

'তুমি স্বার্থপরের মত আমাকে ফেলে চলে যাবে, হ্যারি?' নাকি কান্না জুড়ে দিল মেয়েটা। 'তা হলে কেন এতদিন মিছে ভালবাসার অভিনয় করলে...'

বিরক্তিতে ছেয়ে গেল জুয়াড়ীর মন। বেশ্যাটার পাছায় কষে একটা লাথি মারতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে তাকে এতদিন অনেক সুখ দিয়েছে, সেটা ভেবে বুকের ভিতর ফুঁসে ওঠা রাগ দমন করল।

প্যান্টের ব্যাক পকেট থেকে মোটা ওয়ালেট বের করে সেখান থেকে কয়েকটা বিশ ডলার বিল বের করে ফিনির লো কাট ব্লাউজের ভিতর গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝো না, হানি। বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছি। কোথাও না কোথাও আবার শুরু করতেই হবে আমাকে। তখন লোক পাঠিয়ে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।'

ডেভ মর্গানের গ্যাম্বলিং হাউজ ব্লিজার্ডস পাস সেলুনের সঙ্গে লাগোয়া। বেশ সাবধানে, স্বাভাবিক পায়ে বাড়িটার পেছনের দিকে হাঁটছে জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার, পাছে কেউ যেন সন্দেহ করে না বসে যে সে পালাচ্ছে। তবুও মনে হচ্ছে যেন কোন একটা জানালার পর্দার আড়ালে থেকে দু'টো চোখ ওকে দেখছে।

একবার ভাবল, মর্গানকে সতর্ক করার জন্য থেমে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। বরঞ্চ লিভারি স্টেবলে গিয়ে নিজের ঘোড়াটা নিয়ে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু ন্যায় নীতির ধার না ধারলেও অকৃতজ্ঞ নয় সে মোটেই। ওর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত পার্টনার ডেভ মর্গান, তাকে একা বিপদের মধ্যে রেখে যেতে ওর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

বইঘর.কম

গ্যাম্বলিং হাউজের পেছনদিকের দরজার সামনে এসে ভেস্টের পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তালা খুলল হ্যারি ট্রেডার। ভিতরে একটা লবি এবং লবির শেষ প্রান্তে আরেকটা বন্ধ দরজা।

এক লোক দরজার পাশে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে বসে, একটা দশ ইঞ্চি হান্টিং নাইফ দিয়ে হাতের নখ কাটছে। ওর কোমরে শোভা পাচ্ছে বিশাল এক ড্রাগুন কোল্ট।

পদশব্দ শুনে একটু চোখ তুলে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল গার্ড। সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে এখানে। একটা গ্যাম্বলিং হাউজের পেছনের অংশের বদলে বরং উকিলের চেম্বারের মত মনে হচ্ছে। ওক্ কাঠের দরজার সামনে এসে থামল জুয়াড়ী। চোখ তুলে একটু মাথা দোলাল গানম্যান। এখানে যে গুটিকতক লোকের প্রবেশাধিকার রয়েছে, হ্যারি ট্রেডার তাদের একজন।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সে, দরজা আবার ভিড়িয়ে দিয়ে পাল্লায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিকৃত দেখাচ্ছে তাকে। ডেভ মর্গান একটা রোলটপ ডেস্কের পেছনে স্যুইভেল চেয়ারে আরাম করে বসে, ডেস্কের উপর সদ্য খোলা প্যাকেটের নতুন তাস বিছিয়ে রেখেছে। একা একা সলিটেয়ার খেলছে সে। লোকটা প্রতারক, কার্ড চুরিতে দক্ষ, এমনকী নিজের সঙ্গেও প্রতারণা করতে পারে সে।

হ্যারির মতই খর্বকায় সে, বয়সও প্রায় একই–চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার কালো চুল একসময় ঘন ছিল, এখন চুল পড়ে গিয়ে সামনের দিকে একটা চকচকে টাক দেখা দিয়েছে। ওর ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাকের নীচে বিশাল একজোড়া গোঁফ, বেশ যত্ন সহকারে পরিপাটি করে রেখেছে। উজ্জ্বল নীল চোখের দৃষ্টিতে শয়তানী জেগে রয়েছে।

অবহেলাভরে একবার হ্যারিকে দেখল গ্যাম্বলার। তারপর আবার খেলায় মন দিল। কেশে গলা পরিষ্কার করে হ্যারি বলল.

boighar.com

'ও এসে গেছে, ডেভ।' তার কণ্ঠে একরাশ উদ্বেগ চাপা রইল না।

'কে এসে গেছে, হ্যারি?' চোখ না তুলেই জানতে চাইল ডেভ মর্গান। তাসগুলো গোছাতে শুরু করেছে।

'গানম্যান। যে আশঙ্কা আমি অনেকদিন থেকে করছিলাম। তোমাদেরকে সতর্কও করেছি কয়েকবার, কিন্তু পাত্তা দাওনি।'

'তুমি পাত্তা পাবার মত লোক হলেই তো দিতাম,' অবজ্ঞা ভরে নাক সিটকাল ডেভ।

ধীর পায়ে সামনে এগোল হ্যারি ট্রেডার, ডেস্কের উপর দু'হাত রাখল।

'আমি তামাশা করছি না, ডেভ,' বলল হ্যারি। 'কঠিন পাল্লা সে। ভাড়াটে খুনি। আমি নিশ্চিত, সিন্ডিকেট পাঠিয়েছে ওকে।'

'তো হয়েছে কী?' কাঁধ ঝাঁকাল ডেভ। 'আগেরগুলোর মত সে-ও লাপাত্তা হয়ে যাবে, ব্যস।'

'ব্যাপারটাকে তুমি হালকাভাবে নিলেও আমি কিন্তু নিচ্ছি না, ডেভ,' হতাশ কণ্ঠে বলল হ্যারি। 'আমি কেবল তোমাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এখানে এসেছিলাম। আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ডেভ। চিরদিনের জন্য।'

প্রথমবারের মত চোখ তুলে চিন্তিতভাবে সহযোগীর দিকে তাকাল গ্যাম্বলার। বলল, 'এসব কী বলছ তুমি, হ্যারি? পালাচ্ছই বা কেন তুমি? একটা পুঁচকে গানম্যানের ভয়ে? এর আগেও অনেক গানম্যানকে শহরে ঢুকতে-বেরোতে দেখেছি আমরা। কয়েকটাকে সাইজও করেছি।'

'কিন্তু এ লোক অন্যদের চেয়ে আলাদা, ডেভ। সম্পূর্ণ আলাদা,' ঢোক গিলল হ্যারি। 'তুমি বুঝতে পারছ না...'

'ভয় পেয়ো না, হ্যারি,' হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করল ডেভ। 'অন্যদের মত ওর ব্যবস্থাও আমরা করব।'

'এবার তোমরা হেরে যাবে, ডেভ। আমি নিশ্চিত।'

'কীভাবে নিশ্চিত হলে তুমি?'

'আমি নিশ্চিত, কারণ ওর নাম কিড গ্যারিসন।'

'মানে রিও কিড!'

হঠাৎ চেহারায় একরাশ আতঙ্ক ভর করল গ্যাম্বলারের। চেহারা দেখে মনে হলো যেন কেউ গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। ডেস্কের কোণা শক্তভাবে ধরে রেখেছে দু'হাতে, যেন পতন ঠেকানোর জন্যই।

'তুমি ঠিক দেখেছ তো, হ্যারি,' যেন কেউ শুনে ফেলার ভয় করছে এভাবে ফিসফিসিয়ে বলল ডেভ। 'নাকি ওর একই চেহারার অন্য কাউকে দেখে...'

'না, ডেভ। আমি ওকে আগে থেকেই চিনি। হর্স শু ভ্যালিতে ও যখন তাণ্ডব চালিয়েছিল, সে সময়ে আমি সেখানেই ছিলাম।' *

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না দু'জনের কেউই। ডেস্কের উপর রাখা ট্রাভেল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা ধরল হ্যারি। বলল, 'আমি চললাম, ডেভ। তুমি কী করবে সেটা তুমিই ঠিক করো।'

দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল অসহায় ডেভের। প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ও হয়তো আমাদের খোঁজে আসেনি, হ্যারি...'

দরজার পাশে দাঁড়াল হ্যারি, ঘাড় ফিরিয়ে ম্লান হেসে বলল, 'কীভাবে নিশ্চিত হবে? নাকি নিজে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করে আসবে?'

'আমি যাব ওকে জিজ্ঞেস করতে?' ভয়ার্ত চোখে কামরার চারদিকে তাকাল গ্যাম্বলার, যেন এ ব্যাকরুমটা সম্পূর্ণ অচেনা ওর কাছে। 'আমি এ মুহূর্তে মাটির নীচে হাইডআউটে চলে যাচ্ছি। সবকিছু ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত আর কারও চোখের সামনে পড়ব না।'

'সেটা তোমার ব্যাপার, ডেভ। আমি পালাচ্ছি। খুনিটার

---

* প্রতিঘাত-দ্বিতীয় পর্ব দ্রষ্টব্য

boighar.com

আশপাশেও কোথাও থাকতে চাই না। এখানে আমাদের দিনগুলো বেশ ভালই কাটছিল। জুয়ার টেবিলে মানুষ ঠকিয়ে আর কলগার্লদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ নিয়ে প্রচুর টাকা কামিয়েছি আমরা। বোধ হয় সিন্ডিকেটকে কেউ এসব বলে দিয়েছে, তাই ওরা ওই গানম্যানকে পাঠিয়েছে। আমি চললাম ডেভ, তোমার শুভ হোক।'

হ্যারি চলে যাবার পর আরও অসহায়, একা মনে হচ্ছে নিজেকে ডেভের। বন্ধ দরজার সামনে হতবুদ্ধি অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে সে। এ মুহূর্তে কী করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। সে সঙ্গীকে অনুকরণ করে পালাবে, নাকি এখানে থেকে গিয়ে ভয়ঙ্কর গানম্যানের মোকাবিলা করবে?

দুই

শেভ ও গোসল সেরে হোটেলের দোতলা থেকে সিঁড়ির ধাপগুলো মাড়িয়ে ধীরে-সুস্থে নীচে নেমে এল রিও কিড। একটা সদ্য কেনা বাদামী ডেনিম শার্ট পরেছে সে। হ্যাটটা মাথার পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দু'হাতের বুড়ো আঙুল গানবেল্টে, হোলস্টারে রাখা কোল্টজোড়ার কাছাকাছি গোঁজা।

ফাঁকা লবির প্রত্যেকটা কোণে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল সে। দৃষ্টি স্থির হলো রিসেপশনে জড়োসড়ো হয়ে বসা পিট ডিলনের উপর। বেচারির দুরবস্থা দেখে মনে মনে একচোট হেসে নিল।

হোটেলের টানা লবি ও পোর্চ পেরিয়ে সাইডওয়াকে নেমে

বইঘর.কম

এল কিড। তারপর ব্লিজার্ডস পাস সেলুনের দিকে হেঁটে গিয়ে ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল। এক পলকের জন্য পুরো কামরায় নজর বুলিয়ে বার কাউন্টার ঘেঁসে দাঁড়াল।

ওকে দেখে যেন মুখের সব রক্ত সরে গেল টেন্ডারের। আতঙ্কিত চেহারায় ঢোক গিলে জানতে চাইল, 'কী দেব, সার?'

'বিয়ার,' সংক্ষেপে বলল কিড। বুঝতে পারছে, ওর আগমনের খবর দ্রুত এখানেও পৌঁছে গেছে।

দ্রুত সার্ভ করল টেন্ডার। ধীরে-সুস্থে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে চারদিকে চোখ বুলাল কিড।

সেলুনটা দিনের এ সময়েও রীতিমত জমজমাট হয়ে উঠেছে। মূলত দিন-রাত সব সময়েই জমজমাট থাকে এখানকার সেলুন, গ্যাম্বলিং হাউজ ও ড্যান্সহলগুলো। শিফটিং ডিউটি সেরে মাইনাররা গলা ভেজাতে সেলুনে আসে, আমোদ-ফুর্তি করে, জুয়া খেলে টাকা ওড়ায়।

চারজন রুক্ষদর্শন মাইনার সেলুনের মাঝখানে একটা টেবিলে পোকার খেলছে। দাঁড়িয়ে-বসে খেলা দেখছে আরও পাঁচ-ছয় জন। কোণার দিকের একটা টেবিলে একা বসে এক লোক। সামনে রাখা হুইস্কির বোতল থেকে পান করছে।

হালকা-পাতলা গড়ন লোকটার, গাল বসা, কোটরাগত চোখজোড়ার দৃষ্টি ঘোলাটে। কিডের মতই কোমরে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে জোড়া পিস্তল ঝুলিয়েছে সে। বিদ্বেষমাখা দৃষ্টিতে ঘন ঘন কিডের দিকে তাকাচ্ছে পিস্তলবাজ।

কিডের ডানপাশে দাঁড়িয়ে জঘন্য চেহারার দুই মাইনার মদপান করছে। ওদের ঘামে ভেজা ময়লা পোশাক থেকে বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠল দু'জনের একজন। আধখালি গ্লাসটা ঠকাস করে বারের উপর নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে আধমাতাল লোকটার দিকে তাকাল কিড।

লালচুলো লোকটার বসে যাওয়া গালে খোঁচা খোঁচা বিশ্রী

boighar.com

দাড়ি। চোখ দুটো নেশায় লাল হয়ে আছে।

'হাসির কোন কারণ ঘটেছে, মিস্টার?' কিডের চাবুকের শব্দের মত শাণিত কণ্ঠ সেলুনের সব কোলাহল ছাপিয়ে স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই। যার যার জায়গায় জমে গেছে লোকজন। পোকার খেলাও থেমে গেছে।

'ন···না···এমনিতেই,' কিছুটা বিব্রত শোনাল মাতাল মাইনারের কণ্ঠ। 'তোমার পিস্তল পরার ধরন দেখে নামটা জানতে ইচ্ছে হলো, তাই···'

'ওরা আমাকে রিও কিড বলে ডাকে,' সাপের মত হিসহিসিয়ে বলল কিড। 'তোমার কাছে নামটার গুরুত্ব কতটুকু?'

'কিড? ও নামটা কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। নামের প্রথমটা কী বললে যেন? রিও···' হঠাৎ জমে গেল মাতাল মাইনার। আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন চোখজোড়া।

চট্ করে ডান কোমরের পিস্তল বের করে আনল কিড। চোখের পলকে লোকটার কপালের বাম পাশে চেপে ধরল মাযলটা। 'এবার বলো কেন হাসছিলে।' আরও শীতল শোনাল ওর কণ্ঠ।

কিছু বলতে চাইল বিপন্ন মাইনার, কয়েকবার ঢোক গিলল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ওর কপালে পিস্তলের মাযলের চাপ আরও বাড়াল কিড। হুঙ্কার ছাড়ল। 'কথা বলছ না কেন, ফেলার?'

এবারও কোন জবাব নেই। মাযলটা জোরে চেপে ধরে কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত নামিয়ে আনল কিড। সদ্য সৃষ্ট গভীর ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মাইনার প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে গালে কিন্তু মুখে রা শব্দ নেই। ওর সব নেশা উবে গেছে ইতোমধ্যে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল।

ওর সঙ্গীর দশা আরও কাহিল। বলির পশুর মত ঠক্ ঠক্ করে

কাঁপছে সে, যেন এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়বে।

'ঠিক আছে,' পিস্তল খাপে পুরে আধখালি গ্লাসের বাকি তরলটুকু এক চুমুকে শেষ করে চারদিকে তাকাল কিড। 'আর কেউ কি মনে করো এখানে হাসির কোন কারণ ঘটেছে?'

কেউ কোন কথা বলল না। এমনকী সামান্য নড়ছেও না পর্যন্ত। কোণার দিকের টেবিলে বসা পিস্তলবাজ উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখের দৃষ্টিতে একরাশ নীচতা ফুটে উঠেছে।

'ওকে মারলে কেন?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল পিস্তলবাজ।

শোডাউন অনিবার্য। বুঝতে পারছে সবাই। তড়িঘড়ি লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল লোকজন। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে একজনের গায়ের ধাক্কায় জুয়ার টেবিল উল্টে গিয়ে কয়েনগুলো সেন্ট্রাল পটসহ ঝন্-ঝন্ শব্দে ছড়িয়ে পড়ল।

'সেটা কি তোমার কোন সমস্যা, ফেলার?' ঠোঁট বেঁকিয়ে নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল কিড। 'আমার উপদেশ শোনো, শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চাইলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না।'

'ও আমার ব্যক্তিগত বন্ধু,' সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল তস্কর। 'ওকে আঘাত করে পার পাবে না।'

'বন্ধু?' বিদ্রূপমাখা কণ্ঠ কিডের। 'তা হলে বলব, তুমি ওকে ভাল কিছু শেখাওনি। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে হাসার শিক্ষা কি তুমিই ওকে দিয়েছিলে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্দুকবাজের চোখের দিকে তাকাল কিড। কারও মনোভাব বুঝতে হলে প্রথমেই দরকার তার চোখ পর্যবেক্ষণ করা। লোকটার চোখের ভাষা বদলে যেতে দেখল। ড্র করতে যাচ্ছে।

ওর পিস্তল খাপমুক্ত হবার অপেক্ষায় রইল কিড। তারপর অ্যাকশনে গেল। চোখের পলকে ঘটে গেল বিস্ময়কর ঘটনাটা। কেউ দেখতে পেল না কখন কিডের দুহাতে পিস্তলজোড়া উঠে এসেছে।

boighar.com

ওর কোমরের কাছ থেকে আগুন ওগরাল বিশাল কোল্ট দুটো। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে উপস্থিত সবার মুখ। আগে আর কখনও কাউকে এত দ্রুত ড্র করতে দেখেনি ওরা।

গুলির ধাক্কায় এলোমেলো পায়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল বন্দুকবাজ, ধীরে-সুস্থে পেটের নীচের দিকে দু'পাশে সদ্য তৈরি দুটো লাল বৃত্তের দিকে তাকাল। বৃত্ত দুটো ক্রমশ আরও বড় হচ্ছে।

বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে একবার কিডের দিকে তাকাল সে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখছে। ধীরে ধীরে ফ্লোরের স-ডাস্টের উপর লুটিয়ে পড়ল নিষ্প্রাণ দেহটা। পেটের দু'পাশে বিশাল ফুটো দুটো থেকে রক্ত চুইয়ে এবড়োথেবড়ো ফ্লোরের নিচু জায়গায় জড়ো হচ্ছে।

ছুঁচ পতন নীরবতা সেলুনে। বিস্মিত হতবাক লোকজন নড়াচড়া, এমনকী জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে যেন। আহত মাইনারের চিবুক বেয়ে এখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। কিন্তু সে কিংবা অন্য কেউ নড়ছে না।

ফুঁ দিয়ে পিস্তলের মাযল থেকে এখনও উঠতে থাকা হালকা নীলাভ ধোঁয়া সরাল কিড। তারপর পিস্তলজোড়া খাপে পুরে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে লোকজনের দিকে তাকাল।

'এটা একটা ফেয়ার ফাইট ছিল, তাই না ফেলারস?'

ওর কথায় মাথা দুলিয়ে সায় জানাল দু'চারজন, কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চলল কিড। ব্যাটউইং ডোর ঠেলে পোর্চে এসে দাঁড়াল। সশব্দে এতক্ষণ চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কয়েকজন লোক। আহত লালচুলো মাইনার প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে গালের ক্ষতস্থানে চেপে ধরল।

পোর্চে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল কিড। শেষ বিকেলের সোনালী রোদে ঝলমলে প্রকৃতি। গ্রে সুট পরা খর্বাকৃতির এক

লোককে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে তড়িঘড়ি লিভারি স্টেবলের দিকে হেঁটে যেতে দেখল। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে মাথা দোলাল সে, তারপর আবার সেলুনের দিকে চলল।

জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের চেম্বারে বসে কয়েকটা বিশ ডলার বিলের বান্ডিল নাড়াচাড়া করছে। ওর গোমড়া মুখে জেগে রয়েছে একরাশ উদ্বেগ। টাকাগুলো গুণতে গিয়েও বারবার ভুল করছে।

ডেস্কের পেছনে স্যুইভেল চেয়ারে আয়েসী ভঙ্গিতে বসে পেটমোটা ব্যাঙ্কার টম মিশেল, অল্প অল্প দুলছে। বছর পঞ্চাশেক হবে ওর বয়স। মেদবহুল শরীর। তেলতেলে চেহারায় জেগে রয়েছে খুশি-খুশি ভাব। বোঝা যাচ্ছে বেশ খোশ মেজাজেই আছে।

ওর ইঁদুর রঙা চুল কপালের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা। চিবুকের থলথলে চর্বি নেমে গলাটাকে প্রায় নেই করে দিয়েছে। চোখজোড়াও প্রায় ঢাকা পড়ে আছে চর্বিতে।

'তারপর, হ্যারি,' কৌতুকমাখা দৃষ্টিতে জুয়াড়ীর দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্কার বলল। 'আগেও এভাবে তড়িঘড়ি টাকা তুলে শহর ছাড়তে তোমাকে কয়েকবার দেখেছি। পরে অবস্থা স্বাভাবিক হলে আবার ফিরে এসেছ। এবার কোন্ ঝামেলা বাধিয়েছ?'

'মহা ঝামেলা, টম,' ঢোক গিলে কম্পিত কণ্ঠে বলল হ্যারি। 'আগের কোনটার সঙ্গেই এর তুলনা হয় না। আমি এ-শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর কোনদিন ফিরব না।'

'নারীঘটিত কোন ব্যাপার? নাকি জুয়া খেলতে বসে ঝগড়া লেগে কাউকে খুন করেছ? অবশ্য খুন তুমি আগেও করেছ, কিন্তু ওই অথর্ব শেরিফটা কখনও তোমার টিকিটিও ছুঁতে পারেনি।'

'ও ধরনের কিছু নয়, টম। ব্যাপারটা আরও গুরুতর।'

'যেমন?' এবার চেয়ার থেকে সামনে ডেস্কের দিকে ঝুঁকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে জুয়াড়ীর দিকে তাকাল টম মিশেল।

'ওরা একজন গানম্যান পাঠিয়েছে, টম। ভয়ঙ্কর এক খুনি।

boighar.com

ওর টার্গেট আমিও হতে পারি। তাই কোন সুযোগ না নিয়ে শহর ছাড়ছি।'

'ওহ্, গানম্যান।' তাচ্ছিল্যের হাসি ব্যাঙ্কারের কবুতরের পায়ের মত লাল ঠোঁটে। 'সিন্ডিকেট পাঠিয়েছে? ওর ভাবনা ভাবার জন্য তো ডেনভার জ্যাক ও তার সঙ্গীরাই যথেষ্ট, তাই না? বরাবরের মত ওরাই ওর ব্যবস্থা নেবে।'

'কিন্তু বরাবর পেরেছে বলে এবারও পারবে এমন কোন কথা নেই।'

'পারতেই হবে ওকে,' ডেস্ক চাপড়াল ব্যাঙ্কার। 'কারণ আমাদের স্বার্থ দেখার জন্যই ও আমাদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ নেয়।'

'ও এবার পারবে না, দেখে নিয়ো। খুনিটা পিস্তলে সাংঘাতিক চালু। আমি ওকে আগেও অ্যাকশনে দেখেছি।'

'কে সে?'

নামটা উচ্চারণ করার আগে কয়েকবার ঢোক গিলল জুয়াড়ী। গলা থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসা কণ্ঠা ওঠানামা করছে। 'ওর নাম...ওর নাম কিড গ্যারিসন ওরফে রিও কিড।'

'কী নাম বললে?' যেন পাছায় হঠাৎ বিছা কামড়ে দিয়েছে এভাবে চেয়ারে লাফিয়ে উঠল ব্যাঙ্কার। 'রিও কিড। তুমি ঠিক বলছ তো?'

'হ্যাঁ, টম। আজ বিকেলের কোচে এসেছে সে। ট্রেইলস্ এন্ডে উঠেছে। এবার সবকিছুর হিসেব নেবে সে। ব্যাঙ্কের ফান্ড লোপাট, ব্যাঙ্ক নিরীক্ষক ও কয়েকজন সিন্ডিকেট গানম্যানকে খুন, সোনার চালান, জুয়ার টেবিল ও কলগার্লদের কাছ থেকে পার্সেন্টেজ খাওয়া, খুন, ডাকাতি—এসবের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবে সে এবার।'

টাকার বান্ডিলগুলো কার্পেটব্যাগের মধ্যে রেখে কম্পিত হাতে চেইন আটকাল জুয়াড়ী। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে আমাদের জারিজুরি শেষ, টম। আমি চললাম...'

ব্যস্ত পায়ে ব্যাঙ্কারের চেম্বারের দরজার দিকে চলল হ্যারি। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল।

'গুলির শব্দ শুনতে পেলাম যেন?' আতঙ্কিত কণ্ঠে ব্যাঙ্কার বলল।

'হ্যাঁ,' সে তার কাজ শুরু করেছে।' নিষ্কম্প কণ্ঠ জুয়াড়ীর। 'কে জানে তার পরবর্তী টার্গেট কে।'

'ও কাকে দিয়ে শুরু করল বলে মনে হয়, হ্যারি?'

'জানি না। জানার জন্য থেমে সময়ও নষ্ট করতে চাই না। আমি চললাম। গুড বাই...'

দড়াম করে চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দ্রুত ব্যাঙ্কের বাইরের দিকে চলল জুয়াড়ী। হেড ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, টেলার ও কাস্টমারদের কৌতূহলী দৃষ্টি উপেক্ষা করল।

বাইরে এসে তাজা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে তারপর দ্রুত লিভারি স্টেবলের দিকে চলল। কোর্ট কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে শেরিফ জন হল্টনকে তড়িঘড়ি সেলুনের দিকে যেতে দেখল।

ফাঁকা দৃষ্টিতে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার টম মিশেল। কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ ও কপালের ঘাম মুছল। হঠাৎ আতঙ্কিতভাবে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল সে, যেন পুকুরের পানি থেকে উঠে আসা এক কুকুর, গা ঝাড়ছে।

কম্পিত পায়ে কামরার কোণ থেকে ডারবি হ্যাটটা নিয়ে মাথায় চাপিয়ে দ্রুত বাইরের দিকে চলল। বাইরে এসে প্রথম কাউন্টারের সামনে ঝুঁকে হেড ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কথা বলল। 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, পাইক। তুমি চার্জ বুঝে নাও। আর তোমার ব্যাঙ্কার'স স্পেশাল হাতের কাছে রেখো, যে কোন সময়ে কাজে লাগতে পারে।'

পাইককে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে দ্রুত বাইরের দিকে চলল ব্যাঙ্কার, যেন শিকারির তাড়া খাওয়া এক শেয়াল। ব্যাঙ্কের ভিতর

boighar.com

কাস্টমাররা অবাক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকাল টম মিশেল। ব্লিজার্ডস পাস সেলুনের সামনে ছোটখাট একটা জটলা দেখতে পেল। শেরিফ জন হল্টন দু'হাতে জটলা ঠেলে সেলুনের ভিতরের দিকে চলল।

ভয়ার্ত চোখে এদিক-সেদিক তাকাল ব্যাঙ্কার, তারপর সতর্ক পায়ে রাস্তা ক্রস করল। নিকটবর্তী একটা অ্যালিওয়ে দিয়ে সাঁৎ করে ভিতরে ঢুকে গেল সে। গন্তব্যস্থল সেলুনের ব্যাকলন। কাকে যেন বলতে শুনল, আউট-ল স্ট্যানলি জর্জকে গুলি করে মারা হয়েছে।

সেলুনের ব্যাকলনটা ফাঁকা। সেলুনের ভিতর ও বাইরে রাস্তার কোলাহল অস্পষ্টভাবে এখানে পৌঁছায়। অস্থির চোখে চারদিকে তাকাল বিব্রত ব্যাঙ্কার, কেউ ওকে লক্ষ করেনি নিশ্চিত হয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

দরজার নব ঘুরিয়ে একটা লম্বা প্যাসেজওয়েতে ঢুকল সে। বাসি হুইস্কি ও সিগারেটের ধোঁয়ার কড়া গন্ধ নাকে ঝাপটা মারল। প্যাসেজওয়ের মাঝামাঝি এসে বামদিকের একটা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। সিঁড়ির ডানে বন্ধ দরজার সামনে থামল।

দরজায় চারবার টোকা দিল ব্যাঙ্কার। আগে থেকেই এ-ব্যবস্থা করা আছে। কামরার ভিতরে একটা চেয়ার সরানোর ক্র্যাক শব্দ হলো। দরজায় চাবি গলিয়ে তালা খুলছে কেউ একজন। দরজার পাল্লা খুলে বিশাল শরীরটাকে ভিতরে গলিয়ে দিল ব্যাঙ্কার। তারপর পেছন থেকে দরজা বন্ধ করল।

চৌকো কামরাটার জানালা দুটো বন্ধ থাকায় ভিতরে প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে। জমাট বাঁধা সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝখান দিয়ে সামনে তাকাল ব্যাঙ্কার। মোট তিনজন লোক। সবাই রুক্ষদর্শন। ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসা পেটানো শরীরের মোটাসোটা লোকটা ডেনভার জ্যাক। আউট-ল সর্দার।

বইঘর.কম

ছ'ফিটেরও বেশি লম্বা ডেনভার। শক্ত-পোক্ত শরীর। নাকটা ভাঙা। মুখে অজস্র কাটিকুটির দাগ। দু'পাশে বসা দু'জন ওর সহযোগী। একজন খর্বাকৃতির হাফব্রীড। নাম ডুগান। মেক্সিকান ও ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে ওর শরীরে। অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক সে। পিস্তল ও ছোরা দুটোতেই সমান দক্ষ।

আউট-ল নেতার ডানপাশে বসা লিকলিকে শরীরের লম্বাটে লোকটার নাম জিম ডেভেনপোর্ট। ওর ঘোলাটে চোখজোড়ার দৃষ্টি অত্যন্ত শীতল। বিপজ্জনক লোক সে, একজন পেশাদার খুনি, একটা র‍্যাটল সাপের সঙ্গেই কেবল তার তুলনা চলে।

এদের সবাইকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ব্যাঙ্কার, অভিন্ন স্বার্থ না থাকলে এড়িয়েই চলত।

'কী খবর, ব্যাঙ্কার?' কান পর্যন্ত প্রসারিত হলো আউট-ল নেতার হাসি। একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে টম মিশেলকে বসতে ইশারা করল। 'কোন ফিকিরে আছ এবার? অফিস চলাকালীন সময়ে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? তা ছাড়া, তোমাকে এত নার্ভাসই বা কেন দেখাচ্ছে?'

ধপ্ করে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ল ব্যাঙ্কার। সিল্কের রুমাল বের করে আবার মুখ ও কপালের ঘাম মুছল। হ্যাটটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করছে।

'শোনো, জ্যাক,' বলল সে। 'আমরা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি। ভীষণ ঝামেলা।'

'ঝামেলা। ঝামেলাই তো আমাদের জীবন। এটা আবার নতুন কী?'

'কেন, তোমরা কিছুই জানো না? পুরো শহরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা কিছুই জানো না বলছ? গুলির শব্দও শোনোনি?'

'শুনিনি। বাইরের কোলাহল এখানে খুব একটা পৌঁছায় না বলেই এ কামরাটা বেছে নিয়েছি আমরা। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে

boighar.com

ভোঁতা একটা গুলির শব্দ কানে এসেছে। ভেবেছিলাম কোন মাতাল মাইনারের কাণ্ড বুঝি।'

'কিছুক্ষণ আগে নীচে সেলুনে স্ট্যানলি জর্জ খুন হয়েছে।'

'স্ট্যানলি জর্জ খুন হয়েছে বলছ?' নগ্ন উল্লাস ফুটে উঠল ডেনভার জ্যাকের চেহারায়। 'ভালই হলো, একটা জঘন্য কাজ করা থেকে বেঁচে গেলাম আমরা। ওকে এমনিতেই খুন করতে হত আমাদের! ওই হারামির বাচ্চাটা ইদানীং ডাবল-ক্রস করছিল আমাদের সঙ্গে।'

'শহরে এক খুনির আবির্ভাব ঘটেছে, জ্যাক। ভয়ঙ্কর খুনি।'

'খুনি? সিন্ডিকেট পাঠিয়েছে? সে আর নতুন কী খবর? অন্যদের মত তার ব্যবস্থাও আমরা নেব, ব্যস।'

'এর ব্যবস্থা নেয়া আগেরগুলোর মত অত সহজ হবে না।'

'তা হলে কে সে?' তাচ্ছিল্যের সুর আউট-লর কণ্ঠে। 'বিলি দ্য কিড?'

'বিলি দ্য কিডের চেয়ে আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এ লোক,' জিহ্বা দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল ব্যাঙ্কার। 'ওর নাম···ওর নাম রিও কিড।'

টম মিশেলের কণ্ঠে নামটা উচ্চারিত হতেই হঠাৎ জমে গেল আউট-ল, তিনজন। নিশ্চল মূর্তির মত বসে ওরা, যেন জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে যাচ্ছে। ডেস্কের কোণা খামচে ধরেছে বিশালদেহী আউট-ল, রক্ত সরে গিয়ে আঙুলের আগাগুলো সাদাটে দেখাচ্ছে। জিম ডেভেনপোর্ট ব্যাঙ্কারের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে হ্যাটের তলা থেকে এইমাত্র কয়েকটা র‍্যাটল সাপ কামরায় ছেড়ে দিয়েছে। হাফ ব্রীডের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ওর আতঙ্কিত চোখজোড়া সিলিংয়ের দিকে নিবদ্ধ, যেন মনোমুগ্ধকর কোন দৃশ্য থেকে চোখ সরাতে পারছে না কিছুতেই।

অখণ্ড নীরবতা নেমেছে কামরায়। পুরো দশ সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। জিম ডেভেনপোর্টই প্রথম হতবুদ্ধি ভাবটা

বইঘর.কম

কাটিয়ে উঠল। ওর শুকনো মুখে দেঁতো হাসি ফুটে উঠেছে।

'তো হয়েছে কী?' বলল আউট-ল। 'একটাই তো গুলির দরকার হবে তা-ই না? নাকি ওর শরীরটা বুলেট প্রুফ?'

'তা ঠিক বটে,' বিরস কণ্ঠে ব্যাঙ্কার বলল। 'কিন্তু সেটা তোমার কম্মো নয়। ও আর তোমার শ্রেণী ভিন্ন।'

'ড্যাম ইউ, ব্যাঙ্কার...' ডান হাতের মুঠো পাকিয়ে টম মিশেলের দিকে তেড়ে এল অপমানিত আউট-ল।

'হয়েছে হয়েছে, এবার থামো,' বিশাল হাত তুলে ওকে নিবৃত্ত করল ডেনভার জ্যাক। 'নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।' ব্যাঙ্কারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কেন মনে হলো যে ও আমাদের খোঁজেই এসেছে?'

টম মিশেলের প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কুতকুতে চোখজোড়ায় অপরাধী ভাব জেগে উঠেছে। হ্যাটের চওড়া কানা দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে গায়ে বাতাস করতে করতে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে ওই ব্যাঙ্ক নিরীক্ষকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতেই সে এখানে এসেছে।'

ভুরু কুঁচকে মিশেলের দিকে তাকাল আউট-ল সর্দার। ডেস্কের উপর রাখা আধ-খালি হুইস্কির বোতলটা এক ঝটকায় হাতে তুলে নিল, যেন এখুনি সেটা ব্যাঙ্কারের মাথায় ফাটাবে। ধীরে ধীরে শান্ত হলো সে, বোতলের মুখে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ঠকাশ করে ডেস্কের উপর রাখল। তারপর ডান হাতের পিঠে মুখ মুছে মিশেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হতে পারে তোমার কথাই ঠিক, মিশেল। কিন্তু ব্যাঙ্ক নিরীক্ষকের সমস্যাটা তোমার, একান্তই তোমার।'

সদ্য লাথি খাওয়া বিপন্ন কুকুরের মত ডেনভার জ্যাকের দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার। বলল, 'তুমি ভাল করেই জানো, জ্যাক, এ-ব্যাপারে আমার চেয়ে তুমিও কম দায়ী নও।'

'হেল!' ডেস্কের উপর জোরে ঘুসি মারল জ্যাক। বোতল ও গ্লাসগুলো লাফিয়ে উঠল। 'আমি যেটা করেছি সেটা কেবল ব্যাঙ্কের টাকা রক্ষার জন্য। আমাদের টাকা...'

boighar.com

'কিন্তু ব্যাঙ্ক নিরীক্ষককে মেরে ফেলা মোটেই উচিত হয়নি তোমার,' বলল মিশেল।

'কী বললে?' গর্জে উঠল আউট-ল। 'আমি খুন করেছি ওকে? মূল পরিকল্পনা তো তুমিই করেছিলে। ব্যাঙ্কের টাকা এদিক-সেদিক করেছিলে তুমিই। নিজের চামড়া বাঁচাতে আমাকে অনুরোধ করেছিলে...'

'দেখো, জ্যাক, আমরা দু'জনই বিপদে নাক পর্যন্ত ডুবে আছি। আমি ঝামেলায় পড়লে তুমিও কোন না কোনভাবে জড়িয়ে যাবে।'

'কী বললি, মুটকো কোথাকার?' চোখের নিমেষে কোমর থেকে পিস্তল তুলে এনে ব্যাঙ্কারের বিশাল পেট বরাবর তাক করল ডেনভার জ্যাক। 'আমার নাম বলে দিয়ে আমাকে ফাঁসাবি?'

ভয়ে ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়ে গেছে টম মিশেলের চেহারা, তিরতির করে কাঁপছে ঠোঁট জোড়া। ঢোক গিলল সে, কিছু বলতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না।

'এই দু'মুখো সাপটাকে এখনই শেষ করে দাও, ওস্তাদ,' যেন আগুনে ঘৃতাহুতি দিল জিম ডেভেনপোর্ট। 'নইলে পরে পস্তাবে বলে দিলাম।'

তিন

রিও কিড সেলুন ছেড়ে চলে যেতেই লোকজন আবার কথাবার্তা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। যেন বিশাল একটা পাথর নেমে গেছে

বইঘর.কম

ওদের মাথার উপর থেকে। জুয়াড়ীরা ব্যস্ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া কয়েনগুলো কুড়িয়ে নিতে।

মৃত বন্দুকবাজের দেহটা তেমনি পড়ে রয়েছে। ওর দেহ থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। মাছি ভন্ ভন্ করছে ওখানে।

'লাশটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত,' বলল এক লোক।

'সেটা আন্ডারটেকারের কাজ,' বলল আরেকজন। 'এবং সেজন্যই তাকে বেতন দেয়া হয়।'

হঠাৎ সামনের ব্যাটউইং ডোর নড়ে উঠল। দীর্ঘদেহী আগন্তুককে আবার সেলুনে ঢুকতে দেখে লোকজন যে-যার জায়গায় জমে গেল। নীরব সবাই, স্তব্ধতা যেন কোন নির্জন গ্রহের নীরবতাকেও হার মানায়।

বারে কনুই ঠেকিয়ে পা জোড়া ক্রস করে দাঁড়িয়ে আরেকটা বিয়ারের অর্ডার দিল কিড। টেন্ডার দ্রুত সার্ভ করল, যেন সার্কাসের বাঘের খাঁচায় মাংস দিচ্ছে। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে চতুর্দিকে তাকাল রিও কিড। যার সঙ্গেই চোখাচোখি হচ্ছে, সে-ই বিব্রতভাবে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে।

আবার ব্যাটউইং ডোর নড়ে উঠল। সেলুনে ঢুকল বুকে শেরিফের ব্যাজ পরা হালকা-পাতলা গড়নের এক লোক। শেরিফ জন হল্টন। পুরো পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে সে-ই একমাত্র আইন।

কঠিন, পোড় খাওয়া চেহারার এক ষাটোর্ধ্ব বুড়ো সে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দেহ। শরীরের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। এখন ওর রিটায়ার করার সময়। কিন্তু সম্মানজনকভাবে বাঁচার জন্য আর কোন অবলম্বন না থাকায় এখনও চাকরিটা ধরে রেখেছে।

ওর মাথার পাতলা চুল পেকে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। চোখের ভুরুও সব পেকে গেছে। তবে তার নীল চোখজোড়ার

boighar.com

দৃষ্টি এখনও বাজপাখির দৃষ্টির মতই তীক্ষ্ণ। এককালে বাঘা লম্যান ছিল, এখন বয়সের কারণে ঝিমিয়ে গেছে।

কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারায় নির্বাক, নিশ্চল লোকজনের দিকে তাকাল শেরিফ। বলল, 'এখানে হচ্ছেটা কী শুনি! কারা গোলাগুলি করেছে?'

কোনও জবাব নেই। সেলুন ফ্লোরে স-ডাস্টের উপর বেকায়দা ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা বন্দুকবাজের উপর নিবদ্ধ হলো শেরিফের দৃষ্টি। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। 'স্ট্যানলি জর্জ! কে ওর এ দশা করেছে?'

এবার ডুকরে কেঁদে উঠল আহত মাইনার। কিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই লোক। ও আমাকে আহত করেছে। জর্জ প্রতিবাদ জানানোয়...'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, এখনও বারে কনুই ঠেকিয়ে বিয়ার পানরত দীর্ঘদেহী আগন্তুকের উপর নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি। সতর্ক হয়ে উঠল সে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে, কঠিন লোক।

'তুমিই কি ওকে খুন করেছ?' স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে শেরিফ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত জবাব কিডের।

'কেন?'

'যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে উপস্থিত সবাই দেখেছে। ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'কে আগে পিস্তল বের করেছে?'

'গুলি করার আগে আমি ওকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি।'

'ওর কথা কি ঠিক?' লোকজনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল শেরিফ।

কোনও কথা না বলে মাথা দোলাল কয়েকজন। কিডের দিকে তাকিয়ে শেরিফ বলল, 'তুমি কি ট্রেইলে রয়েছ? আজ রাতে

বইঘর.কম

এখানে থেকে কাল সকালে পথে নামবে?'

'আপাতত বোধহয় কোথাও যাচ্ছি না,' কিডের জবাব। 'হোটেলে কয়েকদিনের জন্য একটা কামরা বুক করেছি।'

'মানে এখানে থেকে যাবে বলছ?' কিছুটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শেরিফের। 'কিন্তু এখানে তোমার কী কাজ?'

'তোমাদের শহরটাকে আমার মনে ধরেছে। এখানে কয়েকদিন থেকে যেতে চাই।'

'এখানে মনে ধরার মত কী আছে?' ভুরু কুঁচকে কিডের দিকে তাকাল শেরিফ। খানিক থেমে বলল, 'তা ছাড়া তোমার ওই পিস্তল দুটো কেড়ে নিয়ে তোমাকে শান্তি ভঙ্গের দায়ে জেলে পুরতে পারি আমি।'

'চেষ্টা করে দেখবে নাকি, শেরিফ?' মৃদু হাসল কিড। 'অতীতেও অনেকে সে-চেষ্টা করে বিফল হয়েছে।'

আগন্তুকের সরাসরি চ্যালিঞ্জে চুপসে গেল শেরিফ। মনে মনে ভাবল, যদি আবার সেই পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারত। শরীরে বাঘের বল ছিল তখন। যেসব শহরে সে শেরিফ কিংবা মার্শালগিরি করেছে তার আশপাশেও ভিড়ত না খুনে আউট-লরা।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল সে, 'তোমার পরিচয় জানতে পারি কি?'

'কিড গ্যারিসন। ওরা আমাকে রিও কিড বলেই ডাকে।'

'রিও কিড!' নামটা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠল ল-ম্যান, যেন কেউ পায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে। 'তুমি এত উত্তরে কী করছ?'

'একটা কাজে এসেছি,' অর্থপূর্ণভাবে চোখ মটকে কিড বলল।

'কাজে যে এসেছ সেটা তো বুঝেছি,' বলল শেরিফ। 'কিন্তু কাজটা কী?'

'সেটা এখন বলা যাবে না।'

'শুনেছি সর্বশেষ সান আন্টোনিওতে ছিলে। সেখানে

boighar.com

রেঞ্জারদের হয়ে কাজ করছিলে।'

'রেঞ্জাররা আমার বন্ধু, মাঝে-মধ্যে ওদের টুকটাক কিছু কাজ করে দিই। তবে এখন করছি না।'

'তা হলে এখন কাদের হয়ে কাজ করছ? সাউথ টেক্সাস মাইনারস্ সিন্ডিকেটের হয়ে?'

কোনও কথা না বলে মাথা দোলাল কিড। ভীতি ও শ্রদ্ধার অবিমিশ্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শেরিফ জন হল্টন। ছেলেটার মাঝে যেন নিজের তরুণ বয়সের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে সে। কেন জানে না, মনে কিছুটা বলও অনুভব করছে।

দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতা চলছে এ শহরে। খুন-খারাবি, লুটতরাজ, ঠগবাজি নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শত চেষ্টা করেও একা সামাল দিতে পারেনি শেরিফ। কেউ তাকে তেমন একটা পরোয়াও করে না। রিও কিডকে পাশে পেলে হয়তো শহরটাতে আবার ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

রিও কিড সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছে সে। শুনেছে লোকটা ভয়ঙ্কর পিস্তলবাজ হলেও কখনও বেআইনী কিছু করে না। তা ছাড়া ল-ম্যানদেরকে সব সময় সহায়তা করে।

নিজেও অনেকবার ল-ম্যানের ব্যাজ পরেছে।

কেউ বলে রিও কিড সর্বমোট ত্রিশজন মানুষ মেরেছে। কেউ বলে পঞ্চাশ জন। স্থান-কাল পাত্র ভেদে সংখ্যাটা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সংখ্যাটা আসলে কত সেটা কিড নিজেই জানে না। সস্তা পিস্তলবাজদের মত পিস্তলে দাগ কেটে হিসাব রাখার অভ্যাস তার কখনোই ছিল না।

'কেউ একজন আন্ডারটেকারকে খবর দাও,' স্ট্যানলি জর্জের লাশের দিকে তাকিয়ে শেরিফ বলল। 'লাশটা মর্গে নেয়ার ব্যবস্থা করো।' কিডের দিকে তাকাল ল-ম্যান। 'বাইরে চলো, কিড, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কিছু কথা আছে।'

শেরিফের সঙ্গে বাইরের রাস্তায় নেমে এল কিড। ওর দিকে

বইঘর.কম

তাকিয়ে ল-ম্যান বলল, 'এবার কোথায় যাবে, কিড?'

'আপাতত লিভারি স্টেবলে। ওখান থেকে একটা ঘোড়া ধার নেব।'

'কোথাও বেরোবে? সন্ধ্যা কিন্তু ঘনিয়ে আসছে...'

হঠাৎ রাস্তায় একরাশ ধুলো উড়িয়ে শহরে ঢুকল একটা বাগি। সীটে বসা অপূর্ব সুন্দরী একটা তরুণী। ফর্সা শরীরে কারুকাজ করা কালো পোশাকে বেশ মানিয়েছে। হরিণীর মত চঞ্চল আয়তাকার চোখজোড়ায় মায়াবী দৃষ্টি। মাথাভর্তি একরাশ কালো ঝাঁকড়া চুল কোমর ছাড়িয়ে গেছে।

এক পলকের জন্য কিডের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেয়েটা। জেনারেল স্টোরের সামনে বাগি থামল সে। বাগির সীট থেকে লাফিয়ে নেমে সুগঠিত নিতম্বে সমুদ্রের ঢেউ তুলে স্টোরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সম্মোহিতের মত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রিও কিড, শেরিফের দিকে না তাকিয়েই মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'মেয়েটা কে, শেরিফ?'

মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে সাদাটে দেখাচ্ছে শেরিফের চেহারা। কয়েকবার ঢোক গিলে আতঙ্কিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগারের সৎ মেয়ে। কিন্তু কেন...'

কোন কথা না বলে বুক পকেট থেকে একটা তালিকা বের করল কিড। লম্বা তালিকার এক জায়গায় স্থির হলো ওর আঙুল।

'জো হলিংগারের মেয়ে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'ও এখানে বড় একটা রানশেরও মালিক?'

'হ্যাঁ।'

'রানশ কেনার মত টাকা কোথায় পেল সে?'

'জানি না। আমি জানি না...' অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল ল-ম্যান।

boighar.com

নীরবে তালিকাটা আবার পকেটে পুরল কিড। নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল, 'মেয়েটার মনে কষ্ট দিতে খারাপই লাগবে। কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা না করে উপায়ও নেই আমার।'

কোনও কথা না বলে শুধু মাথা দোলাল শেরিফ। মনে মনে খোদার কাছে প্রার্থনা করছে, যেন ওই তালিকায় ওর নামটা অন্তত না থাকে। বলা তো যায় না, নিজের অজান্তে কখন কোন্ দোষ করে ফেলেছে···

ডেনভার জ্যাকের উদ্ধত কোল্টের মাযলের সামনে ঘামছে ব্যাঙ্কার টম মিশেল। ভুরু থেকে নেমে আসা চর্বিযুক্ত মাংসে প্রায় বুজে যাওয়া কুতকুতে চোখজোড়ায় রাজ্যের আতঙ্ক ভর করেছে। ওদিকে ট্রিগারে তর্জনীর চাপ অল্প অল্প বাড়াচ্ছে আউট-ল সর্দার। ওকে চিৎকার করে উৎসাহ যোগাচ্ছে জিম ডেভেনপোর্ট। 'শেষ করে দাও বস্, ওকে শেষ করে দাও। ওর ভুঁড়িটা ফুটো করে দাও।'

কয়েকবার ঢোক গিলল টম মিশেল, হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'শোনো, জ্যাক, আমরা অনেকদিন ধরে একসঙ্গে কাজ করছি···'

'কিন্তু তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস,' গর্জে উঠল ডেনভার জ্যাক। 'নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছিস।'

'আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে তোমার নাম বলে দেব,' দ্রুত বলল ব্যাঙ্কার। 'আমি শুধু বলেছি যে, তোমার নামটা কোনও না কোনও ভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। শহরসুদ্ধ লোকজনের ধারণা, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরাই ওই ব্যাঙ্ক নিরীক্ষক ও সিন্ডিকেট গানম্যানদের খুন করেছ। আমি শুধু তোমাকে সতর্ক করে দিতেই এখানে এসেছি, জ্যাক।'

'ওর কথা শুনো না, ওস্তাদ। শেষ করে দাও। ওকে শেষ করে দাও···' আবার চেঁচাল জিম ডেভেনপোর্ট। কিন্তু তাকে হতাশ করে পিস্তল নামাল ডেনভার জ্যাক। আবার হুইস্কির বোতলের

বইঘর.কম

দিকে হাত বাড়াল।

ফোঁস করে সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বিধ্বস্ত ব্যাঙ্কার। রুমাল দিয়ে আবার মুখ ও কপালের ঘাম মুছল। আউট-ল সর্দার বলল, 'ঠিক আছে, এবারের মত মাফ করে দিলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে চালাকি করতে গেলে তোমার ভুঁড়িটা ঠিকই ফাঁসিয়ে দেব।'

'আমি তোমার বিপদের কারণ হব না, জ্যাক,' বলল টম মিশেল। 'আমি শুধু তোমার কাছে নিরাপত্তার কথা বলতে এসেছিলাম। তুমি জানো, আমি জীবনে কখনও একটা গুলিও ছুঁড়িনি।'

'আমি সেটা দেখব,' বলল ডেনভার জ্যাক। 'জিমকে ব্যাঙ্কে পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়ে দেব। তবে আমরা এখনও নিশ্চিত নই যে রিও কিড আমাদের খোঁজেই এখানে এসেছে।'

'আমি নিশ্চিত, জ্যাক। ও আমাদের খোঁজেই এসেছে। আমি হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় টের পাচ্ছি।'

'সেটা হয়ে থাকলে,' ভয়ঙ্কর শোনাল আউট-ল সর্দারের কণ্ঠ। 'কাজ শুরু করার আগেই কোনও অন্ধকার অ্যালিওয়ে থেকে ছোঁড়া বুশওয়াকারের গুলিতে মারা পড়বে সে। কিংবা ও যখন ঘুমাবে, ডুগান ছোরা নিয়ে ওর কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। কি পারবে না, ডুগান?'

সবাই এতক্ষণ নিশ্চুপ থাকা হাফব্রীডের দিকে তাকাল। আসলে ডুগান কথাই বলতে পারে না। একবার গোষ্ঠীগত দাঙ্গার সময় ওর বিরোধীপক্ষ ওর জিভ কেটে নিয়েছিল।

মাথা দোলাল হাফব্রীড। একটা দেঁতো হাসি ফুটে উঠেছে ওর ঠোঁটে। ওর প্রতি অগাধ আস্থা আউট-ল সর্দারের। এ পর্যন্ত তাকে যত মিশনে পাঠানো হয়েছে, শতকরা একশো ভাগ সফল হয়েছে সে।

জেনারেল স্টোরের দরজায় সুন্দরী সারাহ্‌কে দেখে প্রাণবন্ত হেসে

boighar.com

অভ্যর্থনা জানাল স্টোরকীপার জিম সয়্যার ও তার স্ত্রী মিলি। চল্লিশোর্ধ্ব হাসি-খুশি দম্পতি, ওদেরকে বেশ পছন্দ করে সারাহ্। ওদেরকে দেখলে কেন যেন ওর নিজের মৃত বাবা-মা-র কথা মনে পড়ে। ওরাও ওকে খুব পছন্দ করে।

'কী খবর, সারাহ্,' আন্তরিকভাবে হেসে জানতে চাইল জিম সয়্যার। 'কেমন আছ?'

'তোমাকে অনেকদিন শহরে দেখিনি মেয়ে,' কাউন্টারের উপর ঝুঁকে ওর মাথাটা টেনে নিয়ে চুমু খেল মিলি।

'আমি ভাল,' জবাবে মেয়েটা বলল। 'তোমরা কেমন আছ?'

'মোটামুটি আছি,' বলল জিম। 'জো কেমন আছে? ওর পিঠের ব্যথা কমেছে?'

'কিছুটা কমেছে। ডাক্তার হলওয়েল সপ্তাহে দু'বার রানশে গিয়ে দেখে আসে।'

বাজারের ফর্দটা নিয়ে ওটার সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন র‍্যাক থেকে জিনিসপত্র বের করতে শুরু করল স্বামী-স্ত্রী। সাথে সাথে টুকটাক কথাবার্তাও চালিয়ে যেতে লাগল।

সবই ব্যক্তিগত আলাপ।

'জো কি আগের মতই তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে?'

'মাঝে-মধ্যে করে,' বিমর্ষ কণ্ঠ মেয়েটার। 'বিশেষ করে বছরখানেক আগে মা মারা যাবার পর থেকে আমাকে বোধহয় দু'চোখে দেখতে পারে না।'

'তোমার মা-কে ও খুব ভালবাসত,' বলল জিম। 'তোমার মা মারা যাবার পর থেকে ও কেমন যেন হয়ে গেছে।'

'কিন্তু টাকা কামানোর নেশা এখনও কাটেনি,' বলল মিলি। 'যেভাবে পারছে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে।'

'আমি কিন্তু তার টাকার পেছনে ছোটার বিরোধী।' সারাহ্ বলল। 'এ নিয়ে অনেক ঝগড়াও হয়। বুঝি না এত টাকা-পয়সা দিয়ে সে করবেটা কী।'

বইঘর.কম

'সব তোমার জন্য রেখে যাবে,' বলল স্টোরকীপার।

'আমি ওই সম্পত্তির কানাকড়িও ছোঁব না, মিস্টার সয়্যার। ওটা অবৈধ পয়সার সম্পত্তি।'

'অবশ্য ওটা ছাড়াও তুমি চলতে পারবে,' বলল মিলি। 'সেইন্ট লুইয়ের স্কুলে পড়ুয়া শিক্ষিত মেয়ে তুমি। বাচ্চা পড়িয়েও পেট চালাতে পারবে।'

'মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে করে তাকে ছেড়ে চলে আসি,' বলল সারাহ্। 'কিন্তু হাজার হলেও আমার মায়ের স্বামী ছিল লোকটা। তা ছাড়া আমি সেইন্ট লুইয়ে থাকতে আমার পড়ার খরচ যুগিয়েছে।'

'অবশ্য ও তখন সৎ ছিল। কষ্ট করে চলত, কিন্তু বেআইনী কোন কাজ করত না। দিনে দিনে কেমন যেন হয়ে গেল লোকটা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্টোরকীপার, র‍্যাক থেকে নামানো জিনিসপত্র কাউন্টারের একপাশে ফ্লোরে স্তূপ করে রাখতে লাগল।

'ধন্যবাদ, মিস্টার সয়্যার,' বলল সারাহ্। 'শহরের হাল-চাল কী? নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে? শেরিফের সঙ্গে যে হ্যান্ডসাম যুবকটাকে দেখলাম সে কে?'

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল স্টোরকীপার। বলল, 'হ্যান্ডসাম যুবক বলছ ওকে, সারাহ্? তুমি কি জানো সে কে?'

'কে সে?'

'ভয়ঙ্কর এক গানম্যান,' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল মিসেস সয়্যার। 'পুরো শহর ওর ভয়ে তটস্থ।'

'সিন্ডিকেট গানম্যান? আমি যতদূর জানি, ওরা আগেও কয়েকজন গানম্যান পাঠিয়েছে। কিন্তু ডেনভার জ্যাক আর তার পোষা মাস্তানদের সামনে কেউ টিকতে পারেনি।'

'কিন্তু একে কাবু করা সহজ হবে না। ভয়ঙ্কর এক খুনি সে। শহরে আসতে না আসতেই খুন-খারাবি শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সে সেলুনে স্ট্যানলি জর্জকে খুন করেছে। জো'কে

boighar.com

একটু সাবধানে থাকতে বোলো।'

'তুমি খুব সন্দেহপ্রবণ মানুষ, জিম,' বলল মিলি। 'জো-কে টার্গেট করতে যাবে কেন সে? অবশ্য ওর নামে বাজারে কানাঘুসা আছে। বিশেষ করে প্রচুর দাম দিয়ে রানশটা কেনার পর থেকে সেটা আরও বেড়েছে।'

'তোমরা যা-ই বলো,' বলল সারাহ্। 'আমার কিন্তু ছেলেটাকে সস্তা খুনি বলে মনে হয়নি। অবশ্য মাত্র এক পলকের জন্য দেখেছি ওকে।'

'ওর নামটা শুনলে ওর সম্পর্কে তোমার সব ধারণা পাল্টে যাবে,' বলল জিম সয়্যার।

'কী নাম ওর?' জানতে চাইল সারাহ্।

'ওর নাম,' লম্বা দম নিল স্টোর কীপার। 'রিও কিড!'

'রিও কিড!' চোখ কপালে তুলল সারাহ্। 'দ্যা গ্রেট রিও কিড এখানে? ওয়েস্টার্ন ম্যাগাযিনগুলোয় ওর কাহিনী অনেক পড়েছি। শুনেছি লোকটা সবসময় আইনের পক্ষে কাজ করে, অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। আগে সুযোগ না দিয়ে কাউকে খুন করে না সে।'

'সে যাই হোক,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্টোরকীপার। 'সিন্ডিকেটের হিসেব-নিকেশ এবার সে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে।'

'আমরা অবশ্য সব সময়েই সিন্ডিকেটের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছি,' মিলি বলল। 'কখনও হিসেবের বাইরে একটি পয়সাও নিইনি। খাতা-পত্র চাইলে যে-কোন সময়েই তা দেখাতে পারব।'

মনে মনে এক চোট হেসে নিল সারাহ্। বুঝতে পারছে, অন্যান্যদের মত সয়্যাররাও রিও কিডের টার্গেট হবার ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে। মিলি যে সিন্ডিকেটের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার দাবী করছে সেটাও পুরোপুরি সঠিক নয়। জো'র নাদুস-নুদুস চেহারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সে স্টোর থেকে অনেক রসদ-পত্র ও টাকা-কড়ি সরিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর সহায়তায় মালগুলো বাগিতে তুলল সারাহ্, তারপর বাগি ছাড়ল। মেইন স্ট্রীট ধরে সামান্য এগোতেই ওর গতিরোধ করল শেরিফ জন হল্টন।

সারাহ্ রাশ টেনে বাগি থামাতেই বুড়ো শেরিফ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'মিস সারাহ্! মিস সারাহ্! তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে শহরে একজন ভয়ঙ্কর গানম্যান এসেছে?'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' বলল সারাহ্। 'মিস্টার মিসেস সয়্যার আমাকে বলেছে।'

'জো-কে সাবধানে থাকতে বোলো, মিস সারাহ্। ওই গানম্যানের সাথে একটা নামের তালিকা আছে। আমি নিশ্চিত যে জো-র নামও ওই তালিকায় রয়েছে।'

'আমি বাবাকে সাবধান করে দেব।' বলল সারাহ্। শেরিফকে বিদায় জানিয়ে আবার বাগি ছাড়ল মেয়েটা।

লিভারি স্টেবলের কাছাকাছি আসতেই রাস্তার পাশে হ্যান্ডসাম সেই যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সারাহ্। বাগি কাছাকাছি আসতেই হ্যাটের প্রান্ত ছুঁয়ে ওকে অভিবাদন জানাল রিও কিড। দ্যা গ্রেট রিও কিড। ওর স্বপ্নের পুরুষ।

আবেগে আপ্লুত সারাহ্। মৃদু হেসে মাথাটা সামান্য নুইয়ে কিডের অভিবাদনের জবাব দিল সে।

চার

লিভারি স্টেবলে পেছনের দিকের একটা স্টলে বাঁধা একটা মোটা-তাজা সোরেল গেল্ডিং পর্যবেক্ষণ করছে রিও কিড, হেনরি

boighar.com

রিপিটারটা বগলদাবা করে রেখেছে সে। পেশী কিলবিল করছে ঘোড়াটার শরীরে।

'ওই ঘোড়াটা,' বুড়ো স্টেবলম্যানের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে বলল কিড। 'ওটার পিঠে স্যাডল-ব্রিডল পরিয়ে দাও।'

দন্তবিহীন মাড়ি বের করে হেসে স্টেবলম্যান বলল, 'তোমার মত যোগ্য লোকের জন্য যোগ্য ঘোড়া এটা, সার।'

ঘোড়াটা ভাল, মাথা দুলিয়ে সায় জানাল কিড, কিন্তু ওর নিজের ঘোড়া জনির ধারে-কাছেও নয়। জনি অনেকদিন রয়েছে ওর সঙ্গে, বিশ্বস্ত বন্ধুর মতই ওর আবেগ-অনুভূতি সহজে বুঝতে পারে। এখন সান আন্টোনিওর রেঞ্জার'স লিভারি স্টেবলে আদর-যত্নের মধ্যে রয়েছে। কিডের ধারণা, জনির মত ঘোড়া পুরো পশ্চিম জুড়ে আর একটিও পাওয়া যাবে না।

লিভারিম্যান জেফ মুলার সত্তরোর্ধ্ব এক বুড়ো। বয়সের ভারে শরীর নুয়ে পড়েছে। দাঁতগুলো সব পড়ে যাওয়ায় গাল ভিতরে ঢুকে গেছে। ওর একটা পা খোঁড়া। বহু বছর আগে বুনো ঘোড়া পোষ মানাতে গিয়ে ওটার পিঠ থেকে পড়ে এ দশা হয়েছে। গায়ে রং জ্বলা স্ট্রাইপ শার্ট, পরনে শতছিন্ন পুরোনো আর্মি প্যান্ট।

মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও ধূসর চোখে একরাশ ভীতি জেগে রয়েছে বুড়োর। বোধহয় সেলুনে কিডের কীর্তিকলাপ ইতোমধ্যে সে-ও জেনে গেছে। দ্রুত নির্দেশ পালন করতে ছুটল বুড়ো, দক্ষ হাতে ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল-ব্রিডল পরিয়ে রাশ ধরে বাইরে নিয়ে চলল।

স্টেবল গেটে এসে ঘোড়ার রাশ বুড়োর কাছ থেকে নিজের হাতে নিল কিড, স্টিরাপে ডান পা গলিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ঘোড়া চেনো, ওল্ড টাইমার। এখানে যতদিন থাকি, মাঝে-মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

বিনয়ী ভঙ্গিতে হেসে স্টেবলম্যান বলল, 'প্রায় পুরোটা জীবন

বইঘর.কম

ঘোড়া নিয়ে কারবার করেছি, সার। ক্যাভালরিতে থাকতে এবং তার পরও ঘোড়া সামলানোর ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সুনাম ছিল। জীবনে বহু বুনো ঘোড়া পোষ মানিয়েছি। তোমার কোনও সাহায্যের দরকার হলে চলে এসো, আমাকে এখানেই পাবে।'

স্টিরাপ থেকে পা সরিয়ে এক কদম আগ বেড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্টেবলম্যানের দিকে তাকাল কিড। ওর শীতল দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল বুড়ো।

'তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে,' বলল কিড। 'হন্ডো কান্ট্রিতে কখনও ছিলে?'

অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল জেফ। দ্রুত বলল, 'না, সার। আমি ওদিকে কখনও যাইনি। তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি। জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই এ অঞ্চলে কাটিয়েছি–অবশ্য আর্মিতে থাকার সময়টা বাদ দিয়ে।'

মাথা দোলাল কিড, এখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকিয়ে।

'অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে,' বলল সে। 'হয়তো অন্য কাউকে দেখে তুমি বলে ভুল করছি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জেফ। বলল, 'ভুল করতেই পারো, সার। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'তুমি পুরো সময়টা এ টেরিটোরিতে কাটিয়েছ বলছ? তা হলে তো এখানকার অনেক কিছুই তোমার জানা, তাই না?'

'জী, সার।'

'তা হলে পরে এসে একসময় তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

কেবল মাথা দোলাল বুড়ো জেফ, কী বলতে কী বলে ফেলে এ ভয়ঙ্কর লোকটার বিরাগভাজন হয় সেটা ভেবে আর কিছু বলার ঝুঁকি নিল না।

আবার সোরেলের কাছে হেঁটে গিয়ে স্টিরাপে ডান পা গলিয়ে দোল খেয়ে স্যাডলে চাপল রিও কিড, রাস্তার দিকে চলল।

boighar.com

খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগে বাড়ল লিভারিম্যানও। পশ্চিম দিকে চলে যাওয়া ট্রেইলটার দিকে ডান হাতের আঙুল উঁচিয়ে দেখাল কিড। 'ওই, ট্রেইলটা কোথায় গেছে বলতে পারবে?'

'সোজা ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেছে ট্রেইলটা। অবশ্য সেটা অনেক দূরের পথ। সবচেয়ে কাছের শহরটার নাম রিমরক। সেটাও আবার মাইল বিশেক দূরে। তুমি বোধহয় ওখানেই যাচ্ছ, তাই না, সার?'

ওর প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে রিও কিড বলল, 'শর্টকাট কোনও রাস্তা আছে?'

'আছে,' ধূর্ত চাহনি হানল জেফ কিডের দিকে। 'কয়েক মাইল পশ্চিমে একটা ছোট্ট ট্রেইল মেইন ট্রেইল থেকে বেরিয়ে বামে চলে গেছে। ট্রেইলটা দুর্গম, কিন্তু তোমার জন্য নয়। মনে হচ্ছে কাউকে ধরার চেষ্টা করছ?'

আবার শীতল দৃষ্টি হানল কিড স্টেবলম্যানের দিকে। 'আমি তো এ শহরে অনেককেই ধরার চেষ্টা করছি। তবে আপাতত ধূসর সুট পরা এক লোকের ব্যাপারে আগ্রহী আমি।'

'ধূসর সুট পরা লোক?' ভয়ার্ত চোখে কিডের দিকে তাকাল বুড়ো। 'তুমি যদি জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডারের কথা বুঝিয়ে থাকো, সার, তা হলে সে ঘণ্টাখানেক মাত্র এগিয়ে আছে।'

'তথ্যের দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, ওল্ড টাইমার। তোমার নাম কী?'

'জেফ মুলার, সার।'

'জেফ মুলার? নামটা আমার মনে থাকবে।'

দীর্ঘদেহী আগন্তুক স্টোরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও আরও অনেকক্ষণ স্থাণুর মত স্টেবলগেটের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল ঘর্মাক্ত, বিব্রত বুড়ো জেফ। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ওর বুকে এই মাত্র পিস্তল ধরেছিল।

দীর্ঘদেহী রিও কিড স্টোরের দরজায় দাঁড়াতেই ভয়ে প্রায় আধমরা

হয়ে গেল স্টোরকীপার জিম সয়্যার ও তার স্ত্রী মিলি। আতঙ্কিত চেহারায় ক্রোকারিজ র‍্যাক ঘেঁসে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রাইল মহিলা। স্টোরকীপারের মুখে জোর করে ফুটিয়ে তোলা হাসি বরঞ্চ মুখ ভেংচির মত মনে হচ্ছে।

'ওয়েলকাম, সা-সার। তোমার কী কাজে লাগতে পারি আমরা?'

'আপাতত এক স্যাক শুকনো খাবার আর হেনরি রিপিটারের জন্য একবাক্স গুলি।' বলল কিড।

'এখুনি দিচ্ছি, সার।'

জিনিসগুলো সার্ভ করতে দু'মিনিটের বেশি সময় নিল না স্টোরকীপার। যেন যত দ্রুত সম্ভব এ আপদ বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। ওদিকে ওর স্ত্রীর দশা কাহিল। যে র‍্যাকটা ধরে আছে, ওর শরীরের কাঁপুনিতে সেটাও কাঁপছে।

তাদেরকে একটু বাজিয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না রিও কিড। মহিলার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কি অসুস্থ, ম্যাম?'

'ন্...না...,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জবাব দিল মিলি। 'একটু মাথা ধরেছে, এই যা।'

'তুমি কি শহর থেকে বেরোচ্ছ?' কথাটা বলে ফেলেই স্টোর কীপারের মনে হলো ভুল করে ফেলেছে। শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে আসছে ওর।

ঝাড়া দশ সেকেন্ড লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রিও কিড। ওর হিমশীতল দৃষ্টি সইতে না পেরে বিব্রতভাবে চোখ সরাল জিম সয়্যার।

'কেন জানতে চাইছ?' নিষ্কম্প কণ্ঠ কিডের।

'না...না...এমনিতেই...'

'অতি কৌতূহল কখনও কখনও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়,' ধাতব ঘণ্টার শব্দের মত ওদের কানে বাজল

boighar.com

কথাগুলো। 'আর যদি ভেবে থাকো আমি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তা হলে হতাশ হতে হবে তোমাদের।'

'না সেটা মনে করব কেন···,' হৃৎপিণ্ড ভীষণ ভাবে লাফাচ্ছে জিমের। যেন বুক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'আমরা সিন্ডিকেটের চাকরি করছি, আর তুমি সিন্ডিকেটের স্বার্থ দেখছ। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে এক।'

'জিনিসগুলোর জন্য ধন্যবাদ,' বিল মিটিয়ে দিতে দিতে বলল কিড। আতঙ্কে রক্তশূন্য সাদাটে চেহারার মিলির দিকে তাকিয়ে হ্যাটের কানা ছুঁয়ে নড় করল। 'আসি, ম্যাম। আবার দেখা হবে।'

কিড চলে যেতেই সশব্দে বুকে জমে থাকা নিঃশ্বাস ছাড়ল স্বামী-স্ত্রী দু'জন। মনে মনে কামনা করছে, র‍্যাটলারের মত বিষাক্ত এ লোকটার মুখোমুখি যেন জীবনে আর কখনও হতে না হয় ওদের।

শহর থেকে সাত-আট মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটা ঝরনার পাড়ে থামল রিও কিড। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমেছে, পথ চিনে আর বেশিদূর এগোনো অসম্ভব।

একটা ঘেসো জমি দেখে ঘোড়াটাকে একটা জুনিপার ঝোপের সঙ্গে বাঁধল। জিন হলে অবশ্য বাঁধার দরকার হত না, ছাড়া থাকলেও পুরো রাত মনিবের আশপাশেই থাকত।

আগুন না জ্বেলে স্যাডলব্যাগ থেকে শুকনো খাবার নিয়ে খেল সে। কফির তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু সেটা নিবারণ করল। তারপর বেডরোল বিছিয়ে একটা সিগারেট রোল করে ধরিয়ে শুয়ে পড়ল। সিগারেটের জ্বলন্ত অংশটা ঢেকে রেখেছে, যাতে করে দূর থেকে দেখা না যায়।

খোলা আকাশের নীচে ঘুমোতে অভ্যস্ত কিড। ছাদের নীচে নরম বিছানায় শেষবার কবে শুয়েছে মনেই পড়ছে না ওর। ও যে-ক'দিন এখানে কাটাবে, ট্রেইলস্ এন্ডের হোটেলে ভাড়া করা

বইঘর.কম

আরামাদয়ক কামরাটা প্রায় খালিই থাকবে।

শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ আকাশের তারা গুনল কিড। আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে রইল। তারপর নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল। শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত, বিশেষ করে স্টেজের ঝাঁকুনিতে শরীরের বারোটা বেজে গেছে।

পুরো রাত নিঃসাড়ে ঘুমোল সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল। নানান স্বপ্ন। আজ সেলুনে যে লোকটাকে মেরেছে ওর চেহারা ঘুরে ফিরে এল তার স্বপ্নে। আরও দেখল দক্ষিণ টেক্সাসে রিও গ্র্যান্ডের অদূরে একটা সাজানো-গোছানো রানশের স্বপ্ন।

মায়ের আদর, বাবার ভালবাসা ও কড়া শাসনে দু'ভাইয়ের বেড়ে ওঠা। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে মা-বাবার মৃত্যু। বালক ভাইকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করা। তারপর সর্বনাশা এক যুদ্ধ-রাজ্যে রাজ্যে গৃহযুদ্ধ।

কনফেডারেটদের হয়ে চার চারটে বছর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে। যুদ্ধের পর বুকে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল। ও নিজে, ছোটভাই জিমি ও প্রেমিকা চেরিকে নিয়ে স্বপ্ন।

কিন্তু রানশে ফিরে এসে দেখল ওদের বাড়িটা পুড়ছে। উঠোনে পড়ে আছে এর অতি আদরের ছোটভাই জিমির ক্ষতবিক্ষত লাশ...শরীরে অজস্র নির্যাতনের চিহ্ন।

'জিমি...জিমি...আমি তোকে বাঁচাতে পারিনি...' ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল সে। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হতে এখনও বেশ খানিকটা দেরি।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখল সে। দিবাস্বপ্ন। জিমির মৃত্যুর পর ওর জীবনের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল—ওর সব স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। শুরু হলো ওর জীবনের আরেক নতুন অধ্যায়।

সূর্য ওঠার পর উঠে দাঁড়াল সে, ঝরনার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে গতরাতের মতই শুকনো খাবার খেল। তারপর বেডরোল

boighar.com

গুটিয়ে জিনিসপত্র ঘোড়ার পিঠে তুলে স্যাডলে চাপল। জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার আর বেশিদূর এগিয়ে না থাকলে আজ দুপুরের মধ্যেই তাকে ধরার ইচ্ছে ওর।

শহরের একেবারে পুব প্রান্তে ছোট্ট একটা টিলার পাশে দুই কামরার একটা অ্যাডোবে কেবিন। সামনের কামরায় এবড়ো-খেবড়ো একটা পাইন টেবিলের পেছনে চেয়ারে বসে গ্যাম্বলার, ডে মর্গান। ওর সামনে আধখালি একটা হুইস্কির বোতল ও ছোট একটা গ্লাস। কিন্তু মনে হচ্ছে আপাতত হুইস্কি গেলার ইচ্ছে নেই ডেভের। আনমনে খোলা জানালা দিয়ে নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সে, আকাশ-পাতাল ভাবনায় ডুবে আছে। ও আর হ্যারি মিলে বিরাট একটা পরিকল্পনা এঁটেছিল। পঞ্চাশ হাজার ডলারের মামলা।

পঞ্চাশ হাজার ডলার! পরিকল্পনা ঠিকমত এগোলে বাচ্চাদের ক্যান্ডি খাবার মত সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে টাকাগুলো কামিয়ে নিতে পারত ওরা। কিন্তু মাঝখানে বাধ সাধল ওই সিন্ডিকেট। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ডেভ। আসলে ওরা বেশি মাত্রায় লোভী হয়ে উঠেছিল। এবার বোধহয় তার মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হবে।

হঠাৎ অস্থিরভাবে কাঁধ ঝাঁকাতে শুরু করল সে, বিড়বিড় করে গাল বকতে লাগল। কোটের তলায় কম্পিত ডানহাত ঢুকিয়ে দিয়ে কোমর থেকে ক্ষুদে ডেরিঞ্জারটা বের করে আনল। আসলে ভীষণ ভয় পেয়েছে সে।

ডেরিঞ্জারটার দিকে তাকাল গ্যাম্বলার। ক্ষুদে কিন্তু ভয়ানক অস্ত্রটা অনেকদিন ধরেই ওর সঙ্গে আছে। ওটা দিয়ে জুয়ায় বচসা কিংবা ভিন্ন কারণে বিজলীর চমকের মত দ্রুত হাতে কতজনকে যে মেরেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা ভিন্ন। অন্য যে-কারও মুখোমুখি হতে পারে সে, কিন্তু রিও কিডের নয়।

বইঘর.কম

ওর দীর্ঘদিনের সঙ্গী হ্যারি ট্রেডারের কথা মনে এল। হ্যারি এখন হয়তো অনেকদূর চলে গেছে। সেও কি তাকে অনুসরণ করবে? কিন্তু ওরা পালিয়ে গিয়েও কি আদৌ সিন্ডিকেটের খপ্পর থেকে বাঁচতে পারবে?

হঠাৎ প্রচণ্ড রোষে জোরে একটা ঘুসি চালাল ডেভ টেবিলটার উপর। হুইস্কির বোতলটার গলা ধরে মুখে লম্বা এক চুমুক দিল। তেতো স্বাদযুক্ত অ্যালকোহল পাকস্থলীতে জেঁকে বসতেই কিছুটা ভাল বোধ করল সে।

প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এখানে এসেছিল সে, সিন্ডিকেট তাকে গ্যাম্বলিং হাউজ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু কখনোই অল্পতে তুষ্ট থাকেনি সে। হ্যারি ট্রেডার আর অন্যদের সঙ্গে মিশে টাকার পেছনে ছুটেছে। নিজের দামী পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তাকাল সে।

যদি শুধু অল্পতে তুষ্ট থাকত সে? তা হলে এখন এত অস্থিরতায় ভুগত না। হুইস্কির বোতলে আরেকটা লম্বা চুমুক দিল সে। যে বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছে তা কোনমতেই হারাতে চায় না সে। আবার হ্যারি ট্রেডারের কথা মনে এল। কে জানে টাকা-পয়সা নিয়ে সরে যেতে পারল কি না হ্যারি। যদি খুনিটার হাত থেকে রক্ষা পায় তবে হ্যারি হয়তো শেষ পর্যন্ত ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাবে। সেখানে হয়তো নতুন পরিচয়ে নতুন জীবন শুরু করবে আবার।

কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। হ্যারির ভাগ্য ভাল যে আগেই সটকে পড়েছে। সে হয়তো বেশি দেরি করে ফেলেছে। অতীতে জুয়া খেলায় অস্বচ্ছতার দায়ে পশ্চিমের অনেক শহর থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ওকে। কিন্তু এ শহর তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। অনেক অর্থবিত্তের মালিক এখন সে। এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে চলল সে। ওখানে মাটির নীচে তার একটা গোপন

boighar.com

হাইডআউট রয়েছে। ওটার খবর হ্যারি জানত। আর জানে মাত্র একজন, ওর বিশ্বস্ত প্রেমিকা ড্যান্সহল গার্ল লিলি।

কামরার এক কোণায় একটা নাভাজো র‍্যাগ সরাল সে, তারপর ফ্লোরের একটা ট্র্যাপডোর খুলল। নীচে আলো-আঁধারিতে একটা কাঠের সিঁড়ির উপরিভাগ দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িটা দিয়ে কয়েক ধাপ নীচে নেমে মাথার উপর ট্র্যাপডোরটা বন্ধ করে দিল। দাঁত বের করে হাসল এবার। এখন রিও কিড্ড কিংবা অন্য কারও বাপেরও সাধ্য নেই ওকে এখান থেকে খুঁজে বের করে। ঝরনার দিক থেকে টানেল করে যে বিকল্প পথ তৈরি করা হয়েছে সেটা দিয়ে লিলি আসবে–ওর প্রয়োজন মেটাবে।

এ হাইডআউটটার কিছু গোপনীয়তা এমন কী লিলিও জানে না।

লিভারিম্যান জেফ মুলার স্টেবলের সামনের দিকের একটা খড়ের গাদার উপর শুয়ে পা দু'টো আয়েস করে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। খোঁড়া পা-টা অল্প অল্প নাড়ছে। দরজায় পদশব্দ শুনে মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ তুলে মাথা কাত করে তাকাল। বিশ্রামের সময় কেউ বিরক্ত করলে ভাল লাগে না ওর।

প্রথমে চৌকাঠে একটা তোবড়ানো বীভার হ্যাটের কানা দেখতে গেল সে। তারপর খোঁচা খোঁচা দাড়িযুক্ত একটা গোলগাল মুখ, শতছিন্ন, প্রাচীন প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট, তালি মারা প্যান্ট। সারস পাখির মত লম্বা গলা বাড়িয়ে জেফের দিকে তাকাল তারই বয়সী লোকটা–যেন সে জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে সেটা ঠাহর করার চেষ্টা করছে।

'উহ্! আবার জ্বালাতে এসেছ, উইলবার?' রাজ্যের বিরক্তি ভর করেছে জেফের কণ্ঠে। 'এখুনি আবার বক্ বক্ শুরু করবে।'

উইলবার কাইল একজন মদ্যপ–সারাক্ষণ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা আর শহরময় গুজব ছড়িয়ে বেড়ানো তার একমাত্র কাজ। চৌকাঠ পেরোতে গিয়ে হোঁচট খেল সে, পড়তে গিয়েও সামলে

বইঘর.কম

নিল। ওর গা থেকে বেরোনো বাসি গ্রেম, র হুইস্কি, সস্তা সিগারেট ও শুকনো গোবরের মিশ্র গন্ধ জেফের নাকে ঝাপটা মারল।

প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটটার নীচের অংশ সাবধানে উপরের দিকে তুলে খড়ের গাদার উপর জেফের পাশে বসল মাতাল, আগোছাল স্টেবলের চারিদিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'যতই বয়স বাড়ছে ততই আরও খাটাশ হয়ে যাচ্ছ তুমি, জেফ।'

নাক সিটকাল জেফ। বলল, 'নিজের গা থেকে যে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে সেটা বুঝতে পারো না?'

একসময় ভাল অ্যাসেয়ার ছিল উইলবার কাইল, ওর সততার ব্যাপারেও কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ও কাজে অবহেলার দায়ে কোম্পানী তাকে চাকরিচ্যুত করে। তারপর থেকে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে।

নিভে যাওয়া পাইপটাতে আবার নতুন করে আগুন জ্বালল জেফ মুলার, পাইপে কষে একটা টান মেরে নাক-মুখে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মাতালটা কী বলে সেটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'শহরে ভয়ঙ্কর এক খুনির আবির্ভাব ঘটেছে,' অবশেষে বলল মদ্যপ।

মাথা দোলাল লিভারিম্যান। বলল, 'সে তো বাসি খবর। আমার সঙ্গে ওর কথা হয়েছে।'

'ও এখানে এসেছিল?'

BOIGHAR.COM

'হ্যাঁ, এসেছিল। অল্প আগে।'

'কিন্তু কেন এসেছিল?' মতলববাজী দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকাল মদ্যপ।

'একটা ঘোড়া ধার নিয়েছে। তারপর পশ্চিম দিকে চলে গেছে।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না উইলবার। কোটের পকেট থেকে একটা আধপোড়া সিগারেটের টুকরো বের করে আনল।

boighar.com

ওটার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন দামী হাভানা চুরুট। তারপর ওটা ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলিয়ে ম্যাচ জ্বেলে ধরাল।

'পুরো শহর ওর ভয়ে অস্থির,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল সে, 'জানি না কার খোঁজে এসেছে সে।'

পাইপে কষে একটা টান দিল জেফ, তারপর একচোট কেশে নিয়ে বলল, 'আমরা বাপু নিরীহ জীব। ও কার খোঁজে এসেছে সেটা জানতে চাই না, জানার দরকারও নেই।'

মুখে রহস্যময় হাসি হাসল মদ্যপ। বলল, 'আছে আছে, দরকার আছে।'

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল জেফ। মাতালটার আচরণে উত্তরোত্তর শংকিত হয়ে উঠছে সে।

ঝাড়া কয়েক সেকেন্ড লিভারিম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকল উইলবার কাইল। তারপর বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমি বোধহয় অনুমান করতে পারছি ও কার সন্ধানে এসেছে।'

'কার সন্ধানে?'

'বোধহয় তোমার।'

'অ্যাঁ।' তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ল হসলার। চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক ভর করেছে। 'কী করে তোমার এ ধারণা হলো? আমি একজন নিরীহ পঙ্গু বুড়ো...'

ভুরু কোঁচকাল কাইল, ভাবখানা যেন জেফের জন্য ভীষণ চিন্তিত সে। কষে একটা সুখটান দিয়ে সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিল, তারপর ধূর্ত দৃষ্টি হানল বিব্রত, ঘর্মাক্ত হসলারের দিকে। 'ফোর্ট জেমসের সেই সেলুন গার্লের কথা কি তুমি ভুলে গেছ, জেফ?'

রেগে উঠল স্টেবলম্যান, অগ্নিদৃষ্টিতে মাতালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে ওর কথা আসছে কেন?'

'আসছে আসছে,' বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল কাইল। 'তুমি একসময় ওই মেয়েটার কথা সবসময় বলতে। ওর সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার করোনি। তুমি ওকে ছেড়ে আসার পর হয়তো ও

বইঘর.কম

আত্মহত্যা করেছিল।'

আরও রেগে উঠল বুড়ো। বলল, 'এসব তুমি কী বলছ, বুড়ো ছাগল কোথাকার? ও আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?'

'তুমি হয়তো ওকে এমন কিছু দিয়েছ যেটা ও আদৌ চায়নি।'

'যেমন?'

জবাব দেওয়ার আগে স্টেবলম্যানকে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষায় রাখল কাইল। তারপর খুক্ করে কেশে বলল, 'যেমন একটা বাচ্চা। একটা জারজ তোমার কারণে ওর পেটে এসেছিল।'

'তবে রে...,' হাতের পাইপ তুলে মাতালটাকে মারতে উদ্যত হলো জেফ। লাফ মেরে দূরে সরে গেল কাইল। হঠাৎ বিনা কারণে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল হসলার। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল ওর।

'তো হয়েছে কী?' শার্টের আস্তিনে চোখ মুছতে মুছতে জেফ বলল। 'হয়তো ওর গর্ভে আমার সন্তান ঠিকই এসেছিল। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? ওটা সে নিজে থেকেই চেয়েছিল। এককালে আমি যথেষ্ট হ্যান্ডসাম ছিলাম। তখন কত মেয়ে যেচে আমাকে দেহদান করেছে। অনেকের গর্ভে আমার সন্তান এসেছিল। বলতে পারো পুরো দেশটাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে আমার অনেক সন্তান। ওর গর্ভেও হয়তো একটা এসেছিল–কিন্তু তাতে কী?'

'ওর হয়তো একটা ভাই কিংবা বোন ছিল,' যেন ভীষণ চিন্তিত এভাবে বলল কাইল। 'হয়তো ওর কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পুরো ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিল।'

উইলবার কাইলের কথাবার্তার ধরন মোটেই পছন্দ হচ্ছে না জেফের, উত্তরোত্তর উত্তেজিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ছে সে।

'তুমি কী বলতে চাইছ সরাসরি বলে ফেলো,' চাপা কণ্ঠে বলল সে। 'তোমার চাপাবাজি শুনতে আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না।'

'আমি বলতে চাইছি...' হসলারের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে

boighar.com

যেন কেউ শুনে ফেলার ভয় করছে সেভাবে ফিসফিসিয়ে মাতাল বলল, 'আমি বলতে চাইছি শহরে একজন ভয়ঙ্কর খুনি ঘোরাঘুরি করেছে। কাউকে না কাউকে খুঁজছে।'

'যতই বুড়ো হচ্ছ, তোমার মাথাটা আরও গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, উইলবার।'

'আমি শুনেছি ফোর্ট জেমসের কিছু পরিবার তাদের বংশানুক্রমিক ঘটনাবলী লিখে রাখে। ওই মেয়েটার পরিবারও হয়তো...'

আর কোনও কথা সরল না জেফের মুখ থেকে। ওর চেহারায় জেগে ওঠা শংকা আরও ঘনীভূত হয়েছে। হাত-পা কাঁপছে, মুখের সব রক্ত সরে গিয়ে চেহারা বিবর্ণ দেখাচ্ছে। রিও কিড ওর দিকে যেভাবে তাকিয়েছিল সেটা মনে এল। তা ছাড়া ওর সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়েছিল কিনা সেটাও কিড জানতে চেয়েছিল।

'আমি কেবল তোমাকে সাবধান করতে এসেছিলাম,' গম্ভীর কণ্ঠ মদ্যপের। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রিও কিড ওই মেয়েটারই সন্তান–যার সঙ্গে তুমি মোটেই ভাল ব্যবহার করোনি। ও প্রতিশোধ নিতেই এখানে এসেছে। তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এখুনি একটা তাজা ঘোড়া নিয়ে কিড যেদিকে গেছে তার উল্টো দিকে রওনা দিতাম।'

উঠে দাঁড়াল উইলবার ফাইল, স্টেবলম্যানকে আরও ঘেমে ওঠার জন্য পেছনে রেখে দরজার দিকে পা বাড়াল।

একটা পাহাড়ের কিনারায় ভাঙাচোরা পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার, মোরেলটাকে ঘেসো জমিতে ছেড়ে দিয়েছে। আকাশ ভরা তারার মেলা, কেউ যেন পুরো আকাশ জুড়ে নকশাদার এক চাদর বিছিয়ে রেখেছে। পৃথিবীটা কী সুন্দর। এ সুন্দর ভুবনে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে চায় হ্যারি।

তাড়াহুড়োয় বেশি সাপ্লাই সঙ্গে আনতে পারেনি সে। শুকনো

বইঘর.কম

খাবার যা এনেছিল তার খানিকটা চিবিয়ে খেল। তারপর পাশে রাখা ট্রাভেল ব্যাগ থেকে আনকোরা হুইস্কির বোতলটা নিয়ে কর্ক খুলে লম্বা এক চুমুক দিল। সামনে রিমরক শহর। ওখানে গেলে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই নেওয়া যাবে।

রাত এখনও খুব বেশি হয়নি। মাত্র দশটা। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার রওনা দিলে রাতের মধ্যেই ট্রেইলস এন্ডের সঙ্গে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তুলতে পারবে। ইতোমধ্যে অভিশপ্ত শহরটা থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে চলে এসেছে সে। শহরটাকে উদ্দেশ করে হাত নাড়ল জুয়াড়ী। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'অ্যাডিওস, ট্রেইলস এন্ড। তুমি আমাকে অনেক কিছু দিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ।'

ডেভ মর্গানের মতই প্রায় ফতুর অবস্থায় শহরটাতে এসেছিল সে-ও। ওরা দু'জন বিরাট একটা প্ল্যান এঁটেছিল, ব্যাঙ্কার টম মিশেল, আউট-ল ডেনভার জ্যাক, মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগারের সঙ্গে মিশে একটা সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছিল।

শহরটা ওকে অন্যদের মতই সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। ইতোমধ্যে টাকা যা কামিয়েছে তা দিয়ে নতুন জায়গায়, নতুন নামে সুন্দরভাবে আরেকটা জীবন শুরু করতে পারবে। নতুন জীবনের কথা ভাবতেই শুধু একটা জায়গার নাম মনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়া।

নতুন দেশ ওটা। সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে দেশটা। ওখানে সেটলারটা ভিড় করছে দলে দলে। গোল্ডরাশও চলছে জায়গায় জায়গায়। ওখানে একটা রানশ কিনে গরু পালা শুরু করতে পারে সে। জুয়া খেলা অনেক হয়েছে। এ ঝুঁকিপূর্ণ পেশাটা ছেড়ে দিয়ে শান্তি-পূর্ণ জীবন শুরু করাই ভাল।

ডেভের কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছে ওর। বেচারি বোধহয় বেশি দেরি করে ফেলেছে। হাইডআউটে আশ্রয় নিলেও ওখানে কয়দিন লুকিয়ে থাকতে পারবে? বন্ধ গুহায় হাঁপিয়ে উঠে হয়তো একদিন

boighar.com

বেরিয়ে আসবে। এবং তখনই ওই ভয়ঙ্কর খুনিটার খপ্পরে পড়বে।

কিন্তু রিও কিড কি আদপেই ওদেরকে টার্গেট করেছে? নাকি খামোকা ভয় পেয়ে মরছে সে? সে যা-ই হোক, প্রকৃত সত্য জানার জন্য সে আর ট্রেইলস এন্ডে ফিরে যাচ্ছে না। বিষধর সাপের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকাই ভাল।

শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। অথচ ও জানে, এখন কোনমতেই ঘুমোনো চলবে না ওর। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লে কখনও কখনও সে ঘুম আর কোনদিন ভাঙে না।

কাল রাতে মদ খেয়ে, ফিনির সঙ্গে মৌজ করে পুরো রাত জেগে কাটিয়েছে। সকাল বেলায়ও নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় ঘুমোতে পারেনি। ভেবেছিল বিকেলে টানা ঘুম দিয়ে পুষিয়ে নেবে। কিন্তু ওই খুনিটা শহরে ঢুকে সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছে।

মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে জেগে থাকার জন্য। কিন্তু শরীর বাধা মানছে না। একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। মরণ ঘুম।

চোখে সূর্যের আলো পড়তেই ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল হ্যারি ট্রেডার। সূর্য এখন দিগন্তের অনেক উপরে উঠে গেছে। পুরো রাত নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে সে। অথচ এতক্ষণ রিও কিডের কাছ থেকে অনেকটা ব্যবধান সৃষ্টি করার কথা ছিল ওর।

রিও কিডের কথা মনে পড়তেই পুরো শরীর হিম হয়ে এল ওর। এতক্ষণ অবিবেচকের মত ঘুমিয়েছে বলে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। পাশে রাখা ট্রাভেল ব্যাগ থেকে আধখালি হুইস্কির বোতলটা নিয়ে তাতে লম্বা একটা চুমুক দিল। তরলটা পেটে ঢুকতেই কিছুটা ভাল বোধ করছে।

উঠে দাঁড়াল সে। মনটা এক অজানা অস্বস্তিতে ভরে আছে। সোরেলটা যেখানে বেঁধে রেখেছিল, সেখানেই আছে।

স্যাডলব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে। ব্যাগটা স্যাডল হর্নে ঝুলিয়ে পিকেট রোপ খুলে স্টিরাপে পা গলিয়ে স্যাডলে চাপল। রাইফেলটা স্যাডলবুটে ঠিকঠাক মত আছে নিশ্চিত হয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াতে যাবে, ঠিক তখনই দেখতে পেল দৃশ্যটা।

সামনে দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ-দর্শন দীর্ঘদেহী রাইডার। রিও কিড। পেছনে নীল আকাশের পটভূমিতে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত মনে হচ্ছে তাকে। ঘোড়ার পিঠে জমে গেল জুয়াড়ী। হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল। এবং সেটাই তার কাল হলো।

বিস্ফোরণের শব্দটা কানে গেল না ওর, বুঝতে পারল না কখন হেনরি রিপিটারের গুলি ওর বুকটা ছেঁদো করে দিয়েছে। চোখে ঝাপসা দেখছে, মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে সে। ধূসর আকাশে যেন পেঁজা তুলোর মত ঝরে ঝরে পড়ছে।

হ্যারি ট্রেডারের নিষ্প্রাণ দেহটা মাটিতে পড়ার পর আগে বাড়ল রিও কিড। স্যাডল হর্ন থেকে ভারী স্যাডলব্যাগটা খুলে নিয়ে ঘোড়াটার পাছায় কষে বাড়ি মেরে ট্রেইলস এন্ডের ফিরতি পথে পাঠিয়ে দিল।

মাটিতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকাল সে। লাগামহীন লোভের কারণে মরতে হলো লোকটাকে। পকেট থেকে নোটবুক বের করে তালিকা থেকে একটা নাম কেটে বাদ দিল। তারপর ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল। শহরে ফেরার আগে আশপাশটা একবার স্কাউট করতে চায়। তা ছাড়া, রাতে ক্যাম্প করার জন্য জুতসই একটা জায়গাও খুঁজে বের করতে হবে। সারাক্ষণ বিপদ মাথায় নিয়ে ঘোরে এমন লোকের কখনোই পর-পর দু'রাত এক জায়গায় ঘুমানো উচিত নয়।

boighar.com

পাঁচ

একটা বাঁক ঘুরে নিচু ছাদ লম্বা রানশ হাউজটার সামনে থামল বাগিটা। ব্রেক হ্যান্ডেলের সঙ্গে রাশ পেঁচিয়ে লাফ মেরে চালকের আসন থেকে নামল সারাহ্। প্রাণবন্ত সুন্দরী যুবতী, কিন্তু সারাক্ষণ চেহারায় কেমন যেন একটা বিষণ্নতা জেগে থাকে। পোর্চে রকিং চেয়ারে বসা বিশালদেহী, রাশভারী চেহারার বয়স্ক লোকটা অগ্নিদৃষ্টিতে তরুণীর দিকে তাকাল।

'আবার পাড়া বেড়াতে শুরু করেছ তুমি?' কর্কশ কণ্ঠে বলল লোকটা। 'তোমাকে না বলেছি...'

গনচো হ্যাটটা ডান হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পোর্চে উঠল সারাহ্, সুগঠিত উরুতে হ্যাটের ধুলো ঝেড়ে সোজা হয়ে বিশালদেহীর সামনে দাঁড়াল।

'পাড়া বেড়ানো?' প্রতিবাদী কণ্ঠে বলল সে। 'তুমি ভাল করেই জানো যে আমি সাপ্লাই আনতে শহরে গিয়েছিলাম। যে-কাজটা তুমি কখনোই করো না।'

হাতে ধরা অ্যাসেয়ার রিপোর্টটার দিকে তাকাল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগার, তারপর মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাপ্লাই আনতে যাওয়া ছাড়াও আমার করার মত অনেক কাজ আছে।'

'হ্যাঁ, তাতো আছেই, বাবা,' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল তরুণী। 'যেমন সিন্ডিকেটের সঙ্গে ডবল ক্রস করাও তোমার অনেক কাজের মধ্যে একটি কাজ।'

'কী বললে?' গর্জে উঠল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'আমি না তোমাকে সাবধান করে দিয়েছি আমার কোন কাজের ব্যাপারে মন্তব্য করবে না?'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি বলেই বলছি, বাবা,' বলল সারাহ্। 'কারণ আমি এখনও তোমার ভাল চাই। তুমি যেটা করছ সেটা একদিন তোমার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

'আমি কী করছি?' কুতকুতে চোখে তরুণীর দিকে তাকাল জো হলিংগার।

'তুমি সিন্ডিকেটের চাকরি করছ, অথচ অন্যদের সঙ্গে জোট বেঁধে সিন্ডিকেটকে ঠকিয়ে ফায়দা লুটছ। শুধু সিন্ডিকেট নয়, মাইনে যারা কাজ করছে তাদেরকেও ঠকাচ্ছ তোমরা।'

'চুপ করো তুমি,' গর্জে উঠল জো। 'আবারও সাবধান করে দিচ্ছি, আমার কোন কাজে নাক গলিয়ো না।'

জবাবে কিছুই বলল না সারাহ্, কেবল নীরবে পালক পিতার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। লোকটা তার প্রতি দুর্ব্যবহার করলেও ওর জন্য অন্তরের টান অনুভব করে সে। হাজার হলেও তার মায়ের স্বামী ছিল লোকটা। একসময় যথেষ্ট দায়িত্ববান ও সহৃদয় ছিল। কিন্তু হাতে অজস্র টাকা আসতে শুরু করার সাথে সাথে কেমন জানি হয়ে গেল।

'আমি শহরে গিয়ে যেটা শুনে এসেছি সেটা যদি সত্যি হয় বাবা,' অবশেষে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে সারাহ্ বলল। 'তা হলে আমার কথাগুলোর মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পাবে।'

'কী শুনেছ শহরে গিয়ে?' কিছুটা উদ্বিগ্ন শোনাল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্টের কণ্ঠ।

'আমি শুনেছি,' বলল মেয়েটা। 'শহরে একজন ভয়ঙ্কর গানম্যান এসেছে। সিন্ডিকেট গানম্যান।'

'গানম্যান!' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল জো। 'কেন এসেছে?'

'সবাই বলাবলি করছে, যারা চুরি চামারি করছে, তাদেরকে

boighar.com

উপড়ে ফেলার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে।'

'লোকটাকে তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। দীর্ঘদেহী সে, কোমরে দু'টো বিশাল কোল্ট ঝুলিয়েছে। বেপরোয়া ভঙ্গিতে ট্রেইলস এন্ডের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে। শহরে প্রায় সবাই ওর ভয়ে অস্থির হয়ে আছে।'

চেহারার ভীতির ভাবটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় নিল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তারপর অবজ্ঞামাখা কণ্ঠে বলল, 'তাতে চিন্তার কী আছে? সিন্ডিকেট তো আগেও কয়েকজন গানম্যান পাঠিয়েছিল। কয়দিন টিকতে পেরেছে ওরা?'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ ডেনভার জ্যাক ও তার চ্যালারা একেও সরিয়ে দেবে, তাই না, বাবা? আসলে তোমরা ওই আউট-লটার ওপর অতিমাত্রায় ভরসা করে আছ।'

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?' আবার রেগে উঠল জো হলিংগার। 'ডেনভার জ্যাকের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'লোকজন তো বলে ভিন্ন কথা,' বিদ্রূপমাখা কণ্ঠ মেয়েটার। 'ডেনভার জ্যাককে তোমরা নিয়মিত বখরা দাও। বিনিময়ে ও তোমাদেরকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়।'

'মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে কথা!' আবার গর্জে উঠল জো হলিংগার।

'সত্যি কি মিথ্যে জানি না, বাবা,' নিরাবেগ কণ্ঠ মেয়েটার। 'তবে এটুকু বলতে পারি যে, নতুন সিন্ডিকেট গানম্যানের কাছে ডেনভার জ্যাক ও তার স্যাঙাৎরা এবার হার মানবে।'

'তুমি কী করে বুঝলে?' কিছুটা বিচলিত মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্টের কণ্ঠ।

'লোকটার নাম শুনলে আমার মত তুমিও সেটা বিশ্বাস করতে শুরু করবে।'

'কী নাম ওর?'

বইঘর.কম

'কিড গ্যারিসন ওর নাম।'

'মানে রিও কিড?' চোয়াল ঝুলে পড়ল জো হলিংগারের। তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে এগিয়ে শক্ত হাতে কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়াল, যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয় করছে। 'মাই গড।' বিড় বিড় করে বলল সে। 'রিও কিড এখানে? ওতো ভয়ঙ্কর এক খুনি।'

পালক পিতার দিকে এক কদম এগিয়ে এল সারাহ্। লোকটা অত্যাচারী হলেও তার অসহায়ত্বে আনন্দের বদলে বরং দুঃখ পাচ্ছে।

সামনে অবারিত রেঞ্জের দিকে তাকিয়ে জো হলিংগার। এই রানশ ইয়ার্ড, করাল, বার্ন, চারদিকে বিস্তীর্ণ ঘেসো জমি—এসব ওর সৌভাগ্যের চিহ্ন। একটা উন্মত্ত ঝড়ের মত জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল সে, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল। চেহারা ফ্যাকাসে, রক্ত শূন্য। পুরো শরীর ঘামে ভিজে একাকার।

'লোকটার নাম রিও কিড বলছ? নাকি ভুল শুনেছ তুমি?'

'না, বাবা। আমি ঠিকই বলছি। ওয়েস্টার্ন ম্যাগাযিনে ছাপানো রিও কিডের চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার হুবহু মিল। তা ছাড়া, শেরিফও আসার পথে আমাকে ওর কথা বলেছে।'

'তা হলে···তা হলে আমি এখন কী করব?' আবার অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে শুরু করল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। চারদিকে এমনভাবে তাকাল যেন লুকোনোর জন্য একটা জায়গা খুঁজছে। তারপর হঠাৎ মুখে জোর করা হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বলল, 'কিন্তু তাতে আমার কী? আমার এতে চিন্তিত হবার কী আছে? রিও কিড আমাকে খুঁজতে আসবে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেয়েটা বলল, 'শহরে ওরা কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে, বাবা।'

'কী বলছে ওরা?'

boighar.com

'ওরা বলছে, রিও কিড নাকি সাথে একটা নামের তালিকা নিয়ে ঘুরছে। ওই তালিকায় অন্যদের সঙ্গে তোমার নামও আছে।'

এবার একেবারে চুপসে গেল জো হলিংগার। দু'কাঁধ ঝুলে পড়েছে। তারপর আবার হাসির চেষ্টা করে বলল, 'ট্রেইলস এন্ডের লোকদের সব কথা বিশ্বাস কোরো না, সারাহ্। বুড়ো মেয়েমানুষদের মত নিজেদের ছায়াকেও ভয় পায় ওরা।'

'লোকজন তোমার সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলছে, বাবা।'

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল বিব্রত জো।

'যেমন তোমার রানশ কেনা, ব্যাঙ্কে টাকার পাহাড় গড়ে তোলা...'

'শাট আপ!' আবার গর্জে উঠল সে। 'এসব আমি বেতন থেকে জমানো টাকা দিয়ে কিনেছি।'

'লোকজন তো বলে ভিন্ন কথা। ওরা বলে তুমি নাকি প্রত্যেকটা সোনার চালান থেকে পাঁচ পার্সেন্ট করে ঘুষ নিয়েছ। ব্যাঙ্কার টম মিশেলের সঙ্গে যোগসাজসে সিন্ডিকেটের হিসেবে গরমিল দেখিয়ে টাকা হাতিয়েছ। তা ছাড়া সাধারণ মাইন কর্মীদের ঠকিয়েও টাকা কামিয়েছ।'

জ্বলন্ত চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। 'তুমি এসব বিশ্বাস করো?'

'তুমি নিজেই বলো এসব সত্যি না মিথ্যে।'

'আমি কোন মেয়ে মানুষ কিংবা অন্য কারও কাছে কোন ব্যাপারে জবাবদিহি করি না।'

'জবাবদিহি তোমাকে একদিন না একদিন কারও না কারও কাছে করতেই হবে, বাবা। আমার মনে হচ্ছে সে-সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

লোকটাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত নিজের কামরার দিকে চলল সারাহ্। কামরায় ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিল। বাইরে লম্বা করিডরে বুড়ো লোকটার ভারী বুটের শব্দ

বইঘর.কম

শোনা যাচ্ছে। একটা আহত নেকড়ের মত করিডরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। হয়তো আজ পুরো রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

শহরের পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়াগামী ট্রেইলের ডানপাশে একটা পরিত্যক্ত কেবিন। লতাগুল্ম ও গাছপালার নীচে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে কেবিনটা। একসময় মাইনাররা থাকত। এখানে মাইনিঙের তেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই ভেবে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

কেবিনের দুটি কামরা। ভিতরের কামরায় আয়েস করে ঘুমিয়ে মদ্যপ উইলবার কাইল। শহর থেকে কিছুটা দূরে কোলাহলমুক্ত এ পরিবেশ ওর ভাল লাগে। তাই মাঝে-মধ্যে রাতে এখানে ঘুমোতে আসে। আগে থেকে খড় বিছিয়ে আরামদায়ক বিছানাও তৈরি করে রেখেছে।

সকালে পাশের কামরায় কথা-বার্তার শব্দ শুনে হঠাৎ জেগে উঠল সে। কাঠের দেয়ালের ওপাশে কারা যেন নিচু স্বরে কথা-বার্তা বলছে। পাশে রাখা হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে তলানিতে ঠেকা অবশিষ্ট তরলটুকু বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল সে। তারপর কাঠের দেয়ালের ফোকরে কান পাতল ওরা কী বলছে শোনার জন্য।

'এভাবে আর কতদিন চলবে?' একজনকে বলতে শুনল সে। 'সিন্ডিকেট আমাদেরকে আর কত ঠকাবে?'

'সিন্ডিকেট না বলে বলো জো হলিংগার,' বলল আরেকজন। 'ওই বদমাশটাই সব নষ্টের মূল। সে-ই কৌশলে আমাদেরকে ঠকিয়ে নিজের আখের গোছাচ্ছে। সিন্ডিকেট হয়তো এসবের কিছু জানেও না।'

'শুধু আমাদেরকে নয়,' বলল প্রথমজন। 'ও সিন্ডিকেটকেও ঠকাচ্ছে। প্রত্যেকটা চালান থেকে পাঁচ পার্সেন্ট করে কমিশন নিচ্ছে। নইলে এত অল্প সময়ে ওর অবস্থা এমন ফুলে-ফেঁপে ওঠে

boighar.com

কী করে?'

গ্রুপ অভ ফাইভ, ভাবল মদ্যপ, ওরা দীর্ঘদিন ধরে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে একটা গোল পাকাচ্ছে। ট্রেইলস এন্ডের অলি-গলির সব খবর উইলবার কাইলের জানা। তবে সহজে মুখ খোলে না সে। তবে মাইন কর্মীদের ন্যায্য দাবীর প্রতি ওর একটা নৈতিক সমর্থনও রয়েছে।

'আমাদের সময় বোধহয় এসে গেছে, ভাইসব,' বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল একজন। লোকটার কণ্ঠ শুনে ওকে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল মদ্যপ। হ্যান্স ক্রুজার, গ্রুপ অভ ফাইভের নেতা। 'আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে। এ অন্যায় বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না।'

'তা হলে আমরা কী করব?' সমস্বরে জানতে চাইল বাকিরা।

'আমরা ধর্মঘট করব। মাইনিং অপারেশন বন্ধ করে দেব,' বলল হ্যান্স।

'আমাদের বোধহয় আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত,' বলল একজন। 'যেখানে একজন সিন্ডিকেট গানম্যান সবার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে...'

'আমিও ওর সঙ্গে একমত,' বলল আরেকজন। 'আমাদের বোধহয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে কী ঘটে দেখা উচিত।'

'তোমরা যা ভাল বোঝো করো,' বলল হ্যান্স। 'তবে আমার মনে হয় বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না আমাদেরকে। ডেনভার জ্যাক ও তার স্যাঙাতরা একটু সুযোগ পেলেই ওই সিন্ডিকেট গানকে গেঁথে ফেলবে '

মাইনাররা চলে যেতেই পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল উইলবার কাইল। শহরের দিকে চলল। গন্তব্য জেফ মুলারের লিভারি স্টেবল। চাঞ্চল্যকর এ তথ্যটা জেফকে না জানালে ওর পেট ফেটে যাবার দশা হবে।

বইঘর.কম

*

সকাল ন'টায় ব্যাঙ্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে ঢুকল জিম ডেভেনপোর্ট। রুক্ষ চেহারা, ঘোলাটে চোখের চাহনি বিপজ্জনক। কাউন্টারের ওপাশে জড়ো হওয়া ক্লার্কদের দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন এ জায়গাটা সম্প্রতি কিনে নিয়েছে সে।

প্রধান ক্যাশিয়ার পাইক কামিংস অন্যদের মতই সন্দেহ ও ভীতিমাখা দৃষ্টিতে তস্করের দিকে তাকাল। কিন্তু মুখে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না। সে ভাল করেই জানে যে, ডেনভার জ্যাকের সঙ্গীকে কিছু বলা মানে যেচে নিজের বিপদ ডেকে আনা। তা ছাড়া, বস্ টম মিশেলের সঙ্গে ওদের যে একটা সখ্যতা আছে সেটাও ওর অজানা নয়।

অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু বোঝে সে। বসের অনেক কার্যকলাপ পছন্দও করে না। কিন্তু চাকরি হারানোর ভয়ে মুখ খোলার সাহস পায় না।

কাউন্টারের সামনে টানা-লম্বা জায়গাটায় পায়চারি শুরু করল গানম্যান। খড়ির কাঠির মত চিকন, লম্বা আঙুল কোল্টের বাঁটের উপর স্থির হয়ে আছে। কোন কিছুই ওর ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না।

'তোমাদের কাজ শুরু করো, ফেলারস,' জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লার্কদের দিকে তাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল আউট-ল। 'কাজে অবহেলা আমি একদম পছন্দ করি না। আর শোনো, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই; আমি তোমাদের নতুন গার্ড। এবার কেউ তোমাদের ব্যাঙ্ক লুট করার সাহস পাবে না।' তারপর চোখ মটকে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে আবার বলল, 'কেউ না—কেবল ডেনভার জ্যাক ছাড়া। ও ইচ্ছে করলে করতে পারে না এমন কিছুই নেই।'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজেদের কাজ শুরু করল ক্লার্করা। সবার মন অজানা এক অস্বস্তিতে ভরে আছে। পুরো

boighar.com

শহরটাতে এসব কী কাণ্ড কারখানা ঘটছে বুঝে উঠতে পারছে না।

কিছুক্ষণ এদিক সেদিক পায়চারি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল গানম্যান। জানালার পাশে কাস্টমারদের জন্য রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়ল। লম্বা, লিকলিকে পা দু'টো লম্বা করে সামনে মেলে দিল। তারপর আয়েসী ভঙ্গিতে একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। আরামদায়ক অবস্থান। তা ছাড়া এখান থেকে প্রবেশপথ ও পুরো কামরায় নজরও রাখা যায়। মোটকথা, ওর দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ ব্যাঙ্কে ঢুকতে কিংবা বেরোতে পারবে না।

মাথা নিচু করে কাজ করছে ক্লার্ক, ক্যাশিয়াররা। কাকতাড়ুয়ার মত চেহারার বিপজ্জনক এ লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি করতে চাইছে না কেউই। শহরের যা অবস্থা, ব্যাঙ্কে কাস্টমারের সংখ্যা এমনিতেই কম। তার উপর যে কয়েকজন এল, ভয়ঙ্কর চেহারার নতুন গার্ডকে দেখে দ্রুত কাজ সেরে পালিয়ে বাঁচল।

ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট টম মিশেল এল প্রায় আধঘণ্টা দেরি করে। নিজের আরামদায়ক অবস্থান থেকে না সরেই মুখ ভেংচির মত ভঙ্গি করে জিম ডেভেনপোর্ট বলল, 'হাই, ব্যাঙ্কার। এত দেরি করে অফিসে এসেছ কেন?'

'ঘুম থেকে একটু দেরি করে উঠেছি, তাই...' কিছুটা থতমত খেয়ে জবাব দিল টম মিশেল। আউট-লর স্পর্ধা দেখে অবাক হয়েছে। অবশ্য এ মুহূর্তে সব অপমান হজম না করে উপায়ও নেই।

'তুমি দেরি করে আসলে ওরাও তো দেখাদেখি তা-ই করবে,' যেন ব্যাঙ্কের মালিক হিসাবে কর্মচারীকে উপদেশ দিচ্ছে, এভাবে বলল গানম্যান। 'তা হলে তো অল্পদিনেই ব্যবসা লাটে উঠবে। সে যাই হোক, তোমার আর ঘেমে ওঠার দরকার নেই। ইচ্ছে করলে পুরো দিন কাজে ফাঁকি দিয়ে চেম্বারে নাক ডেকে ঘুমোতে পারবে। আমাকে পাশ কাটিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকবে এমন বাপের বেটা নেই।'

ভ্রুকুটি করে জো ডেভেনপোর্টের দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার। আউট-লটাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না সে। তবুও ও আসায়

বইঘর.কম

খুশিই হয়েছে। রিও কিডের ভয়ে কাল পুরো রাত অনিদ্রায় কাটিয়েছে। চেহারায় ঘৃণা ও স্বস্তির মিশ্র ভাব ফুটিয়ে তুলে মিশেল বলল, 'তুমি আসায় খুশি হয়েছি, জিম। সাবধানে থেকো।'

দ্রুত কাউন্টার অতিক্রম করে নিজের কামরায় ঢুকে গেল টম মিশেল। সজোরে দরজা বন্ধ করল। কুতকুতে চোখে ওদিকে তাকাল তস্কর। তারপর থুথু ফেলার জন্য কিছু একটা খুঁজল। কোন কিছু না পেয়ে ফ্লোরের উপরই একদলা কফমাখা থুথু ফেলল।

একটার আগুনে একটা সিগারেট ধরাচ্ছে আউট-ল, ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কামরাটা। বদ্ধ, গুমোট কামরায় একটা নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে তস্কর, ঘামে ভিজে যাচ্ছে পোশাক। গলায় ঝোলানো ব্যান্ডানা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল সে, তারপর বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই চেঁচিয়ে বলল, 'এ খরগোশের গর্তে কাজ করো কীভাবে তোমরা? সব ভীতুর ডিম একেকটা। আমি জানালাটা খুলে দিচ্ছি।'

কোন মন্তব্য করল না ক্লার্করা। মাথা নিচু করে নীরবে কাজ করছে। জানালা খুলে মাথা বের করে বুক ভরে শ্বাস নিল জিম ডেভেনপোর্ট। জানালার বাইরে চিকন অ্যালিওয়েতে ঘৃণাভরে থুথু ফেলল। খেয়াল করে দেখল, সিলিংটা ছয়-সাত ফুট উপরে। ওদিক থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা করছে না সে।

কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বিব্রত ক্লার্কদের উদ্দেশ করে বলল আউট-ল, 'ঠিকমত কাজ করো তোমরা। নইলে পোঁদের ওপর কষে লাথি মারব।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল জিম ডেভেনপোর্ট। ক্লার্করা মাথা তুলল না, কিংবা মুখে কোন কথা বলল না।

ব্যাঙ্ক পাহারার কাজটাকে একেবারে বেকন খাওয়ার মত সহজ মনে হচ্ছে তস্করের। মনে হয় জীবনে এমন সহজ দায়িত্ব আর কখনও পালন করেনি।

boighar.com

*

দুপুরের খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া লিভারিম্যান জেফ মুলারের অনেক দিনের অভ্যাস। স্টেবলের পেছনের দিকের খড়ের গাদার উপর শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। মদ্যপ উইলবার কাইল ওর মনে যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে সেটা তাকে বড্ড জ্বালিয়ে মারছে, শয়নে, স্বপনে, ঘুমে, জাগরণে সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরছে রিও কিডের ভূত।

হঠাৎ স্টেবলের বাইরে গেটের কাছে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল সে। রিও কিড ফিরে আসছে? খড়ের গাদা থেকে নেমে কোমরের কাছে ঢিলে প্যান্টটা উপরের দিকে তুলে দ্রুত গেটের দিকে এগোল। চরম উদ্বেগে হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে।

গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল জেফ। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। আতঙ্কে চোখজোড়া যেন ঠিকরে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সামনে দাঁড়িয়ে একটা ধূলিধূসর স্যাডল পরানো আরোহীবিহীন সোরেল। হ্যারি ট্রেডারের ঘোড়া? তবে কী···

ভীতির শীতল স্রোত বয়ে গেল হসলারের পুরো শরীরে। বিব্রত, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সামনের নির্জন রাস্তার দিকে তাকাল। পুরো রাস্তা ফাঁকা। দিনের এ সময়টাতে শহরটা সাধারণত ফাঁকাই থাকে। আরেকটু বেলা গড়ানোর পর জমজমাট হতে শুরু করবে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরেকটু সামনে এগোল সে, ক্লান্ত, ধূলিধূসর ঘোড়াটার পুরো শরীর পরীক্ষা করে দেখল সে। পেটের এক জায়গায় খয়েরি একটা দাগের উপর চোখ আটকে গেল। শুকনো রক্ত! আরোহীর ভাগ্যে কী ঘটেছে মুহূর্তে বুঝে নিল সে। শেরিফ জন হল্টনের দায়িত্ব বাড়ল। ওকে হয়তো এখুনি লাশ আনার জন্য ছুটতে হবে।

হ্যারি যে ভারী ট্রাভেলব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওটা নেই। মাটিতে গড়াতে থাকা ঘোড়ার রাশ উবু হয়ে হাতে তলে নিল

জেফ, ঘোড়াটাকে ভিতরের দিকে নিয়ে চলল। তখুনি রাস্তায় ড্যান্সহল গার্ল ফিনিকে দেখে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টেবলের দিকেই আসছে মেয়েটা। বোধহয় হ্যারির খবর নিতে। জুয়াড়ীর সঙ্গে ওর মাখামাখির কথা শহরের সবাই জানে।

রিমর্ষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা হসলারের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ফিনি। বলল, 'গুড আফটারনুন, জেফ। কেমন আছ?' ঘোড়াটার দিকে চোখ যেতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল। 'ওটা হ্যারির ঘোড়া না?'

'হ্যাঁ,' শূন্য দৃষ্টিতে দূরে পর্বতের চূড়ার দিকে তাকাল হসলার। মেয়েটার চোখে তাকাতে চাইছে না।

'তবে কি হ্যারি ফিরে এসেছে? ও এখন কোথায়?' ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল ফিনি।

'ও আসেনি, ম্যাম,' ফাঁকা কণ্ঠ জেফের। 'কেবল ঘোড়াটা ফিরে এসেছে।'

'ও আসেনি?' চেহারায় হতাশা নেমে এল মেয়েটার। 'তবে কী...'

'আমি দুঃখিত, ম্যাম।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুড়ো বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে হ্যারি হয়তো আর বেঁচে নেই।'

'না!' আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা। 'এ হতে পারে না।'

'হতে পারে, ম্যাম,' বলল হসলার। 'রিও কিডকে তুমি চেনো না। ওর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে এমন সাধ্য কারও নেই। কাল বিকেলে শহর ছাড়ার সময় ও হ্যারি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল।'

'আমি অনেকদিন থেকে আশঙ্কা করছিলাম এ ধরনের ঘটনা একদিন না একদিন ঘটবেই,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল ড্যান্সহল গার্ল। 'খুনিটা শেষ পর্যন্ত হ্যারিকে ধরে ফেলেছিল। তাই না, জেফ?'

আবার বিব্রত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো, মুখে কিছু বলল

boighar.com

না–এমনকী শুকনো রক্তের কথাও না। ঘোড়াটার লাগাম টেনে ওটাকে একটা স্টলের দিকে নিয়ে চলল সে। মেয়েটা এখনও হতবিহ্বল অবস্থায় গেটের পাশে দাঁড়িয়ে, প্রেমিকের বিরহে মুষড়ে পড়েছে।

ফিনিকে দেখে নিজের মেয়েমানুষগুলোর কথা মনে পড়ল জেফের। ওদের কয়েকজন ফিনির চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী ছিল। তবে অনেক চেষ্টা করেও চেহারাগুলো মনে করতে পারছে না। যুবক বয়সে বেশ সুদর্শন ছিল সে। বিয়ে করার আশ্বাস দিয়ে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে। সর্বশেষ পোর্ট জেমসের সেই সেলুন গার্লের সঙ্গে যা করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য।

তবে কি উইলবার কাইলের কথাই ঠিক? রিও কিড কি সে মেয়েটারই সন্তান? মেয়েটার চেহারা ওর এখন মনে নেই। তবে হঠাৎ কেন জানি ওর মনে হতে লাগল, মেয়েটার চেহারার সঙ্গে রিও কিডের চেহারার মিল রয়েছে।

সোরেলটাকে একটা স্টলে বেঁধে ওটার গা থেকে খড় দিয়ে ধুলো ঝাড়ল জেফ। তারপর ওটাকে খানিক দলাই-মলাই করে দানাপানি খেতে দিল। পেছন ফিরে দেখল ফিনি ভিতরে দাঁড়িয়ে।

'তোমরা সবাই মিলে কি ওই খুনিটাকে রুখতে পারো না, জেফ?' ঘৃণা মাখা কণ্ঠে বলল ড্যান্সহল গার্ল। 'তোমরা পুরুষ নামের কলঙ্ক। একজন মাত্র লোকের ভয়ে পুরো শহর কাঁপছে। আমি যদি পিস্তল চালাতে পারতাম, তা হলে আমিই ওর মুখোমুখি হতাম। হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতাম!'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মেয়েটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল জেফ। ফিনি যা বলছে তার সবই সত্যি। পুরো শহর লোকটার ভয়ে কুঁকড়ে আছে। শুনেছে ডেনভার জ্যাক ও তার সঙ্গীরাও আপাতত গা বাঁচিয়ে চলছে।

জেফের খোঁড়া পা-টাতে আবার টনটনে ব্যথা শুরু হয়েছে। গতকাল থেকে শুরু হওয়া বুকের ধুকধুকানি আর থামেনি। পুরো

বইঘর.কম

শরীরে স্থায়ীভাবে ভর করে আছে একরাশ আতঙ্ক। একটা অস্বস্তিবোধ বুকের ভিতর কাঁটার মত হুল ফোটাচ্ছে, অতীতের ভূত যেন ধাওয়া করে ফিরছে ওকে। কেবলমাত্র অতিমাত্রায় নারী আসক্তির কারণেই একসময় ক্যাভালরির চাকরি হারাতে হয়েছিল ওকে।

'তা হলে তোমরা কিছুই করবে না, জেফ?' আবার বলল মেয়েটা। 'ওই খুনিটা একের পর এক খুন করে যেতেই থাকবে?'

ফিনির কথাগুলো কানে যাচ্ছে না জেফের। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে সে। ফোর্ট জেমসের সে-মেয়েটার ভাবনা। অনেক মেয়ের সঙ্গে থেকেছে সে জীবনে, কিন্তু কারও সঙ্গে বেশিদিন নয়। তবে ফোর্ট জেমসের সেই সেলুনগার্লের সঙ্গে প্রায় এক বছর কাটিয়েছে। যদি ভুলটা না করত তবে আজ হয়তো ওর এ দশা হত না।

হঠাৎ অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল সে, সামনে ক্রন্দনরত ড্যান্সহল গার্লের দিকে তাকাল।

'না, ফিনি, না,' বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল স্টেবলম্যান। 'বিষধর সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর এ লোক, উদ্ধত ফণা তুলে ছোবল মারতে চাইছে। সবাই মিলে চেষ্টা করলে ওকে হয়তো মেরে ফেলা যাবে—কিন্তু সিন্ডিকেট স্রেফ আরেকজন গানম্যান পাঠিয়ে ওর শূন্যস্থান পূরণ করবে।'

ছয়

বিকেলের দিকে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়াগামী ট্রেইল ধরে শহরে ঢুকল দীর্ঘদেহী আগন্তুক। রিও কিড। ওকে দেখেই হুড়োহুড়ি

boighar.com

পড়ে গেল লোকজনের মাঝে। যে যেদিকে পারে ছুটে গিয়ে ওর চোখের আড়াল হলো। আশপাশের ঝোপ-ঝাড়, দরজা-জানালা ও অ্যালিওয়েতে চরকির মত ঘুরছে ওর সতর্ক চোখজোড়া। কোন গুপ্ত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে মোটেই আগ্রহী নয় সে।

স্টেবলের গেটের সামনে এসে ধূলিধূসর সোরেল গেল্ডিংটার পিঠ থেকে দোল খেয়ে নামল কিড। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেবলের ভিতরের আলো-আঁধারি থেকে বেরিয়ে এল লিভারিম্যান জেফ মুলার। চেহারাটা কাগজের মত সাদা, রক্তশূন্য। তির তির করে কাঁপছে পুরো শরীর।

'গুড আফটারনুন, সা-সার,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল জেফ। 'ট্রিপটা নিশ্চয় ভালই হয়েছে?'

'ভাল এবং ফলপ্রসূ,' মুখে অর্থপূর্ণ হাসি এনে চোখ মটকে বলল কিড। দু'হাতে শার্টে জমে থাকা ধুলো ঝাড়ল। 'যা-ই বলো, সোরেলটা কিন্তু বেশ ভাল। আরোহীর মনের কথা বোঝে। ওটাকে হাতের কাছে রেখো, যে-কোন সময়ই আবার দরকারে লাগতে পারে আমার।'

'শিওর, সার,' কিডের বাড়িয়ে দেওয়া লাগাম হাতে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল হসলার। 'ঘোড়াটা সব সময় তোমার জন্য তৈরি থাকবে।'

'ধন্যবাদ, ওল্ড টাইমার,' বলল কিড। স্যাডলহর্ন থেকে নিজের এবং মৃত জুয়াড়ীর ব্যাগ দুটো নিয়ে বাম কাঁধে ঝোলাল। ডান কাঁধে ঝোলাল হেনরি রিপিটারটা। 'কাল আমি যাবার পর থেকে শহরে আর উল্লেখযোগ্য কী কী ঘটনা ঘটেছে?'

'তেমন কিছু ঘটেনি সার,' জবাবে হসলার বলল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিডের দিকে তাকাল। 'তবে দুপুরের দিকে হ্যারি ট্রেডারের ঘোড়াটা ফিরে এসেছে। সওয়ারীবিহীন।'

মুখে কিছু না বলে হেসে শুধু মাথা দোলাল কিড। বুড়ো

বইঘর.কম

আবার বলল, 'কাল সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। তবে কাল সন্ধ্যায় নয়, আজ সকালে।' উবু হয়ে জিন্সের ধুলো ঝাড়তে শুরু করল সে।

'তুমি কি কখনও ফোর্ট জেমসে ছিলে, সার?' হঠাৎ মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলে জিভে কামড় দিল হসলার। পুরো শরীরে জেগে ওঠা অস্বস্তি আরও বেড়েছে।

হাঁটুর কাছে ধুলো ঝাড়তে থাকা অবস্থায় হঠাৎ থেমে গেল কিড, মাথা তুলে বুড়োর দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে বলল, 'কেন জিজ্ঞেস করছ ও-কথা?'

'না...না...এমনিতেই...' অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল স্টেবলম্যান।

'তুমি কখনও ওখানে ছিলে?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিড জানতে চাইল।

'আ-আমি না, আর্মিতে আমার এক পুরোনো বন্ধু ছিল। ওর মুখেই ওখানকার কথা শুনেছি।'

'না, আমি কখনও সেখানে যাইনি,' আবার উবু হয়ে ধুলো ঝাড়তে শুরু করে কিড বলল। নীরবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল বুড়ো। তবে কি মদ্যপ উইলবার কাইলের সব সন্দেহ মিথ্যে? মাতালের প্রলাপ মাত্র?

তবে কিডের পরের কথাটা শুনে মাথায় বাজ পড়ল যেন ওর। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিড বলল, 'তবে আমার মা সেখানে কিছুদিন ছিল।'

চারিদিকে অন্ধকার দেখছে জেফ মুলার। মাথা বোঁ বোঁ করছে। তবে কি এ-ই সেই ছেলে? সব জানতে পেরে প্রতিশোধ নিতে এসেছে?

'ব্যাঙ্ক এখন খোলা পাওয়া যাবে?' ঘামে নেয়ে ওঠা স্টেবলম্যানের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল কিড। বেশ অবাক হয়েছে। এই পঙ্গু লোকটার নাম তো ওর তালিকায় নেই। তবে

boighar.com

এত ঘামছে কেন সে?

'যাবে,' সংক্ষেপে বলল বুড়ো।

'ওখানে ব্যাঙ্কার টম মিশেলকে এখন পাওয়া যাবে?'

'বোধহয় পাওয়া যাবে। তবে আজ ট্রানজেকশন পিরিয়ড শেষ। টাকা বোধহয় জমা দেয়া যাবে না।'

'তা হলে ব্যাঙ্কে কাল যাব। তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, ওল্ড টাইমার।'

নিজের এবং মৃত জুয়াড়ীর ব্যাগ দু'টো কাঁধে ঝুলিয়ে হোটেলের দিকে চলল রিও কিড। ওদিকে এখনও ঘোড়াটার রাশ ধরে হতবুদ্ধি অবস্থায় দাঁড়িয়ে স্টেবলম্যান। ওর পায়ের নীচ থেকে সব মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন।

বহু বছর আগে যে কাজটি করেছিল সে, তার ফল এখন ভোগ করতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে একটা তাজা ঘোড়া নিয়ে এ মুহূর্তে অজানার উদ্দেশে রওনা দেয়। কিন্তু একজন পঙ্গু বুড়ো সে, কোথাও গিয়ে যে আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করবে সে-বয়সও আর নেই। তা ছাড়া, রিও কিড যদি সত্যি ওর খোঁজে আসে তবে নরকে গিয়ে লুকালেও খুঁজে বের করবেই।

স্টেবল ও হোটেলের মাঝামাঝি দূরত্বে এসে শেরিফ জন হল্টনের সঙ্গে দেখা হলো কিডের। যেন স্বয়ং গভর্নর এসেছে এভাবে স্যালুট দিল শেরিফ কিডকে। হ্যাটের কানা ছুঁয়ে বলল, 'গুড আফটারনুন, সার।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার,' প্রত্যুত্তরে কিডও হ্যাটের কানা ছুঁলো। 'আমি দুঃখিত, তোমার কাজ বোধহয় একটু বাড়িয়েছি।'

'যেমন, সার?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল শেরিফ।

'ট্রেইল ধরে পশ্চিমে কিছুদূর গেলে বামে যে সাইড ট্রেইলটা বেরিয়েছে সেটা দিয়ে বেশ কিছুদূর যেতে হবে তোমাকে। এখন রওনা দিলেও লাশটা নিয়ে ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

বইঘর.কম

নির্বাক শেরিফ। বেশ কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। অবশেষে কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'হ্যারি ট্রেডার, সার?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল কিড। তারপর বুড়ো শেরিফকে হতবুদ্ধি অবস্থায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে হোটেলের দিকে চলল। দেহে একটা শীতল ভাব অনুভব করছে সে, মনে হচ্ছে যেন শীঘ্রিই কোন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে।

হোটেল পোর্চে কিডকে দেখে দ্রুত জায়গা ছেড়ে দিল লোকজন, যেন ছোঁয়াচে কোন রোগীর কাছ থেকে প্রাণপণে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। হোটেলম্যান পিট ডিলন কাউন্টারে নিজের জায়গায় জমে গেল। টানা, লম্বা বারান্দা দিয়ে সামনে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলল দীর্ঘদেহী রিও কিড। কয়েকজন ভয়ে ভয়ে হাত তুলে ওকে অভিবাদন জানাল। মৃদু মাথা নেড়ে অভিবাদনের জবাব দিল সে।

সিঁড়ির গোড়ায় বামপাশে দাঁড়িয়ে হাফব্রীড ডুগান। ডেনভার জ্যাকের চ্যালা। বাউয়ি নাইফটার ফলা দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। চেহারায় ভীতির লেশমাত্র নেই। এক পলকের জন্য লোকটার দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সিঁড়ির ধাপ টপকে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল কিড। কয়েক ধাপ উঠে পিঠের শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হওয়ায় পাঁই করে পেছনে ঘুরল। এবং সেটাই আরেকবার বাঁচিয়ে দিল তাকে।

হাফব্রীডের ছোঁড়া দ্রুতগামী ছুরিটা কিডের স্যাডলব্যাগে সমূলে বিঁধে গেল। অল্প আগে ওর পিঠটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। ব্যাগ দু'টো এবং রাইফেলটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় নীচের দিকে লাফ দিল সে। রেলিং টপকে হুড়মুড়িয়ে হাফব্রীডের দেহের উপর পড়ল। সঙ্কীর্ণ ফ্লোরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। লোকজন সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ওদের।

পরস্পরকে জাপটে ধরে উঠে দাঁড়াল দু'জনই। অসুরের শক্তি হাফব্রীডের দেহে, পেশী কিলবিল করছে পুরো শরীরে। তবে কিড

boighar.com

বুঝতে পারছে, লোকটাকে কাবু করা কঠিন হলেও অসম্ভব হবে না।

হঠাৎ কিডকে ছেড়ে দিয়ে ওর পেটে দুহাতে দমাদম কয়েকটা ঘুসি চালাল হাফব্রীড। শরীর বাঁকা করে যথাসম্ভব ঘুসি এড়িয়ে সাথে সাথে ডান হাত চালাল কিডও। ঘুসিটা হাফব্রীডের চোয়ালে লেগে ফিরে এল।

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত চক্রাকারে ঘুরছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। মওকা খুঁজছে। হঠাৎ দ্রুত ডান পা ঘুরিয়ে হাফব্রীডকে একটা ল্যাং মারল কিড। চট্ করে কিডের শার্টের সামনের দিক বাম হাতে খামচে ধরে পতন-ঠেকাল ডুগান, ডান হাতে ওর বাম কোমরের কোল্টটা তুলে নিল। বাম পাশটা হালকা বোধ হওয়ায় বিপদ টের পেল কিড। খপ্ করে হাফব্রীডের ডান হাতটা দু'হাতে জাপটে ধরল।

কক্ করা পিস্তল সোজা করার চেষ্টা করছে আউট-ল, কিডও সর্বশক্তি দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। হঠাৎ শক্তভাবে ধরা হাফব্রীডের হাতসুদ্ধ ওর পেছনের দিকে লাফ দিল কিড। বুম্ করে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। সাথে সাথে দর্শকদের সারিতে একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল। কোল্টের ট্রিগারে তস্করের তর্জনীর চাপ লেগে একটা লক্ষ্যহীন গুলি বেরিয়েছে। গুলিতে আহত লোকটাকে কয়েকজন ধরাধরি করে পোর্চের দিকে সরিয়ে নিল। ওদিকে শরীরের সর্বশক্তি জড়ো করে আউট-লর ডান হাতটা মুচড়ে ধরেছে কিড, মট করে একটা হাড় ভাঙার শব্দ হতেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল হাফব্রীড। এতক্ষণে প্রকৃত ভীতি জেগে উঠেছে ওর চেহারায়। পিস্তলটা অবশ হাত থেকে খসে পড়ল।

পরের ঘটনাগুলো ঘটল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। কাঁধ থেকে ঝুলতে থাকা হাফব্রীডের অকেজো ডান হাত ছেড়ে দিয়ে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল কিড। হঠাৎ তার হাতে একটা ছোট্ট, ধারাল ক্ষুর দেখে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে শিউরে উঠল লোকজন। যারা

বইঘর.কম

দুর্বলচিত্তের তারা তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল কিংবা অন্যদিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা এড়িয়ে গেল।

কিডের ক্ষুরের এক পোঁচে মুহূর্তে দু'ফাঁক হয়ে গেল আউটলর গলা। কাটা কণ্ঠনালী দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এক মহিলা বোর্ডার দৃশ্যটা দেখে চিৎকার দিয়ে মুখ ঢাকল। দেহটা ফ্লোরে ফেলে দিল কিড। প্রবল আক্ষেপে তড়পাচ্ছে তস্করের শরীরের নীচের অংশ। ক্ষুরটা মুছে যথাস্থানে রেখে দিয়ে উবু হয়ে কোল্টটা তুলে নিয়ে হোলস্টারে রাখল কিড। তারপর এখনও ডাঙায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করতে থাকা দেহটা টপকে পোর্চের দিকে চলল। এ-কথা সত্য যে বেশিরভাগ লোকজন ওকে পছন্দ করে না, কিন্তু এ ঘটনার জন্য ওর চরম শত্রুও ওকে দায়ী করতে পারবে না।

গুলিতে আহত লোকটা ব্যথায় ককাচ্ছে। পেট ছিঁড়ে গিয়ে ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে তার। সর্বাঙ্গে রক্তমাখা কিডকে দেখে তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে দিল লোকজন।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে ওর রক্ত বন্ধ করার জন্য কিছু একটা করো তোমরা,' বলল এক লোক।

'কেউ একজন গিয়ে ডাক্তার হলওয়েলকে ডেকে আনো,' বলল আরেকজন।

কিন্তু কিড বুঝতে পারছে, পৃথিবীর সব ডাক্তার এনে জড়ো করলেও লোকটার আর কোন উপকার করতে পারবে না। একটা চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলল সে। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠে ব্যাগ দুটো আর রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে দু'কাঁধে ঝুলিয়ে পেছনে তাকাল। সব ক'টা চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা নিয়ে, আবার কেউ কেউ বিদ্বেষ নিয়ে।

'আমি দুঃখিত, ফ্রেন্ডস,' আবেগহীন কণ্ঠে কিড বলল। 'তোমরা বুঝতেই পারছ, ঘটনার জন্য আমি কোন মতেই দায়ী নই।'

boighar.com

খাঁটি সত্য কথা। মাথা দুলিয়ে স্বীকার করে নিল কয়েকজন।

'আর যে লোকটা মারা যাচ্ছে তার কোন পরিবার-পরিজন থাকলে আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে সমবেদনা জানিয়ে দিয়ো,' ডুগানের গলাকাটা নিথর লাশটার দিকে তাকাল কিড, পকেট থেকে নোট-বুকটা বের করে তালিকার নীচের দিকের একটা নাম কেটে বাদ দিল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চলল সে, সিঁড়ির শেষ কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে দোতলার লম্বা করিডরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কামরায় গিয়ে প্রথমে গায়ে ও পোশাকে লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করবে। তারপর অন্য কাজ।

ড্যান্সহল নর্তকী মিলি জুয়াড়ী ডেভ মর্গানের কোলের উপর বসে শরীরটা অল্প অল্প নাচাচ্ছে। ডান হাতে মেয়েটার লাস্যময়ী দেহের মাঝখানের সরু অংশ বেষ্টন করে আছে ডেভ, বাম হাতে ধরে রেখেছে একটা হুইস্কির বোতল। ঝুঁকে পড়ে মেয়েটার গালে একটা দীর্ঘ চুমু খেল জুয়াড়ী। শরীরের উপরের অংশে স্কার্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সুগঠিত বাঁকে ডেভের হাতের স্পর্শ পেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল নর্তকী, শরীর বাঁকা করে জুয়াড়ীর গলা দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে ওর চুমু ফিরিয়ে দিল।

অন্য সময় হলে ব্যাপারটা ভীষণ উপভোগ করত ডেভ। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ায় সবকিছু তেতো ঠেকছে। মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু একটি মাত্র চিন্তা। রিও কিড।

মেয়েটা দীর্ঘদিন ধরে তার গার্লফ্রেন্ড হিসাবে আছে। সুন্দরী সে, বাদামী চোখ, কোমর ছাড়িয়ে যাওয়া লম্বা চুলের রংও বাদামী। অন্য ড্যান্সহল গার্লদের তুলনায় একটু আলাদা সে। যখন-তখন, যার-তার সঙ্গে শোয় না। ভিজিটের অঙ্কও বেশ বড়। ট্রেইলস এন্ড শহরে হ্যারি ট্রেডারের পর একমাত্র এ মেয়েটাকেই বিশ্বাস করে ডেভ মর্গান।

বইঘর.কম

ডেভের আন্ডার গ্রাউন্ড হাইডআউটটা বেশ বড়োসড়ো। পুরোনো একটা মাইনিং শ্যাফট কেটে তৈরি করা হয়েছে এটা। উপরের ট্র্যাপডোর ছাড়াও ঝরনার দিক থেকে একটা বিকল্প টানেল রয়েছে এটার–যে টানেল দিয়ে লিলি সবার অলক্ষ্যে এখানে আসা-যাওয়া করে।

কামরাটার অপর প্রান্তে একটা বন্ধ দরজা। দরজার ওপাশে কী আছে সেটা লিলি নিজেও জানে না। ডেভকে জিজ্ঞেস করলে বলে ওখানে ছোট্ট একটা কুঠরিতে কিছু অস্ত্রশস্ত্র রাখা হয়েছে। ডেভের দৃঢ় বিশ্বাস, এ হাইডআউটটা খুঁজে বের করার সাধ্য কোন সিন্ডিকেট গানম্যানের কখনোই হবে না।

ছোট্ট একটা স্টোভ রয়েছে কামরাটায়। আরও রয়েছে একটা ডবল খাট, একটা টেবিল, দু'টো চেয়ার ও একটা আলমিরা। আলমিরাটায় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচুর মদ, পোশাক, খাবার-দাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্টক করে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া কোন কিছুর টান পড়লে লিলি তো আছেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লিলির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলল জুয়াড়ী। ওকে সরিয়ে দিয়ে ব্যান্ডানায় মুখ মুছে বলল, 'এবার আসল কথায় আসা যাক, হানি।'

'বলো কী বলবে।'

'বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে জানাও আমাকে। ওই খুনিটা কি এখন শহরেই আছে?'

'বাইরের দুনিয়া বলতে শহরটাকে বোঝাতে চাইছ তো?' উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে কাপড়চোপড় ঠিক করতে করতে লিলি বলল। 'ওটা এখন ধীরে ধীরে নরকে পরিণত হচ্ছে। আর ওই খুনিটা কখন কোথায় থাকছে সেটা কেউ হদিস করতে পারছে না।'

'যেমন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ডেভের। 'ও এরই মধ্যে আর কিছু ঘটিয়েছে নাকি?'

'কী ঘটায়নি বরং সেটাই বলো,' বলল নর্তকী। 'আজ দুপুরে

boighar.com

হ্যারির ঘোড়াটা একা ফিরে এসেছে।'

'তার মানে হ্যারিকে খুন করেছে সে?' ধক করে উঠল গ্যাম্বলারের বুক।

'হ্যাঁ। খুনি নিজেই সেটা শেরিফকে নিশ্চিত করেছে। শেরিফ এখন লাশটা আনার জন্য ট্রেইলে রয়েছে।'

কোন কথা না বলে ফাঁকা দৃষ্টিতে উপরের বন্ধ ট্র্যাপডোরটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডেভ। তারপর যেন নিজেকেই শোনাল, 'ওহ্, গড। খুনিটা হ্যারিকে শেষ করে দিয়েছে? একটা ক্ষ্যাপা অ্যাপাচির মত যা একবার শুরু করে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। জানি না খুনিটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে।'

হাত বাড়িয়ে হুইস্কির বোতলটা টেনে নিল সে, বোতলের মুখে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে লিলির দিকে তাকিয়ে আবার জানতে চাইল, 'আর কী কী খবর এনেছ তুমি?'

লিলির মুখে পরের তথ্যটা জেনে হার্টফেল করার দশা হলো ডেভের। হুইস্কির বোতলটা আবার মুখে তুলতে যাচ্ছিল, মাঝপথে থেমে গেল।

'ডেনভার জ্যাকের সঙ্গী ডুগান খুন হয়েছে বলছ?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'হ্যাঁ, ডেভ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে হোটেলে ঘটেছে ঘটনাটা। রিও কিড সবার সামনে ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে ডুগানকে খুন করেছে। ডেনভার জ্যাকের সেরা লোক ছিল ওই হাফব্রীড।'

'ক্ষুর দিয়ে! গলা কেটে!' ডেভ মর্গানের চেহারা দেখে মনে হলো যেন এখুনি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে। রিও কিডের কাজের ধরন সম্পর্কে সে আগেও অনেক শুনেছে। পিস্তল হাতে সে ভয়ঙ্কর। কিন্তু ক্ষুর কিংবা ছুরি দিয়ে সে কারও গলা কেটে খুন করতে পারে সেটা এই প্রথম শুনল। তাও আবার ওর শিকার হলো ডুগানের মত ভয়ঙ্কর আউট-ল, যে পিস্তল ও ছুরি দুটোতেই দক্ষ ছিল।

বইঘর.কম

দপ্ করে শেষ আশার আলোটুকুও নিভে গেল জুয়াড়ীর চোখ থেকে। এতদিন আশা করে বসে ছিল ডেনভার জ্যাক হয়তো অন্যান্য বারের মতই কিছু ভূমিকা রাখবে। কিন্তু ওই হাফব্রীডটার মৃত্যুতে সে আশাও শেষ। ডেনভার জ্যাক হয়তো এখন নিজেকে বাঁচাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে।

বিস্মিত ও চিন্তিত দৃষ্টিতে প্রেমিককে দেখছে লিলি। ভুরু কুঁচকে বলল, 'একজন মাত্র লোক সে, অথচ তার ভয়ে পুরো শহর কুঁকড়ে রয়েছে। তোমরা সবাই মিলেও কি তাকে কাবু করতে পারো না?'

'না, লিলি, না,' অসহায় ভঙ্গিতে বলল ডেভ। 'এ লোক সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি? ভয়ঙ্কর লোক সে, হাসতে হাসতে নিজের দাদীর গলা কেটে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।'

হুইস্কির বোতল থেকে সামান্য হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে মুখে দিল লিলি, তেতো স্বাদে মুখ বিকৃত করল, তারপর গ্লাসটা আবার টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, 'এখানে আমাকে আর কতক্ষণ থাকতে হবে, ডেভ? এ বদ্ধ গুহায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

'কিন্তু আমি তো এখানে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে থাকছি, লিলি,' অনুযোগের সুর ডেভের কণ্ঠে।

'তুমি তো থাকতে বাধ্য হয়ে থাকছ,' বলল নর্তকী।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল ডেভ মর্গান। বলল, 'শোনো লিলি। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি। এ হাইডআউটটার কথা কাউকে বলবে না। আর যদি কেউ জানতে পারে, তা হলে আমি তোমাকে...'

ডান হাতের পাতা কাত করে কচু কাটার মত ভঙ্গি করল ডেভ। জমে গেল লিলি। এ লোকটার মুখ থেকে আগে আর কখনও এ ধরনের কথা শোনেনি।

'এসব কী বলছ, ডেভ?' আহত দৃষ্টিতে প্রেমিকের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না?'

boighar.com

'পারছি, পারছি, হানি,' ব্যান্ডানা দিয়ে আবার মুখের ঘাম মুছে সুর কিছুটা নরম করে এনে ডেভ বলল, 'তবে সাবধানের তো মার নেই, তাই বলছি...'

'তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো, ডেভ,' বলল লিলি। 'এ জায়গাটার কথা তুমি আর আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ জানবে না।'

'আর শোনো, রাত গভীর হলে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে কেবল তখনই এখানে আসবে। আর প্রত্যেকবারই ওই টানেলটা দিয়ে। কেবিনের ট্র্যাপডোরটা কখনও ব্যবহার কোরো না। বুঝতে পেরেছ?'

কাঁপছে জুয়াড়ী, হাঁফাচ্ছে। শরীরের পোশাক ঘামে ভিজে একাকার। ওদিকে নর্তকী লিলিও ঘামতে শুরু করেছে। মাথা দুলিয়ে সে বলল, 'তুমি যা যা বলছ তার একটুও এদিক ওদিক হবে না, ডেভ। কিন্তু লোকজন তোমার সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি কী বলব? এরই মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছে।'

'কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো, আমি বিজনেস ট্রিপে পুবে গেছি। কোথায় গেছি, কবে ফিরব এসব বলার দরকার নেই। বলবে তোমাকে আমি বলে যাইনি।'

আবার মাথা দোলাল লিলি। গুহার ভিতর অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল ডেভ মর্গান। ডান হাতে মুষ্ঠি পাকিয়ে বাম হাতের তালুতে ঘুসি মারছে।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে লিলি। বুঝতে পারছে, ডেভের মনের ভিতর প্রচণ্ড ঝড় বইছে। বিশেষ করে ওর মুখ থেকে ঘটনাগুলো শোনার পর। ভয়ে দিশেহারা হয়ে উঠেছে ডেভ, এমনকী ওকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছে। অথচ লোকটাকে এতদিন ভীষণ সাহসী বলেই জানত।

'আজ রাতে কোন ফুর্তি করবে না, ডেভ?' পরিবেশটাকে কিছুটা হালকা করার জন্যই যেন বলল লিলি।

বইঘর.কম

'ফুর্তি!' বিকৃত চেহারায় দামি পতিতার দিকে তাকাল ডেভ মর্গান। 'এ অবস্থায় ফুর্তি করার কথা তোমার মুখে আসে কীভাবে, লিলি? যেখানে ভয়ঙ্কর এক খুনি আমাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছে?'

ডেভ মর্গানের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল লিলি। আতঙ্কে চোয়াল ঝুলে পড়েছে। এই প্রথমবারের মত বুঝতে পারছে, অন্যদের মত সে-ও ঝামেলায় নাক পর্যন্ত ডুবে আছে। বিশেষ করে ডেভ মর্গানের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখির কারণে।

রাত গভীর। পুরো শহর জুড়েই যেন অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এসেছে আজ। অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগেই থেমে গেছে সব কোলাহল। হোটেল লবির পেছনে টানা লম্বা প্যাসেজওয়ের মাঝখানে ঝুলানো লণ্ঠনের ফিকে হলুদ আলো ভূতুড়ে এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। হোটেলম্যান পিট ডিলন কাউন্টার ছেড়ে পা টিপে টিপে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলল। যেন কেউ ওর পদশব্দ শুনে ফেলবে এ ভয় করছে।

শান্ত, সুনসান পরিবেশ। পুরো হোটেল ঘুমিয়ে আছে। প্যাসেজওয়ের মাঝ বরাবর এসে হোটেল বারের দিকে উঁকি দিল সে। কাস্টমাররা সব অনেক আগেই চলে গেছে। কেবলমাত্র বারম্যান একা, ধোয়ামোছার কাজে ব্যস্ত। লোকটার দৃষ্টি এড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলল পিট ডিলন।

সিঁড়ির গোড়ায় আলো-আঁধারিতে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল পিট, চারদিকের অন্ধকার কোণগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। অস্বাভাবিক নীরবতা। এ শহরে এমন অবস্থা অনেকদিন দেখেনি সে। একটা ভীতু বাচ্চার মত তার পুরো শরীর কাঁপছে।

যেন একটা বিপজ্জনক মিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এভাবে কোটের বোতাম খুলে কোমরের বেল্ট থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তলটা বের করে আনল সে। তারপর স্বল্প আলোয় ওটা পরীক্ষা করে

boighar.com

দেখল, কিন্তু তার হাত দুটো এমনভাবে কাঁপছে যে পিস্তলটা হাত থেকে খসে পড়ার জোগাড় হয়েছে। ঘাড় বাঁকা করে চকিতে পেছন দিকে তাকিয়ে পিস্তলটা আবার দ্রুত যথাস্থানে রেখে দিল সে, কোটের বোতাম আটকে কোটটাকে টেনেটুনে ঠিক করে দিল। ইতোমধ্যে কপালে চিকন ঘাম দিতে শুরু করেছে তার।

টলোমলো পদক্ষেপে যত দ্রুত সম্ভব সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে উপরের দিকে চলল হোটেলম্যান মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ কোথায় যেন একটা চেয়ার পতনের শব্দ হওয়ায় থমকে দাঁড়াল, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাল–মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। বুঝতে পারল, নীচের বারে ঠিকঠাক করে রাখতে গিয়ে একটা চেয়ার ফেলে দিয়েছে বারম্যান।

চারদিকটা আবার শান্ত হয়ে এসেছে সেটা নিশ্চিত হয়ে পুনরায় আগে বাড়ল হোটেলম্যান। সিঁড়ির বাকি ক'টা ধাপ পেরোতে যেন এক যুগ লেগে গেল। সিঁড়ির শেষ মাথায় উঠে গলা বাড়িয়ে অন্ধকার প্যাসেজওয়েতে তাকাল। নীরব সব। দু'পাশে সারি সারি বন্ধ দরজা, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। পুরো শরীরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যেন সামান্য একটু শব্দ হলে কিংবা অন্ধকারে কোন কিছু একটু নড়াচড়া করলেই নির্ঘাত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু টানা লম্বা করিডরে কোন নড়াচড়া কিংবা সাড়াশব্দ নেই। ধীরে ধীরে বুকে জমে থাকা নিঃশ্বাস নাক-মুখ দিয়ে বের করে দিল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস।

দেয়ালের কাছ ঘেঁসে সতর্ক পায়ে ভূতের মত বন্ধ দরজাগুলো পেরিয়ে এল সে। রিও কিডকে যে কামরাটা বরাদ্দ দিয়েছে সেটা তার গন্তব্য। অন্ধকারেও সেটার অবস্থান চিনে নিতে কষ্ট হবে না তার।

যতই আগে বাড়ছে সে, শরীরের কাঁপুনি ও বুকের ধুকধুকানি আরও বেড়ে যাচ্ছে। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম

বইঘর.কম

নিল কয়েকবার। পেছন থেকে কোটের প্রান্ত টেনে ধরেছে যেন কেউ। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে এখন। মনের ভিতর দ্বিধা। এতদূর এসে আবার ফিরে যাবে?

কপালের দু'পাশ বেয়ে টপ-টপ করে ঘাম ঝরছে ওর, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। চোখের ভিতর ঘাম ঢুকে চোখ দুটো ভীষণ জ্বালা করছে। পুরো শরীরে শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে। কম্পিত ডান হাতের পিঠ দিয়ে চোখের ঘাম মুছল সে। আবার এক পা এক পা করে সামনে এগোল।

চোদ্দ নম্বর কামরার সামনে এসে আবার থামল সে। আর মাত্র দু'দরজা পর সতেরো নম্বর। সেটাই তার গন্তব্য। আবার হাঁটা শুরু করার আগে ঝাড়া দু'মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। তবুও কীসের যেন একটা অন্ধ-আকর্ষণ তাকে সামনে টেনে নিয়ে গেল।

রিও কিডের কামরার কাছে এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। জেলি ফিশের মত কাঁপছে। হাঁটুতে হাঁটুতে এমনভাবে বাড়ি খাচ্ছে যেন তার শব্দ পুরো হোটেলে শোনা যাচ্ছে। লম্বা একটা শ্বাস নিল সে। সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে।

অনেকটা বেপরোয়া হয়ে চট্ করে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা দু'হাতে সামনে বাগিয়ে ধরেছে। দরজা ফাঁক হয়ে আছে দেখে ধক্ করে উঠল ওর বুক। দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভিতর তাকাল। একটু একটু করে আগে বাড়ছে, যেন একটা অন্ধকার খোলা কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হলো যেন রিও কিড মুখে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে পিস্তল হাতে, কিংবা ক্ষুর হাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

খুরের কথাটা মনে আসতেই আজ বিকেলে আউট-ল ডুগানের গলাকাটা লাশটার কথা মনে পড়ল। গলায় একটা শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। তবে কি আজ রাতে সে-ও ডুগানের ভাগ্য বরণ

boighar.com

করতে যাচ্ছে?

চট্ করে ভিতরে ঢুকে দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল পিট ডিলন। পিস্তলটা তেমনি দু'হাতে ধরে বিছানার দিকে তাক করেছে।

ফাঁকা বিছানা। কেউ নেই ওখানে। দেয়ালের ফোকর দিয়ে বিছানার উপর পড়া একফালি চাঁদের আলোয় দেখতে পেল বিছানায় একটিও ভাঁজ পড়েনি। অর্থাৎ বিছানোর পর থেকে কেউ চাদরে পিঠ ঠেকায়নি। তবে কি রিও কিড কামরার ভিতরে কিংবা বাইরে অন্ধকার কোন কোণে দাঁড়িয়ে ওকেই পর্যবেক্ষণ করছে?

হৃৎপিণ্ড ভীষণ লাফাচ্ছে ওর। যেন বুকের পিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দ্রুত কামরার চারদিকে তাকিয়ে কোথাও কিছু দেখতে পেল না। অথচ ঘণ্টা দুয়েক আগেও রিও কিডকে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে নিজের চোখে দেখেছে।

দ্রুত পিছু হটল পিট ডিলন, দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে চলল। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছে, পেছনে অন্ধকার থেকে যে-কোন মুহূর্তে একটা পিস্তল গর্জে উঠবে, কিংবা একটা বাউয়ি নাইফ উড়ে এসে সমূলে বিঁধে যাবে ওর পিঠে।

কিন্তু এসবের কিছুই ঘটল না শেষ পর্যন্ত। নিরাপদে নীচে নেমে এসে নিজের কামরায় ঢুকে দরজার হুড়কো তুলে দিল ডিলন, হাঁফাচ্ছে। পিস্তলটা এখনও ডান হাতে ধরে রেখেছে। কোটের বাম হাতের আস্তিনে মুখ মুছল।

বুঝতে পারছে মারাত্মক একটা বোকামি করে ফেলেছিল। ঠাণ্ডা ফ্লোরে নিজের রক্তাক্ত লাশের দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠল। ভাগ্যিস রিও কিড ওখানে ছিল না। পুরো শহরে এত লোক থাকতে সে কেন এমন একটা বিপজ্জনক দায়িত্ব পালন করতে গেল? বোকামি, স্রেফ একটা বোকামি।

কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? সামনে দিয়ে এসে আবার ব্যাকডোর দিয়ে চলে গেছে? অ্যাপাচিদের মত ছায়ার সঙ্গে মিশে

বইঘর.কম

থাকতে পারে যে-লোক, তার পক্ষে সবকিছু সম্ভব। খুনিটা এখন কী পরিকল্পনা আঁটছে? ওর হাতে এরপর যে-লোকটা খুন হবে সে কে? হ্যারি ট্রেডার আর ডুগান শেষ। এরপর কার পালা?

সিন্ডিকেটের ভাড়া করা খুনি রিও কিড। এ শহরের সবকিছুর মালিক সিন্ডিকেট। এখানে ওরা করতে পারে না এমন কিছুই নেই। ওর যতজনকে ইচ্ছে খুন করবে, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটিও করবে না। এ টেরিটোরিতে যত আদালত আছে, যত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আছে সবই ওদের কেনা। এমনকী মিডিয়াও পুরোপুরি ওদের নিয়ন্ত্রণে।

তা হলে প্রতিরোধ করে কী লাভ খামোকা বেঘোরে জান খোয়ানো ছাড়া? একজন গানম্যানকে খুন করলে আরও দশজনকে পাঠাবে ওরা। সাউথ টেক্সাস মাইনিং সিন্ডিকেটের সঙ্গে ছল-চাতুরি করে টিকে থাকা অসম্ভব। তা হলে কেন সে বোকার মত এমন একটা কাজ করতে গিয়েছিল? প্রবল আক্ষেপে মাথার চুল টেনে ধরল পিট ডিলন।

হঠাৎ একটা ঠুং শব্দে চকিতে পিছু ফিরল সে। ঘরের এক কোণে মোমবাতির স্বল্প আলোয় সৃষ্ট আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী এক লোক। রিও কিড!

'কাউকে খুঁজছিলে, ফেলার?' বদ্ধ ঘরে কিডের কণ্ঠ গম্ গম্ করে উঠল। হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গিতে কিছু না ভেবেই হাতে ধরা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটার নল সোজা করে ট্রিগার টিপল হোটেলম্যান। বুম্ করে একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। ও দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই জ্যাকর‍্যাবিটের মত ক্ষিপ্রগতিতে এঁকেবেঁকে আগে বাড়ল দীর্ঘদেহী, পিস্তল ধরা হাতসুদ্ধ শরীরের মাঝখানটা পেঁচিয়ে ধরল পিটের হাতের কাঁপুনিতে প্রথম গুলিটা ফস্কে গেছে।

স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের ট্রিগারে চাপ লেগে আরেকটা লক্ষ্যহীন গুলি বেরিয়ে ফ্লোরের কার্পেট ফুটো করে দিল। লোকটার বজ্র

boighar.com

আঁটুনিতে নড়াচড়ার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে পিট ডিলন। হাতে এক মোচড় খেয়ে পিস্তলটা অবশ হাত থেকে খসে পড়ল। হঠাৎ গলায় শীতল কিছুর স্পর্শ পেয়ে জমে গেল হোটেলম্যান। ক্ষুর!

'না...না...' তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'আমায় ক্ষমা করো। প্লীজ...প্লীজ...'

ওর কথাগুলো ঘড়ঘড় শব্দে পরিণত হলো। গলাকাটা দেহটা কয়েক মুহূর্ত শরীরের সঙ্গে চেপে রেখে ফ্লোরের উপর ফেলে দিল কিড। সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত লাফাচ্ছে আহত লোকটা।

ক্ষুরটা বিছানার বেডশীটে মুছে আবার কোমরে গুঁজল কিড, তারপর কামরা থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে হোটেল পোর্চে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করে তালিকার নীচের দিকের আরেকটা নাম কেটে বাদ দিল।

দ্রুত হোটেলের কামরাগুলো থেকে ছুটে আসছে সদ্য ঘুম ভাঙা আতঙ্কিত লোকজন। একটা শোরগোল ও হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। রাস্তার দিক থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল শেরিফ, পোর্চে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়ানো পোশাকে রক্ত লেগে থাকা দীর্ঘদেহীকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'মি...মিস্টার কিড?' ঢোক গিলে বলল ল-ম্যান। 'কী হয়েছে এখানে?'

'দুঃখিত, ওল্ড টাইমার,' নিরাবেগ কণ্ঠ কিডের। 'তোমাকে বোধহয় আবার করোনারকে খবর দিতে হবে। এত রাতে আবার ঝামেলায় ফেললাম বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

'লোকটার নাম কী ছিল?'

'পিট ডিলন। আমার তালিকার সর্বশেষ দুটো নামের আগে ছিল সে। অবশ্য আমার তরফ থেকে তেমন কোন তাড়াহুড়ো ছিল না, কিন্তু সে নিজেই সময়টাকে এগিয়ে দিল।'

'পিট ডিলন।' চোখ কপালে তুলল শেরিফ।

বইঘর.কম

'হ্যাঁ, ওল্ড টাইমার,' বলল কিড। 'আজ রাতে দুঃসাহসিক এক অভিযানে বেরিয়েছিল মিস্টার ডিলন। রিও কিডকে খুন করার অভিযান দুর্ভাগ্য ওর, বিখ্যাত হতে চেয়েও পারল না। যা-ই হোক, গুলি দুটো যে সে-ই করেছে সেটা তার পিস্তল আর খালি খোসা দুটো পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

প্যাসেজওয়েতে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ভীত লোকজন। ওদের দিকে না তাকিয়েই পোর্চ থেকে নেমে সামনে হিচ রেইলে বাঁধা সোরেলের দিকে চলল রিও কিড। রাশ খুলে স্যাডলে চাপল সে, তারপর ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল। অল্পমাপের মধ্যে দূরে অন্ধকার ট্রেইলে মিলিয়ে গেল রিও কিডের ঘোড়ার খুরের শব্দ।

রিও কিড চলে যেতেই গুটিসুটি মেরে পিট ডিলনের কামরার দিকে চলল হতবাক লোকজন সবার আগে শেরিফ জন হল্টন। কামরার ঠিক মাঝখানে বিশ্রী ভঙ্গিতে পড়ে আছে হোটেলম্যানের গলাকাটা লাশ, রক্তে ভিজে জবজবে কার্পেট

শিউরে উঠল লোকজন। জীবনে গুলি খাওয়া লাশের দৃশ্য আগেও দেখেছে ওরা, কিন্তু এমন নৃশংস দৃশ্য অনেকেই দেখেনি আর কখনও। মানুষ মারার পৈশাচিক একটা স্টাইল

প্রথম দিন রিও কিড যে লোকটার গাল কেটে দিয়েছিল সে লালচুলো মাইনার এখনও কাঁচা ক্ষতটায় হাত বুলাল সামনে যে-দৃশ্য দেখছে সে তুলনায় এ-তো কিছুই নয়, সেটা ভেবে মনে মনে স্বস্তিবোধ করছে।

'আমরা কি কিছুই করব না?' বলল লালচুলো। 'কেবল একপাল বুড়ো মেয়েমানুষের মত চেয়ে চেয়ে দেখব?'

'আর ওই খুনিটা একের পর এক খুন করেই যাবে?' বলল ওর সঙ্গী সেই মাইনার।

কেউ কোন কথা বলল না। আসলে বলার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। হঠাৎ মদ্যপ উইলবার কাইল বিদ্রূপমাখা কণ্ঠে

boighar.com

বলে উঠল, 'তোমরাই বা কিছু করছ না কেন? তোমরা যে যথেষ্ট সাহসী সেটা তো সেদিন সেলুনেই বোঝা গেছে।'

'নাকি আউট-ল বন্ধু মারা যাওয়ায় সব সাহস হারিয়ে ফেলেছ?' ফোড়ন কাটল আরেকজন। 'তা হলে কি এতদিন স্ট্যানলি জর্জের শক্তিতেই তাফালিং করে বেড়িয়েছ?'

লোকটার কথা শুনে এমন একটা গুরুগম্ভীর পরিবেশেও খল্-খল্ শব্দে হেসে উঠল কয়েকজন লোক। লালচুলো মাইনার ও তার সঙ্গী রাগে ফুঁসছে। ওদের দিকে তাকিয়ে শেরিফ জানতে চাইল, 'তোমরাই পরামর্শ দাও আমাদের কী করা উচিত।'

'আমরা একটা পসি জোগাড় করে খুনিটার পিছু নিতে পারি,' বলল লালচুলো।

'কিন্তু কোন দায়ে?'

'কেন খুনের দায়ে?'

'কিন্তু লোকটা তো সুযোগ না দিয়ে কাউকে খুন করেনি,' শেরিফ বলল। 'তোমরা এক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছ, পিট ডিলন দু'দুবার গুলি করেছিল ওকে লক্ষ্য করে।'

'পক্ষপাতিত্ব দেখানো হচ্ছে, তাই না?' মুখ বাঁকিয়ে লালচুলো মাইনারের সঙ্গী বলল। 'শেষ পর্যন্ত তুমিও ওই খুনিটার পক্ষে কথা বলছ, জন হল্টন? তা হলে কি শহরের লোকজন নিজেদের ট্যাক্সের পয়সায় দুধকলা দিয়ে সাপ পুষছিল এতদিন?'

লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ঠায় তাকিয়ে থেকে শেরিফ বলল, 'আমি মোটেই পক্ষপাতিত্ব করছি না, পিটার। কেবল সত্য কথাটাই বলছি। আমি অতীতেও বহুবার এ শহরে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। এ শহর এখনও গুটিকতক লোকের হাতে জিম্মি। ওরা সিন্ডিকেটকে ঠকিয়েছে, মাইন কর্মীদের ঠকিয়েছে, যখন খুশি খুন-খারাবি করেছে–কিন্তু আমরা কেউ টুঁ শব্দটিও করিনি কখনও। এ-শহরটার এখন বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে।'

বইঘর.কম

থামল শেরিফ। চারদিকে তাকাল। পিনপতন স্তব্ধতা ঘরে, কারও মুখে রা নেই। সবাই বুঝতে পারছে, শেরিফের কথাগুলো অপ্রিয় শোনালেও হাড়ে হাড়ে সত্যি। তবে লোকটার হঠাৎ জেগে ওঠা সাহস দেখে অবাক সবাই। ওর ঘাড়ে কয়টা মাথা গজিয়েছে যে শহরের প্রভাবশালী ও নৃশংস নাগরিকদের বিরুদ্ধে কথা বলছে?

নিজের বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে নর্তকী লিলি, ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ওর শরীরের প্রচণ্ড কাঁপুনিতে খাটসুদ্ধ নড়ছে। কিছুক্ষণ আগে ডেভ মর্গানের আচরণ ওকে ভীষণভাবে হতাশ করেছে। অথচ কি-না এ লোকটাকেই সবার উপরে নিজের মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিল।

অনেকের সঙ্গে শুয়েছে সে, অনেককে সঙ্গ দিয়েছে, কিন্তু ডেভ মর্গানের সঙ্গ সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে। অথচ কি না ডেভই তাকে অবিশ্বাস করছে। বিশ্বাসযোগ্য মনে না করলে হয়তো দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেবে।

সব পারে, ওরা সব পারে, ওই আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন পারে না এমন কিছুই নেই। অথচ ওরা ভয়ঙ্কর জেনেও ওদের সঙ্গে মিশেছে সে। মনের অজান্তে ডেভ মর্গানকে ভালও বেসেছে। কিন্তু ওর মত একজন নর্তকীর পক্ষে আর কী-ই বা করার ছিল? ও যে অসহায় নারী, ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার সাধ্য নেই।

সস্তা বারবনিতা সে নয়, অন্যদের মত অল্প পয়সায় যে-কোন মাইনকর্মীর সঙ্গে শোয় না। শহরের অভিজাত ও সম্পদশালী লোকজন ওর খদ্দের। হোটেল ম্যানেজার পিট ডিলন, ডেভ মর্গান, হ্যারি ট্রেডার, আউট-ল সর্দার ডেনভার জ্যাক ওর বাঁধা কাস্টমার। এমনকী স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাইন সুপারিন্টেডেন্ট জো হলিংগারের কাছ থেকেও কয়েকবার গোপনে ডাক পড়েছে। নির্জন লাইন ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছে বুড়োটার সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে ওদের অনেক গোপন খবরও

boighar.com

জানে সে। হয়তো সেটাই এখন তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। ঘণ্টাখানেক আগে টানেল দিয়ে ওই নরকগুহাটা থেকে বেরোবার সময় পিঠের শিরদাঁড়ায় একটা শিরশিরে অনুভূতি জেগেছিল, সারাক্ষণ আশঙ্কা করছিল, এই বুঝি ডেভ ওর পিঠে একটা ধারাল ছোরা বসিয়ে দিচ্ছে।

টানেল থেকে বেরিয়ে গ্যাম্বলিং হাউজের ব্যাকলনে পা রাখতেই হোটেলের দিক থেকে দুটো গুলির শব্দ শুনে জায়গায় জমে গিয়েছিল সে। তারপর চারিদিকে হুড়োহুড়ি ও চেঁচামেচির শব্দ। কোনমতে সবার অলক্ষ্যে কামরায় পৌঁছে দরজায় খিল দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

এবার কাকে খুন করল রিও কিড? খুনে লোকটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে? বিকেলে হাফব্রীড ডুগানের খুন হবার ঘটনা নিজের চোখে না দেখলেও তার বর্ণনা শুনে শিউরে উঠেছিল সে। ধারাল ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে মানুষ খুন! ওফ! ভাবতেও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। এখন কে খুন হলো? তবে কি হোটেলম্যান পিট ডিলন?

পিট ডিলন কাল রাতে গোপনে বেশ কিছু সময় ওর সঙ্গে কাটিয়েছে। লোকটার মাঝে সারাক্ষণ একটা অস্থিরতা দেখতে পেয়েছে ও। এমনকী ওর উষ্ণ আহ্বানেও সাড়া দেয়নি। কথায় কথায় বলেছে, রিও কিডকে তার কামরায় ঢুকে ঘুমের মধ্যে খুন করার একটা চেষ্টা সে চালাবে।

তবে কি তার সে চেষ্টা সফল হয়েছে? নাকি নিজেই মরে লাশ হয়ে গেছে? রিও কিড সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে, শেষেরটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শুনেছে অশরীরী আত্মার মত রহস্যময় লোকটার গতিবিধি। তাই বোধহয় অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করেও এতদিন বেঁচে আছে।

নাহ্, এ অভিশপ্ত শহরে আর নয়। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। ওর যৌবন ভাটার দিকে হলেও একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।

বইঘর.কম

শরীরের বিভিন্ন অংশে পড়া ভাঁজও কড়া প্রসাধনীর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে পারবে আরও অনেকদিন। এখান থেকে দূরে কোথাও গিয়েও আবার নতুন করে শুরু করতে পারবে সবকিছু। কিন্তু এ মৃত্যুপুরী থেকে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে বেরোবে সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না সে।

সাত

সকাল দশটার দিকে হাঁফাতে হাঁফাতে শহর থেকে ফিরে এল জে এইচ রানশের পাঞ্চার স্যাম ব্যানারম্যান। কাল সন্ধ্যায় বসকে বলে শহরে ফুর্তি করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে যা দেখে এবং শুনে এসেছে তাতে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দশা হয়েছে। রাতে বেরোতে সাহস পায়নি, তাই রাতটা জেফের স্টেবলে খড়ের গাদার উপর কাটিয়ে সকালে রওনা দিয়েছে বসকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য।

রানশ হাউজের পোর্চে ইজি চেয়ারে বসে মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগার ঝিমোচ্ছে। মনে অস্বস্তির কাঁটা খচ্ খচ্ করছে। সেদিন সারাহ্ শহর থেকে ফিরে এসে যে তথ্য দিয়েছিল সেটা ওকে জ্বালিয়ে মারছে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা। ঠিকমত ঘুমোতেও পারছে না। একটু চোখ লেগে আসলেই রিও কিডের ভূত দেখে চমকে জেগে ওঠে।

সারাহ্র কথা মনে আসতেই অনেক দিন পর একটা স্নেহের অনুভূতি জাগল মনে। মেয়েটার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করে সত্যি অন্যায় করেছে সে এতদিন। ওর মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।

boighar.com

মেয়েটার চেহারা আজও তাকে প্রয়াত স্ত্রীর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। সুখময় স্মৃতি। তা ছাড়া মেয়েটা যা বলে সেটা মিথ্যেও নয়। ধন-সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। পুরো জীবন সৎভাবে থেকে শেষ বয়সে এসে অন্যায়, অসৎ কাজে লিপ্ত হয়েছে।

এখন তার মাশুল কড়ায়-গণ্ডায় দিতে যাচ্ছে সে। ভয়ঙ্কর এক খুনি একটা নামের তালিকা নিয়ে ঘুরছে। সে-তালিকায় তার নাম নিঃসন্দেহে শীর্ষে থাকবে। এতদিন ডেনভার জ্যাক ও তার সঙ্গীদের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল সে এবং অন্যরা। কিন্তু সারাহ্‌র কথামত লোকটা যদি সত্যি রিও কিড হয়, তবে জ্যাকও যে গা বাঁচানোর তালে থাকবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আপন চিন্তায় বিভোর ছিল মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট, হঠাৎ পোর্চের সামনে একটা ঘোড়া এসে থামতেই সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘর্মাক্ত, বিধ্বস্ত চেহারার রাইডারের দিকে চোখ তুলে তাকাল স্যাম ব্যানারম্যান। বোঝা যাচ্ছে, দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে এসেছে পাঞ্চার। ওর চেহারা দেখে ধক্ করে উঠল রানশারের বুক। তবে কি লোকটা কোন অশুভ সংবাদ নিয়ে এসেছে?

'কী ব্যাপার, স্যাম?' দুরু-দুরু বুকে জানতে চাইল সে। 'তোমার না কাল রাতেই ফিরে আসার কথা ছিল?'

'আসতে পারিনি, বস্,' ঢোক গিলে কাউবয় বলল। 'কারণ...কারণ...'

'কী খবর এনেছ তাড়াতাড়ি বলে ফেলো, স্যাম,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ বুড়োর।

'খবর গুরুতর, বস্। রিও কিড এরই মধ্যে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

'সব খুলে বলো আমাকে, স্যাম,' অধৈর্য শোনাল কণ্ঠটা।

'জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার রিও কিডের আসার খবর শুনেই ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা-পয়সা তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওর ঘোড়াটা কাল

বইঘর.কম

দুপুরে লিভারি স্টেবলে ফিরে এসেছে। শুধুই স্যাডল চাপানো ছিল পিঠে।'

'তবে কি রিও কিড ওকে ধরতে পেরেছিল?' অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল জো।

'বোধহয়। জেফ বলেছে, ঘোড়াটার পেটে শুকনো রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছিল সে। ওর আশঙ্কা, হ্যারি আর বেঁচে নেই।'

'আর কোন খবর?'

'কাল বিকেলে আর গভীর রাতে আরও দু'জনকে খুন করেছে সে।'

'কারা ওরা?'

'হাফব্রীড ডুগান আর হোটেল ম্যানেজার পিট ডিলন।'

'মাই গড!' ধপ্ করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল বুড়ো। হাফব্রীডের মৃত্যুর খবর শুনে আশার শেষ আলোটুকুও মুছে গেল মন থেকে। 'কী করেছিল ওরা?'

'ওরা দু'জনই রিও কিডকে খুন করতে চেয়েছিল। ডুগান ওর পিঠে ছোরা ছুঁড়ে মেরেছিল, আর পিট ডিলন গভীর রাতে চুপিসারে ওর কামরায় গিয়েছিল ওকে ঘুমের মধ্যে খুন করার জন্য।'

'তারপর কী হলো?'

'পিট ডিলন রিও কিডকে তার কামরায় না পেয়ে নিজের কামরায় ফিরে এসেই খুনিটার খপ্পরে পড়ে। কিডের কামরায় পিটের একটা ঘর্মাক্ত রুমাল পেয়ে শেরিফ সে ধারণাই করছে।'

'কীভাবে মারা হলো ওদের? গুলি করে?'

'না। ধারাল ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে মেরেছে দু'জনকেই।'

'ক্ষুর দিয়ে!' তড়াক করে লাফিয়ে আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বুড়ো। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন এখুনি কেঁদে ফেলবে। ক্ষুর দিয়ে কেন? এত অস্ত্র থাকতে...'

'ওটা রিও কিডের নতুন স্টাইল নয়,' বলল স্যাম ব্যানারম্যান। 'শুনেছি আগেও অনেকে এভাবে ওর হাতে ধড়

boighar.com

খুইয়েছে।'

নিশ্চল, নির্জীব মূর্তির মত দাঁড়িয়ে মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। গলায় একটা শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে। যেন গুলি আর ক্ষুর এ দুটোর মধ্যে কোনটাকে অগ্রাধিকার দেবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'আরও খবর আছে, বস্,' বলল স্যাম, যেন বসের দুরবস্থা দেখে দারুণ মজা পাচ্ছে। 'ওই মাইন কর্মীরা আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে দাবী না মানলে ওরা নাকি ধর্মঘট করে মাইন অপারেশন বন্ধ করে দেবে।'

পাঞ্চারের কথাগুলো কানে গেল না মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্টের। ঘর্মাক্ত, বিপর্যস্ত চেহারায় চারিদিকে অসহায়ের মত তাকাল সে, যেন লুকোনোর মত একটা জায়গা খুঁজছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ওর লুকোনোর জন্য সামান্যতম জায়গাও নেই। একমাত্র বুটহিল ছাড়া।

ব্যাঙ্কের জানালার পাশ ঘেঁসে সে একই চেয়ারে বসে আউট-ল জিম ডেভেনপোর্ট। ওর দুচোখে জড়িয়ে আসছে রাজ্যের ঘুম, প্রাণপণে দমন করার চেষ্টা করছে সেটা। বিগত দু'দিন ধরে সামনে কাউন্টারের পেছনে বসা ক্লার্ক আর ক্যাশিয়ারদের সঙ্গে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। ওই হারামীগুলোও ওকে উপেক্ষা করার কায়দা শিখে ফেলেছে ইতোমধ্যে। অস্ত্র নিয়ে কারবার ওর, কলমজীবীদের দু'চোখে দেখতে পারে না।

এমনিতেই ও আসার পর থেকে ব্যাঙ্কে কাস্টমারদের মড়ক লেগেছে যেন। নেহায়েত দরকার না পড়লে কেউ এমুখো হচ্ছে না। তা ছাড়া পুরো শহরেরই কাজকর্মে একটা স্থবির অবস্থা চলছে। সবাই কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

অলসভাবে একটা হাই তুলল আউট-ল। হুইস্কির তেষ্টা পেয়েছে ভীষণভাবে। একবার ভাবল, সেলুন থেকে ঘুরে আসে। কিন্তু পরক্ষণে সে-ভাবনা বাতিল করে দিল। বস জানতে পারলে

বইঘর.কম

কপালে খারাবি আছে। ব্যাঙ্ক চলাকালীন সময়ে ওর এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে যাওয়া বারণ।

কোথাও একটা মাছি উড়ছে। ক্ষুদে পাখিটার পাখার ভন্ ভন্ শব্দ আর কলমের খস্ খস্ আওয়াজ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই। জায়গাটাকে ব্যাঙ্ক না বলে বরঞ্চ বুটহিল বলাই শ্রেয়।

শরীর আর বাধা মানছে না। নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল তস্কর, একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আবার ধড়মড় করে জেগে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন শীতল, ধাতব কিছু একটার স্পর্শ লেগেছিল গলায়। ক্ষুর! ও বুঝে উঠতে পারছে না মানুষ মারার জন্য এত অস্ত্র থাকতে ক্ষুর কেন ব্যবহার করা হবে?

বিগত কয়েক রাত মোটেই ঘুমোতে পারেনি সে। যতবারই চোখ লেগে এসেছে, যেন ভূত দেখে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছে। রিও কিডের ভূত। ইদানীং বসকে ভীত না হলেও কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। বিশেষ করে ডুগানের মৃত্যুর পর থেকে। অথচ এতদিন ধরে জেনে এসেছে, ডরভয় জিনিসটা অন্তত ডেনভার জ্যাকের মধ্যে নেই।

মাথার চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে যেন ওর। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল ধীরে ধীরে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল মুখটা হাঁ হয়ে আছে। একটা দুঃসাহসী মাছি মুখের ভিতর ঢুকছে আর বেরোচ্ছে।

হঠাৎ ডানদিকের নীচের পাশটা হালকা হালকা লাগতেই খপ করে কোমরে হাত চালাল তস্কর। হোলস্টারটা ফাঁকা পিস্তল নেই ওখানে। হঠাৎ ঘাড়ের পাশে ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ অনুভব করতে পেরে ধক করে উঠল বুক। ক্ষুর নাকি?

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। আতঙ্কে চোখজোড়া ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে।

'চুপচাপ সামনের দিকে হাঁটো,' কানের কাছে হিসহিসিয়ে

boighar.com

উঠল একটা কণ্ঠ। 'এবং কোন চালাকি নয়।'

কাউন্টারের পেছনে ক্লার্ক ও ক্যাশিয়াররা স্থাণুর মত যার যার জায়গায় বসে, ভীতিমাখা দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে আছে। কেউ সামান্যতম নড়াচড়াও করছে না। দীর্ঘদেহী আগন্তুককে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হলেও আউট-লটার দুরবস্থায় মজাও পাচ্ছে। এ কয়দিনে ভীষণ জ্বালান জ্বালিয়েছে ও ওদেরকে। তবে এ ব্যাপারে ওরা নিশ্চিত যে ব্যাঙ্ক হোল্ডআপ করতে এখানে আসেনি রিও কিড।

'কই, হাঁটো,' ঘাড়ের পাশে কোল্টের মাযলের প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে মুখে 'কাউ' করে একটা বিজাতীয় শব্দ তুলল জিম ডেভেনপোর্ট। যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতই হাঁটা শুরু করল সে নির্দেশিত পথে। ক্যাশিয়ার-ক্লার্কদের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে হেসে অভয় দিল আগন্তুক, কাঁধে ঝোলানো ট্রাভেলব্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'বিজনেস ডীল। টাকা জমা করতে এসেছি।'

'ওয়েলকাম সা-সার,' ঢোক গিলে বলল হেড ক্যাশিয়ার।

দরজায় জিম ডেভেনপোর্টকে দেখে ডেস্কের পেছনে স্যুইভাল চেয়ারে সিধে হয়ে বসল ব্যাঙ্কার। বিরক্তমাখা কণ্ঠে বলল, 'তুমি পাহারা না দিয়ে এখানে কী করছ?' হঠাৎ পেছনে চোখ যেতেই চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর। 'রিও কিড!'

পেছনে না ফিরে জুতোর গোড়ালি দিয়ে প্রাইভেট কামরাটার দরজা বন্ধ করল কিড। ব্যাঙ্কারের বাম হাত ধীরে ধীরে আধখোলা ড্রয়ারের দিকে যাচ্ছে দেখে ডান হাতে ধরা কোল্টের মাযল আউট-লর কানের কাছ থেকে সরিয়ে ওর দিকে তাক করল।

'কোন চালাকি করতে যেয়ো না, ব্যাঙ্কার। হাত দুটো ডেস্কের উপর এমনভাবে রাখবে, যেন সহজে দেখা যায়।'

তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করল টম মিশেল। পিস্তলের মাযলটা ব্যাঙ্কারের উপর থেকে সরিয়ে আবার তস্করের কানের কাছে চেপে ধরে জোরে সামনের দিকে ঠেলা দিল কিড। হোঁচট খেয়ে সামনে

বইঘর.কম

এগোল তস্কর। কোল্ট নাচিয়ে কিড বলল, 'ব্যাঙ্কের ডেস্কের পেছনে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াও।'

সুবোধ বালকের মত নির্দেশ পালন করল জিম ডেভেনপোর্ট। হাত দু'টো ডেস্কের উপর মেলে ধরেছে ব্যাঙ্কার। সামান্যতম নড়াচড়াও করছে না।

'তোমার জন্য কী···কী করতে পারি মি···?' ঢোক গিলে বলল ব্যাঙ্কার।

'রিও কিড।' বলল কিড।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, মিস্টার কিড। কোনও বিজনেস ডীল?'

'আমার জন্য অনেক কিছু করতে পারো তুমি, মুটকো,' হ্যারি ট্রেডারের ভারি ট্রাভেলব্যাগটা ডেস্কের উপর ছড়ানো-ছিটানো লেজার, খাতা-কলম, ভাউচারের উপর রেখে কিড বলল। 'অবশ্য যদি সদিচ্ছা থাকে। প্রথমত টাকাগুলো তোমার ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করবে। মনে রাখবে, এগুলো সিন্ডিকেট ও জনগণের টাকা। দেখো, আবার মেরে দেয়ার চিন্তা কোরো না যেন। এখানে প্রত্যেকটা পাই-পয়সা আমি গুনে গুনে রেখেছি।'

'আমাকে অবিশ্বাস করছ, সার?' গলায় অসন্তোষ ফোটাবার চেষ্টা করল ব্যাঙ্কার। এমনিতেই কিডের মুটকো সম্বোধনে ভীষণ অপমানিত বোধ করছে।

'তোমাকে অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে,' বলল কিড। 'দ্বিতীয়ত, আমি একজন ব্যাঙ্ক নিরীক্ষকের ব্যাপারে জানতে চাই, যাকে তোমার ব্যাঙ্কে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল।'

'ব্যাঙ্ক নিরীক্ষক!' পুরো শরীর যেন কেঁপে উঠল টম মিশেলের। 'ও তো অনেক আগেই কাজ সেরে চলে গেছে।'

'ও কোথাও যায়নি, ফেলার। কী ঘটেছিল ওর কপালে?'

'আ-আমি সত্যি বলছি, মিস্টার কিড,' ঢোক গিলে ব্যাঙ্কার বলল। 'ও বোধহয় পুবে চলে গেছে রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য···'

boighar.com

কোন কথা না বলে শীতল চোখে ব্যাঙ্কারের দিকে তাকাল কিড। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে পেটমোটা লোকটা। ওর শরীরের কাঁপুনিতে চেয়ার ও ডেস্কসুদ্ধ কাঁপছে। অখণ্ড নীরবতা কামরায়। দেয়ালে টানানো ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ প্রচণ্ড শোনাচ্ছে।

'তুমি মিথ্যে বলছ, ফেলার। আসলে ওই নিরীক্ষককে খুন করা হয়েছে।'

কিডের কথাগুলো বজ্রপাতের শব্দের মত শোনাল। যেন প্রচণ্ড মুষ্ঠির আঘাতে ব্যাঙ্কারের পুরো শরীর ভীষণভাবে নড়ে উঠল।

'না-না! বিশ্বাস করো, মিস্টার কিড, আমি এসবের কিছুই জানি না,' মিনমিনে কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল সে। 'যদি তেমন কিছু ঘটেই থাকে, সেটার জন্য আমি দায়ী নই। আমি···'

'তোমার ওই পচা মুখ বন্ধ করো, ব্যাঙ্কার,' ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল জিম ডেভেনপোর্ট। 'দু'মুখো ইঁদুর কোথাকার।'

কিডের কোল্টের মাযল অবলীলায় আউট-লর দিকে ফিরল।

'চোপ!' শীতল কণ্ঠে সাবধান করে দিল সে। 'আর একটি কাথাও নয়। মাথার খুলিটা আস্ত রাখতে চাইলে চুপচাপ থাকবে।'

চাপা কণ্ঠে গাল বকল তস্কর। হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। ওর দুচোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে একরাশ ঘৃণা।

'এবার বলো, মুটকো। ব্যাঙ্ক নিরীক্ষকের ভাগ্যে কী ঘটেছিল?'

শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল মিশেল। ভয়ে প্রায় ফোঁপাতে শুরু করল

'বিশ্বাস করো, আ-আমি কিছুই জানি না। আমি এমনকী কখনও···'

'আবার মিথ্যে বলছ?' কিডের কোল্টের মাযলটা আবার ব্যাঙ্কারের পেট বরাবর স্থির হলো। টম মিশেল এমনভাবে চেয়ারে

বইঘর.কম

ঝাঁকি খেল যেন এরই মধ্যে গুলির ধাক্কা খেয়েছে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ট্রিগারে ক্রমশ চেপে বসা তর্জনীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'প্লীজ–প্লীজ আমাকে বলতে দাও। ওই ব্যাঙ্ক নিরীক্ষক একটা ঘোড়ায় চেপে একাকী শহর ছেড়েছিল। হয়তো–হয়তো পর্বতের কোথাও অ্যামবুশে পড়েছিল। হয়তো–হয়তো...'

ব্যাঙ্কারের পেটের দিক থেকে কোল্টের মাযল সরাল না কিড, বরং ট্রিগারে তর্জনী ধীরে ধীরে আরও চেপে বসতে লাগল।

'সত্যি কথাটাই বলে ফেলো, মুটকো,' সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল সে। 'নইলে কুকুরের মত গুলি করে মারব তোমাকে। আমি কখনও কথার বরখেলাপ করি না।'

টম মিশেল হাতের পাতা দুটো এমনভাবে সামনে মেলে ধরল যেন সম্ভাব্য গুলি ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

'গুলি কোরো না, প্লীজ।' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বলছি...সব বলছি, সার। যা জানি সব। বিশ্বাস করো, মিস্টার কিড, এ ব্যাপারে আমার বলার বা করার কিছু ছিল না। ওটা আমার আইডিয়া ছিল না। আ-আমি মাঝেমধ্যে ব্যাঙ্কের কিছু টাকা সরিয়েছিলাম ঠিক। জুয়াখেলায় লস্ দিয়েছিলাম বলে। কিন্তু বিশ্বাস করো, সার, সব টাকা আমি আবার ব্যাঙ্কে ফেরত দিয়েছি। প্রত্যেকটা সেন্ট।'

'ব্যাঙ্কের ফান্ড আমার বিষয় নয়। আমার আগ্রহ ব্যাঙ্ক নিরীক্ষককে নিয়ে। ওর কপালে কী ঘটেছিল?'

'আ-আমি সত্যি কথাটাই বলছি, সার। ব্যাঙ্ক নিরীক্ষকের খুনের সঙ্গে আমি কোনমতেই জড়িত ছিলাম না। আমি বরং ওটার বিপক্ষে ছিলাম।'

'তুমি একটা জারজ, মিশেল,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জিম ডেভেনপোর্ট। 'একটা মিথ্যুক।'

'আমি তোমাকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলাম,' কোল্টের

boighar.com

মাযলটা একটু সরিয়ে ট্রিগার টিপল কিড। গুলিটা আউট-লর হাড্ডিসার ডান হাতের মাত্র এক ইঞ্চি দূরে কাঠের প্যানেলে বিঁধল। জায়গায় জমে গেল তস্কর, চেহারা থেকে সব রক্ত সরে গিয়ে সাদাটে দেখাচ্ছে। চোখজোড়া আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসার যোগাড় হয়েছে।

বন্ধ ঘরে বজ্রের শব্দ তুলল গুলিটা। একটা আর্তচিৎকার দিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল ব্যাঙ্কার।

'পরের বার আমার গুলিটা আরও সোজা ভাবে যাবে,' ফুঁ দিয়ে মাযলের ধোঁয়া সরিয়ে কিড বলল। যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে ব্যাঙ্কারের দিকে তাকাল। 'এবার বলতে শুরু করো···'

'শোনো, মিস্টার কিড,' মুখ থেকে কম্পিত হাত সরিয়ে ব্যাঙ্কার বলল। 'আমি যা জানি সব বলছি তোমাকে। সিন্ডিকেটকে বোলো, আমি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটা পাই পয়সার হিসেব দিতে পারব। জীবনে কখনও কাউকে খুন করার চিন্তাও করিনি।'

'নামটা বলে ফেলো এবার,' কোল্ট নাচিয়ে অধৈর্য কণ্ঠে কিড বলল। 'তোমার জবাব শোনার জন্য যুগ যুগ ধরে অপেক্ষায় থাকব না আমি।'

আড়চোখে একবার দেয়ালে হেলান দিয়ে ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা তস্করের দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার। তারপর একটু সামনে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'ডেনভার জ্যাক।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিস্তল নাচাল কিড। জিম ডেভেনপোর্ট ব্যাঙ্কারের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে ওকে।

'ঘটনাটা আগা-গোড়া খুলে বলো আমাকে,' কিড বলল।

'ডেনভার জ্যাক নিজেই ওকে গুলি করে মেরেছে। পর্বতের গহীনে। তারপর দেহটা এমনভাবে মাটি চাপা দিয়েছে, যাতে কোন নিশানা না থাকে।'

বইঘর.কম

'ব্যাপার তা হলে এই?' পকেট থেকে নোটবুক বের করে তালিকাটার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল কিড। 'ডেনভার জ্যাকের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। কোথায় থাকে ওই আউট-লটা?'

ব্যাঙ্কারের দিকে খুনে দৃষ্টি হানল জিম ডেভেনপোর্ট। কিন্তু লোকটা এখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

'ব্লিজার্ডস পাস সেলুনের পেছনে দোতলার সিঁড়ির ডানপাশে প্রথম কামরাটা,' কিডের দিকে অনুনয়মাখা দৃষ্টিতে তাকাল ব্যাঙ্কার। 'দেখো, আমার কথা বলে দিয়ো না যেন আবার ওকে। তা হলে ও নির্ঘাত মেরে ফেলবে আমাকে।'

'কিন্তু আমি না বললেও জেনে যাবে সে,' তস্করের দিকে তাকাল কিড।

'তবে কি তুমি আমার জন্য কিছুই করবে না?' ঢোক গিলে ব্যাঙ্কার বলল।

'আমি চেষ্টা করব,' হ্যারি ট্রেডারের ভারি ট্রাভেলব্যাগটার দিকে ইঙ্গিত করে কিড বলল। 'এ টাকাগুলো ঠিকমত রাখবে। আর এগুলোর যদি কিছু হয়–আমি তোমার সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করব।'

সামনে মুখ রেখে দরজার দিকে পিছিয়ে গেল কিড, দরজা শক্তভাবে বন্ধ করে কাউন্টারের সামনে খালি স্পেস দিয়ে ফ্রন্ট ডোরের দিকে এগোল। কাউন্টারের পেছনে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ক্লার্ক-ক্যাশিয়াররা। হেড ক্যাশিয়ার ঢোক গিলে জানতে চাইল, 'ওখানে কী ঘটেছে, সা-সার? মনে হয় একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম?'

কৌতুকের হাসি হাসল কিড। হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল, 'তোমাদের বস্ বোধহয় নিজের বিশাল ভুঁড়িটা নিয়ে অস্বস্তিতে ভুগছিল। তাই গুলি করে নিজেই সেটা খসিয়ে দিয়েছে।'

boighar.com

আট

'জাহান্নামে যাও তুমি, ব্যাঙ্কার,' কিড কামরা ছেড়ে চলে যেতেই সাপের মত হিসহিসিয়ে বলল জিম ডেভেনপোর্ট। 'বস্ এসব শুনতে পেলে পিটিয়ে তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলবে।'

ঘর্মাক্ত, লালমুখে তস্করের দিকে তাকাল টম মিশেল। অসহায় কণ্ঠে বলল, 'এ ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারতাম? তা ছাড়া তুমিও তোমার দায়িত্ব পালন করোনি।'

কোন কথা না বলে গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলল দুর্বৃত্ত। কামরা থেকে বেরিয়ে দ্রুত সেলুনের পেছনের দিকে ছুটল সে। ওর দুরবস্থায় ক্যাশিয়ার-ক্লার্কদের তৃপ্তি-মাখা চেহারার দিকে তাকালও না পর্যন্ত। যত দ্রুত সম্ভব বস্‌কে ঘটনাটা জানাতে হবে।

দরজার সামনে এসে তালার ফুটোয় চাবি গলিয়ে দরজা খুলল সে, হাঁফাতে হাঁফাতে কামরার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ডেস্কের পেছনে চেয়ারে বসে একাকি সলিটেয়ার খেলছে ডেনভার জ্যাক। সঙ্গীর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন চোখে ওর দিকে তাকাল, 'কী ব্যাপার, জিম? তোমার না এখন ব্যাঙ্কে পাহারা দেয়ার কথা?'

'আমি সেটাই করছিলাম, বস্,' বিব্রত কণ্ঠ আউট-লর। 'কিন্তু ও হঠাৎ ঢুকে পড়ে পুরো ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল।'

'হোয়াট!' প্রবল রোষে ফেটে পড়ল আউট-ল সর্দার, কয়েকটা তাস জোরে ডেস্কের উপর ছুঁড়ে মারল। 'তুমি ওকে গুলি করে মারোনি কেন?'

'কারণ...কারণ ও আমার পিস্তলটা গান-পয়েন্টে কেড়ে নিয়েছিল।'

রাগে গর-গর করতে করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডেনভার জ্যাক। বাকি তাসগুলোও ডেস্কের উপর ছুঁড়ে মারল।

'তোমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছে? কেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

আবার ঢোক গিলল জিম ডেভেনপোর্ট। সত্য কথাটা বসকে বলতে চায় না। অবশেষে বলল, 'দেখো, জ্যাক, আমরা ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। ওই রিও কিড সব জেনে গেছে।'

'কী জেনে গেছে?'

'ওই হারামীর বাচ্চাটা সব বলে দিয়েছে। ওই দু'মুখো সাপটা।'

কম্পিত হাতে ম্যাচ জ্বেলে সিগার ধরাল ডেনভার জ্যাক। ওর দুচোখে জেগে উঠেছে খুনে দৃষ্টি।

'ব্যাঙ্কার কী কী বলেছে, জিম?'

'সব-সব বলে দিয়েছে। ও বলেছে, তুমিই ওই ব্যাঙ্ক নিরীক্ষককে নিজ হাতে খুন করেছিলে। তারপর মাটিচাপা দিয়েছ। ও সব দোষ তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে সাফ সুতরো হয়ে গেছে।'

'শালা!' এবার জ্যাক টেবিলের উপর এমন জোরে ঘুসি মারল যে, হুইস্কির বোতল ও গ্লাসগুলো লাফিয়ে নীচে পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে গেল। 'ওই ডাবল ক্রসিং বাস্টার্ডটাকে আমি দেখে নেব।'

'রিও কিড আরও বলেছে,' বসের চোখের অগ্নিঝরা দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে জিম বলল। 'ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।'

'ও আসবে? ওকে আসতে দাও,' হিস্ হিস্ করে বলল আউট-ল সর্দার। 'ওকে বুঝিয়ে দেব যে, ডেনভার জ্যাক এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

'কিন্তু, বস্,' ইতস্তত কণ্ঠে জিম বলল। 'লোকটা চালু, ভীষণ চালু।'

boighar.com

'চালু? আমি কী কম চালু বলতে চাইছ? আমার অতীত রেকর্ড কি তাই বলে?'

অস্বস্তিভরে পায়ের ভর বদল করল আউট-ল, বসের দাবীর বিপক্ষে কিছু বলে ওকে চটাতে চায় না।

'আমি সেটা বলছি না, বস্। তোমার চেয়ে চালু লোক আমি জীবনে দেখিনি। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনভ্যাস…'

'চুপ করো, ভীতু কোথাকার,' খেঁকিয়ে উঠল ডেনভার জ্যাক। 'এখানে এসে কিছুটা সময় অলসভাবে কাটিয়েছি বলে ভেবে বোসো না যে আমি সব ভুলে গিয়েছি।'

'টম মিশেলের ব্যাপারে কী করবে বলে ভেবেছ, বস্?'

'ওই মুটকোটার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও,' ড্রয়ার টেনে ক্ষুদে ডেরিঞ্জারটা বের করে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল জ্যাক। বলল, 'এ জিনিসটা আমার সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আর রিও কিডকে সামলানোর দায়িত্ব তোমার আমার দু'জনের।'

'ঠিক আছে, আমি শেষ চেষ্টা করে দেখব,' হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গিতে কোমরে হাত চালিয়ে হোলস্টারটা খালি দেখে আবার বলল, 'আমাকে একটা পিস্তল আর গুলি দাও। ওর সঙ্গে সামনা-সামনি না পারলেও একটা অন্ধকার অ্যালিওয়েতে লুকিয়ে থেকে ওকে ঠিকই গেঁথে ফেলতে পারব। একবার ব্যর্থ হয়েছি বলে বার বার ব্যর্থ হতে চাই না।'

'এই তো পুরুষ মানুষের মত কথা,' সঙ্গীর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে সাহস যোগাল আউট-ল সর্দার। 'তুমি কাজটা করতে পারলে পুরো পশ্চিম জুড়ে বিখ্যাত লোক হয়ে যাবে। তুমি আছ বলেই ডুগানের অনুপস্থিতি টের পাচ্ছি না আমি।'

'প্রতিশোধ…এবার প্রতিশোধের পালা,' যেন নিজেকেই শোনাল আউট-ল। 'অপমানের বদলা আমি নেবই।'

ঠিক তখুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে স্থির হয়ে গেল দু'জন। ডেনভার জ্যাক হাতে ধরা ডেরিঞ্জারটা দরজার দিকে উঁচু করে ধরল।

বইঘর.কম

*

আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। ডেনভার জ্যাক ড্রয়ার থেকে একটা কোল্ট বের করে জিম ডেভেনপোর্টের হাতে ধরিয়ে দিল। ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে চলল জিম। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'কে ওখানে?'

'আমি,' একটা নারীকণ্ঠ জবাব দিল, 'আমি ফিনি।'

তালার ফুটোয় চাবি গলিয়ে দরজা খুলল জিম, তারপর পাশে সরে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে ভিতরে আসার জন্য জায়গা করে দিল। ও কামরায় ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

কামরার মাঝখানে পা জোড়া ফাঁক করে দাঁড়িয়ে লাস্যময়ী ড্যান্সহল গার্ল। ওর গায়ে চুমকি বসানো কালো রেশমী পোশাকের আধখোলা উপরের অংশ ফুঁড়ে আংশিক বেরিয়ে এসেছে সুটোল দেহবল্লরী। খাটো স্কার্ট পেলব পা জোড়াকে আংশিক অনাবৃত করে রেখেছে।

ধীরে ধীরে প্রশংসাসূচক হাসি ফুটে উঠল ডেনভার জ্যাকের ঠোঁটে। সবক'টা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'হ্যালো, ডার্লিং। এ জঘন্য জায়গায় তোমার মত সুন্দরীর পদার্পণে আমরা গর্বিত।'

'ধন্যবাদ, জ্যাক,' আয়তাকার মদির চোখে আউট-ল সর্দারের দিকে তাকিয়ে ফিনি বলল। 'আমি তোমার কাছে একটা জরুরী কাজে এসেছি।'

'কী কাজ, ফিনি?'

'ওই সিন্ডিকেট গানম্যান। ও আমার হ্যারিকে খুন করেছে। সেটা জানো?'

'জানি,' মুখ থেকে মুহূর্তে সব হাসি উবে গেল ডেনভার জ্যাকের। 'কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?'

'পারো। তুমি অনেক কিছুই করতে পারো। আমি প্রতিশোধ চাই। ওই খুনিটার মৃত্যু চাই।'

'মৃত্যু চাও? তো আমি কী করতে পারি?'

boighar.com

'আমি জানি, তুমি ছাড়া এ শহরে আর কারও ওর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস বা শক্তি নেই। আমি চাই না, তুমিও কাপুরুষের মত হাত-পা গুটিয়ে ওর শিকারে পরিণত হও।'

ঘৃণা ঝরে পড়ছে মেয়েটার চেহারা থেকে। নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মত ফোঁস ফোঁস শব্দ বেরোচ্ছে ওর নাক-মুখ দিয়ে। 'তুমি আমার হয়ে কাজটা করে দিলে বিনিময়ে যা চাইবে তা-ই দেব।'

'যা চাই তা-ই দেবে?' এবার লোভাতুর হাসি ফুটে উঠল ডেনভার জ্যাকের ঠোঁটে। 'কী কী দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?'

'সবকিছু,' স্কার্ট উঁচিয়ে উরু প্রদর্শন করল ড্যান্সহল গার্ল। 'সবকিছু উজাড় করে দেব তোমার জন্য। তোমরা জানো, হ্যারিকে ভীষণ ভালবাসতাম আমি। তা ছাড়া ও তোমাদেরও বন্ধু ছিল। আমার কিছু জমানো টাকাও আছে। চাইলে সেটাও তোমাকে দিয়ে দেব। ইচ্ছে করলে বিয়েও করতে পারো আমাকে।'

'বিয়ে?' মুখ বিকৃত করল আউট-ল সর্দার। 'ওসব আমার দ্বারা হবে টবে না।'

লোভনীয় প্রস্তাব। কামনায় চক্ চক্ করছে জিম ডেভেনপোর্টের চোখও। ঢোক গিলে সে বলল, 'তোমার অফারটা কি সবার জন্য উন্মুক্ত, ফিনি? নাকি শুধু বসের জন্য?'

চেহারায় অকৃত্রিম ঘৃণা নিয়ে কদাকার দুর্বৃত্তের দিকে তাকাল সুন্দরী ড্যান্সহল গার্ল। তারপর মুখের ভাব বদলে ফেলে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, অফারটা সবার জন্য উন্মুক্ত, জিম। আমি চাই, খুনিটা হ্যারিকে যেভাবে মেরেছে, তাকেও সেভাবেই মারা হোক।'

'ঠিক আছে, ফিনি,' বলল ডেনভার জ্যাক। 'ধরে নাও রিও কিড মারা গেছে। আমরা এমনিতেই আমাদের প্রয়োজনেই ওকে খুন করতাম। তোমার অফারটাকে আমরা বাড়তি বোনাস হিসেবে ধরে নিচ্ছি।'

বইঘর.কম

'ধন্যবাদ, জ্যাক,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল ড্যান্সহল গার্ল।

'তবে কিছুটা অগ্রিম আমি এখনই চাই,' লাস্যময়ী তরুণীর দিকে কামাতুর দৃষ্টিতে তাকাল আউট-ল সর্দার। জিম ডেভেনপোর্টকে ইশারায় কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। 'তুমি তৈরি তো, হানি?'

'হ্যাঁ, আমি তৈরি, জ্যাক,' কিছুটা অনিচ্ছুক কণ্ঠে বলল ড্যান্সহল গার্ল।

নয়

বিকেল তিনটার দিকে ট্রেইলস্ এন্ড ছেড়ে ছয় মাইল দক্ষিণ পুবে চলে এল রিও কিড। বুশওয়াকারের হাতে জান খোয়াতে চায় না বলেই মূল ট্রেইল ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে। গন্তব্য জে এইচ রানশ। ওখানে রানশার কাম মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগারের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে।

একটা সোরেল গেল্ডিঙের পিঠে চেপেছে সে। আসার সময় স্টেবলম্যান জেফ মুলারের সঙ্গে দেখা করে এ জায়গাটার অবস্থান ও অন্যান্য খুঁটিনাটি জেনে নিয়েছে। অবাক ব্যাপার হলো পঙ্গু বুড়োটা বরাবরের মত আজও ওকে দেখে ঘামছিল। অথচ লোকটার নাম ওর তালিকার ধারেকাছেও নেই।

আরও মাইল তিনেক এগোবার পর বিশাল রানশটা চোখে পড়ল। সামনে শত শত একর অবারিত প্রান্তর, সমৃদ্ধ আলফা আলফা ঘাসে আচ্ছাদিত। হাজার হাজার গরু চরে বেড়াচ্ছে সেখানে। নানান সাইজের, নানান বর্ণের। অনেক দূরে

boighar.com

আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে রানশ হাউজের কাঠামো।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওদিক থেকেই অগ্রসরমান তিনটে বিন্দু দেখতে পেল সে প্রথমে। বিন্দুগুলো ক্রমশ ঘোড়া ও আরোহীর রূপ নিল। জেফ মুলার জানিয়েছে, রানশার প্রত্যেক বিকেলে রানশে ঘুরতে বেরোয়। বিরাট এক বে স্ট্যালিয়নের পিঠে বসা বিশাল এক লোক। জো হলিংগার। সীমিত বেতনধারী চাকুরে থেকে সিন্ডিকেট ও মাইন কর্মীদের টাকা মেরে বিরাট বড়লোক বনে গেছে।

ওর পাশাপাশি যে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে ওর সস্তা মাপের ভাড়াটে খুনি। ওদের নামও জেনেছে কিড লিভারিম্যানের কাছ থেকে। জন্টি ও ফ্রস্টি। আইনের হাতে তাড়া খাওয়া দুই আউট-ল। মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুরোধে ডেনভার জ্যাকই পাঠিয়েছে ওদের।

ঘোড়াটাকে একটা ক্যাকটাস ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল কিড। ওরা কাছে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। বিশালদেহী লোকটার চেহারা কেমন যেন কাহিল দেখাচ্ছে। স্যাডলে বসে থাকলেও মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। আউট-ল দু'জনের চোখ চরকির মত চারদিকে ঘুরছে।

হেনরি রিপিটিংটা উঁচিয়ে নিশানা ঠিক করল কিড। বিকেলের সুনসান নীরবতায় গুলির শব্দটা বাজ পড়ার শব্দের মত শোনাল। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর রাশ টেনে থামল তিনজনই। ঝোপের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল কিড। আড়ালে থেকে শত্রুকে বুশওয়াক করা ওর রীতিবিরুদ্ধ।

বিস্ময়ে, আতঙ্কে হাঁ হয়ে আছে রানশারের মুখ।

'জেসাস! রিও কিড!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল সে।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি, ফেলার,' আকর্ণ হেসে বলল কিড। সাথে সাথে আউট-ল দু'জনের গতিবিধির উপরও তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

বইঘর.কম

'কিন্তু এখানে তুমি কেন এসেছ, রিও কিড?'

'সেটা তোমার অজানা নয়, জো হলিংগার। আমার কাছে একটা নামের তালিকা আছে, যার এক নম্বরে তুমি রয়েছ।'

'এক নম্বর!' ঢোক গিলল বিশালদেহী। 'কেন, আ-আমি কী দোষ করেছি?'

'তুমি কী করেছ সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। সেটা দেখবে কোর্ট। আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে এবং এ আউট-ল দু'জনকে আইনের হাতে তুলে দেয়া।'

'তুমি ল-ম্যান?'

'ধরে নাও তেমনি কিছু একটা।'

'শুনেছি তুমি এরই মধ্যে কয়েকজনকে খুন করেছ।'

'খুন করেছি না বলে বলো করতে বাধ্য হয়েছি। ওরা আমার সঙ্গে সুবোধ বালকের মত আচরণ করেনি। তোমাদের কাছ থেকেও তেমনটি আশা করি না।'

হঠাৎ খপ্ করে একসঙ্গেই কোমরে হাত চালাল দুই আউট-ল। চকিতে হেনরি রিপিটিং-এর মাযল সোজা করে ট্রিগার টিপল কিড। সাথে সাথে ওর বাম হোলস্টারের কোল্টটাও কোমরের কাছ থেকে আগুন ওগরাল।

হঠাৎ ওর মনে হলো বিশাল এক হাতুড়ি এসে আঘাত করছে মাথায়। বুঝতে পারছে, আউট-লদের স্যাডল দু'টো খালি হলেও ওদের একজনের পিস্তল থেকে বের হওয়া একটা গুলি ওর মাথায় লেগেছে।

চোখে অন্ধকার দেখছে 'সে, শরীরটাকে ভীষণ হালকা লাগছে। হঠাৎ খেয়াল করল, রানশার সুযোগ বুঝে স্যাডল বুটে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই আবার নিজের রাইফেলের ট্রিগার টিপল কিড। মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্টের দেহটা স্যাডলে ঝাঁকি খেয়ে মাটিতে পড়তে যেন একযুগ সময় লেগে গেল।

boighar.com

ওর ঘোড়াটা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ছুটছে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করছে সে। বাম হোলস্টারে পিস্তলটা পুরে রেখে ঘোড়ার কেশর ধরে পতন ঠেকাল সে। ডান হাতে শক্ত করে রাইফেলটা ধরে রেখেছে।

ঘোড়াটা ছুটছেই···যেন অনন্তকাল ধরে। ঝিম মেরে স্যাডলে উপুড় হয়ে শুয়ে রিও কিড। প্রায় অজ্ঞান। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

অনেকক্ষণ পর আবছাভাবে মনে হলো, ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেউ একজন ওকে শক্ত করে ধরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাচ্ছে। একটা নারীকণ্ঠ অস্পষ্টভাবে কানে এল।

'ধীরে, ধীরে, শক্ত করে ধরে রাখো আমাকে। নইলে পড়ে যাবে।'

মেয়েটা ওকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে। একটা লগ কেবিন। একটা কটে খড়ের বিছানার উপর বেডশিট বিছানো। কপালে মেয়েটার নরম হাতের মায়াবী স্পর্শ। মাথায় শীতল জলপট্টি। তারপর আবার বিস্মৃতি।

পুরো রাত আধা সচেতন, আধা অচেতন অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। নিজের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানে না। মাঝে-মধ্যে সেই মায়াবী নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করছে কপালে। বহুকাল আগে মায়ের হাতের স্পর্শ যেভাবে অনুভব করত।

রাত দশটা। গ্রুপ অভ ফাইভ আবার জড়ো হয়েছে শহরের বাইরে সেই পরিত্যক্ত কেবিনটাতে। এবার আরও বর্ধিত আকারে। প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক জড়ো হয়েছে কামরাটাতে। সবাই মাইন কর্মী। উত্তেজনায় টগবগ করছে ওদের শরীর।

এখন আগের তুলনায় অনেক খোলামেলাভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে গ্রুপ। এতদিন জো হলিংগারের কেনা আউট-ল ডেনভার

বইঘর.কম

জ্যাক ও তার চ্যালাদের ভয়ে গোপনে তৎপরতা চালাত। কিন্তু একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী ডুগানকে হারিয়ে ডেনভার জ্যাক নিজেই এখন কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে রিও কিডের হাতে ওর আরেক সঙ্গী জিম ডেভেনপোর্টের নাকাল হওয়ার খবরও আর চাপা নেই।

'আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে, বন্ধুগণ,' বলল ওদের নেতা হ্যান্স ক্রুজার। 'আর পিছু হটার জায়গা নেই।'

'আমরা এবার অ্যাকশনে যাব,' বলল আরেকজন। 'সব অপারেশন বন্ধ করে দেব।'

'বন্ধ করে দেব। দরকার হলে আগুন জ্বালিয়ে দেব।' সমস্বরে চেঁচাল বাকিরা।

'ধীরে, বন্ধুরা, ধীরে,' বলল বুড়ো এক মাইনকর্মী। 'আমরা আসলে কার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি?'

'কেন সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে?' একসঙ্গে বলে উঠল কয়েকজন।

'এখানে সিন্ডিকেট মানেই তো জো হলিংগার, তাই না?' বলল বুড়ো। 'তোমরা সবাই জানো যে, জো হলিংগার আমাদেরকে যেমন ঠকাচ্ছে তেমনি সিন্ডিকেটকেও ঠকাচ্ছে। আমাদেরকে মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্টের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নয়।'

'সিন্ডিকেটের দালালি করা হচ্ছে?' বলল এক মাইন কর্মী।

'না,' চোখ গরম করে লোকটার দিকে তাকাল বুড়ো। 'আমি সত্য কথাটাই বলছি। তা ছাড়া সিন্ডিকেটকে শুধু এ জায়গার উপর নির্ভর করতে হয় না। ওরা এখানে ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেও ওদের কিছু যাবে আসবে না। বরং ক্ষতি হবে আমাদেরই।'

কয়েকজন হৈ-হৈ করে উঠল বুড়োর কথায়। পক্ষে বিপক্ষে তুমুল বিতণ্ডা শুরু হলো। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। ঠিক তখুনি তাদের নেতা হ্যান্স ক্রুজার হাত উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'থামো, থামো তোমরা। বুড়ো ডিকের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। তা ছাড়া শহরে এ মুহূর্তে চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। একের পর এক মানুষ

boighar.com

খুন হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন ধর্মঘট ডেকে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়তে দিতে পারি না। আমাদের বোধহয় আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত।'

নেতার কথায় কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল কোলাহল, তবে বাক-বিতণ্ডা চলতেই থাকল। বাইরে হঠাৎ একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে পিনপতনস্তব্ধতা নেমে এল কামরায়। এক রাইডার স্যাডল থেকে নেমে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকল। মাইনকর্মী এন্ড্রু জ্যাক।

'কী খবর এনেছ, জ্যাক?' বলল হ্যান্স ক্রুজার। 'মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

'গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুতর,' ঢোক গিলে বলল মাইনকর্মী। 'আজ বিকেলে জো হলিংগার তার রানশে খুন হয়েছে।'

জ্যাকের কথায় যেন বজ্রপাত হলো কামরায়। বিস্ময়ে হতবাক সবাই। কারও মুখে কোন কথা সরছে না। অল্পক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে হ্যান্স ক্রুজার বলল, 'জো হলিংগার খুন হয়েছে বলছ? কিন্তু কীভাবে?'

'আজ বিকেলে প্রতিদিনের মত রানশে ঘুরতে বেরিয়েছিল সে। সাথে জন্টি ও ফস্টি। লোকজন দূর থেকে গুলির শব্দ শুনে ওখানে গিয়ে দেখে ওরা তিনজনই মৃত।'

'কে করল কাজটা?' এক হতবাক মাইন কর্মী জানতে চাইল।

'কেউ দেখেনি খুনিকে। তবে আলামত দেখে মনে হয় একজন মাত্র লোক একাজ করতে পারে। রিও কিড। খুনিটা পালিয়ে যাবার সময় পেছনে কিছুদূর রক্তের একটা ট্র্যাক রেখে গেছে। তারপর পাথুরে জমিতে মিলিয়ে গেছে ট্র্যাক। ওখানে সবার ধারণা, ও হয়তো মারা গেছে, কিংবা গুরুতর আহত হয়ে পর্বতের কোথাও মৃত্যুর প্রহর গুনছে।'

'চিকিৎসার জন্য শহরে আসতে পারে সে,' বলল একজন।

'মনে হয় না,' বলল আরেকজন। 'তেমন ঝুঁকি সে কিছুতেই নেবে না।'

বইঘর.কম

*

একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে জেগে উঠল রিও কিড। মাথার বাম পাশটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। ভীষণ ব্যথাও লাগছে। নিজের বর্তমান অবস্থানও বুঝতে পারছে না। ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে।

একটা কটে শুয়ে আছে সে। মাথার বামপাশে ব্যান্ডেজ বাঁধা। জীর্ণ লগ কেবিনটা দেখে মনে হচ্ছে একটা হোমস্টেড। একটু পাশ ফিরে শোয়ার চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে। তখুনি একটা সুরেলা নারীকণ্ঠ কানে এল।

'নড়াচড়া কোরো না, ব্যথা পাবে।'

কটের কাছে পদশব্দ শোনা গেল। একটা ফর্সা নরম হাত ওর কপাল ছুঁলো। কেঁপে উঠল হাতটা। 'উফ্! কী জ্বর!'

'আমি কোথায়? কীভাবে এখানে এলাম?' কাতর কণ্ঠে জানতে চাইল কিড।

ওর উপর ঝুঁকে পড়ল অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। দেখেই চিনতে পারল ও তাকে। মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জো হলিংগারের সৎ মেয়ে। শহরে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

'কাল সন্ধ্যায় অচেতন অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে দেখতে পাই তোমাকে,' জবাব দিল মেয়েটা। 'তারপর এখানে নিয়ে আসি।'

'এখানে কোথায়?'

'আমাদের রানশের একটা লাইন ক্যাম্প। রানশ থেকে পাঁচ মাইল দূরে।'

'তুমি এখানে কী করছিলে?'

'মাঝে-মধ্যে বাগি নিয়ে ঘুরতে বেরোই আমি।'

'একা একা?'

'হ্যাঁ, একা একা। আসলেই আমি ভীষণ একা। এ পৃথিবীতে আমার আপন বলে কেউ নেই।' বিষণ্ন শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ।

'এখন সময় কত?'

'সকাল আটটা বাজে।'

boighar.com

'তার মানে কাল রাতে রানশে ফিরে যাওনি তুমি?'

'না। মাঝে-মধ্যেই বাইরে রাত কাটাই আমি। আসলে আমার ব্যাপারে ভাবার মত কেউ এ পৃথিবীতে নেই।'

একটা পাত্রে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কিডের মাথায় জলপট্টি দিতে লাগল মেয়েটা।

নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। পৃথিবীতে কোন নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছে শুধু মায়ের কাছ থেকেই। মা বেঁচে থাকতে অসুখ-বিসুখ হলে এমনি সেবা করত। নির্ঘুম রাত কাটাত। ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। যখন জেগে উঠল, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

কিছুটা সুস্থ বোধ করছে সে এখন। সারাহ্ ওকে জড়িয়ে ধরে উঠে বসতে সাহায্য করল। একটা বাউলে মুখ ধুইয়ে দিয়ে একবাটি গরম সুপ এনে ওকে খাইয়ে দিল। বুঝতে পারছে কিড, ওর ওয়াগনে এসব টুকটাক জিনিস সব সময়েই মজুদ থাকে।

সুপটা খেয়ে এখন কিছুটা ভাল বোধ করছে কিড। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ, সারাহ্। তুমি না থাকলে বোধহয় এ যাত্রা মরেই যেতাম।'

'আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র,' সারাহ্ বলল। কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, 'লোকে তোমাকে দেখে ভয় পায়। অথচ পুরো একদিন একরাত কেমন অসহায়ের মত বিছানায় পড়ে থাকলে।'

'হয়তো একদিন কোথাও এমনি মরে পড়ে থাকব,' বিষণ্ন সুর কিডের কণ্ঠে। 'কোন নির্জন ক্যানিয়ন, খোলা প্রেয়ারি কিংবা পর্বতের চূড়ায়। অল্পদিনের মধ্যে হয়তো লোকজন রিও কিড বলে কেউ পৃথিবীতে ছিল সেটাই ভুলে যাবে।'

'ওভাবে কথা বোলো না, প্লীজ। আমি মনে কষ্ট পাব।'

'আমার জন্য কেন কষ্ট পাবে তুমি? তুমি আমার কে?'

'হয়তো তোমার রক্তের সম্পর্কের কেউ নই। কিন্তু তোমার

বইঘর.কম

সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমি। আগে থেকেই। ওয়েস্টার্ন ম্যাগাযিনগুলোয় ছাপানো তোমার অনেক কাহিনীই পড়েছি আমি।'

'ওরা নিশ্চয় লিখেছে যে আমি একজন জঘন্য খুনি?'

'না। লেখাগুলো পড়ে আমার মোটেই তেমনটি মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে তুমি একজন নীতিপরায়ণ, আদর্শবান পুরুষ। সব সময়ই আইনের পক্ষে অস্ত্র ধরেছ।'

নিষ্ঠুর, ঠাণ্ডা মাথার খুনি। লোকে ওর নাম শুনলেও শিউরে ওঠে, মায়েরা ওর নাম বলে ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ায়। অথচ একজন সহজ সরল ফারমার ছিল সে। স্কুলে লেখাপড়াও শিখেছে কিছুদিন। অথচ একটা সর্বনাশা যুদ্ধ দমকা ঝড়ো হাওয়ার মত সবকিছু ওলট পালট করে দিল ওরা সবকিছু।

যুদ্ধের সময় অনেক রক্তপাত দেখেছে সে। স্বজন হারানোর বেদনায় লোকজনের আহাজারিও দেখেছে। নিষ্ঠুরতা দেখতে দেখতে ওর অনুভূতি প্রায় ভোঁতা হয়ে পড়েছিল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও উবে গিয়েছিল হোমস্টেডে ফিরে গিয়ে পোড়াবাড়ি ও ছোটভাই জিমির লাশ দেখে। ক্ষতবিক্ষত, পুরো শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন।

গেটের সামনে পাইন গাছের বনে পড়ে আছে জিমির লাশ। শকুনেরা খুবলে খুবলে খাচ্ছে ইতোমধ্যে পচন ধরা মাংস। নাক, মুখ, চোখ সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাতের কবজি দু'টো বিচ্ছিন্ন। শকুনদের দৃষ্টি এড়িয়ে চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন আঙুল। পাশে পড়ে রয়েছে আরেকটা ছোট্ট লাশ। ওদের প্রিয় কুকুর টমের লাশ।

হায়েনারা এ অবোধ পশুটাকেও রেহাই দেয়নি। চারিদিকে ছোট ছোট জমাট বাঁধা রক্তের পুকুর। মানুষ আর পশুর রক্ত মিশে একাকার। হাজার হাজার মাছি ভন্ ভন্ করে উড়ছে চারদিকে। যেন ভোজনের মহোৎসব চলছে। ওফ্! কী মর্মান্তিক সে দৃশ্য।

বুকে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল সে। যুদ্ধের

boighar.com

সময় বেতন থেকে বাঁচিয়ে জিমির কাছে যে টাকা পাঠিয়েছিল তা দিয়ে নতুন করে সাজাবে সবকিছু। ওর আর জিমির অনাগত ভবিষ্যতের জন্য। আর প্রেমিকা এন্ডারসনের জন্য। কিন্তু রানশে ফিরে সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে এক ফুৎকারে সব নিভে গেল। চারিদিকে ঘনঘোর অন্ধকার নেমে এল যেন।

জিমির খুনিদের ট্রেইল করেছিল সে, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিল একে একে সবাইকেই। এমনকী সর্বশেষ জনের মৃত্যুও উপভোগ করেছিল একেবারে মনের মত করে। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল লোকটার পুরো দেহ। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে দেহটা মানুষের বলেই বোঝার উপায় ছিল না।

'কী ভাবছ, কিড?' জানতে চাইল সারাহ্।

'না...না...কিছু না,' সম্বিত ফিরে পেয়ে কিড বলল। 'অনেকদিন পর হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ল কি না, তাই...'

'বাড়িতে কে কে আছে?'

'ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নেই, সারাহ্।'

'আমারও নেই,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটা। 'মা মারা যাবার পর থেকে আমি একদম একা।'

'আসলে তোমার আর আমার ভাগ্য কই সূত্রে গাঁথা সারাহ্,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিড বলল। 'এবার একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তোমার সৎ সাবা জো হলিংগারের কিছু হয়ে গেলে তুমি কি মনে কষ্ট পাবে?'

'পাব। ও আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও কষ্ট পাব। কারণ ও আমার মায়ের স্বামী ছিল। আমার জন্য বেশ কিছু দায়িত্বও পালন করেছে।'

'ওর সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত তুমিই পাবে।'

'ওই পাপের সম্পত্তির প্রতি আমার কোন লোভ নেই, কিড,' সারাহ্ বলল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, 'আচ্ছা, কিড,

বইঘর.কম

তুমি কি কখনও কোন স্বপ্ন দেখো না?'

'স্বপ্ন?' ম্লান হেসে কিড বলল। 'আমার সব স্বপ্ন তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, সারাহ্।'

'কোন মেয়েকে নিয়ে কখনও স্বপ্ন দেখেছিলে?'

'দেখেছিলাম। কিন্তু মেয়েটা যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেনি। আসলে ওই সর্বনাশা যুদ্ধটাই আমার সব শেষ করে দিয়েছে।'

'ভায়োলেন্সের পথ ছেড়ে কি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারো না?'

'স্বাভাবিক জীবনই তো শুরু করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...'

আবার অতীতে ফিরে গেল ওর মন। উঠোনে পারিবারিক কুকুরটার লাশের সঙ্গে পড়ে আছে জিমির ছিন্নভিন্ন লাশ। কবজি থেকে বিচ্ছিন্ন হাত। আঙুলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে...

জিমির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পর বাফেলো হান্টিং শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য, সব ছেড়েছুড়ে নির্জন জীবন কাটানো। কাটছিল ভালই, কিন্তু আবার বাধ সাধল নিয়তি। মিথ্যে খুনের দায়ে ফাঁসানো হলো ওকে। ডেভেনপোর্টের প্রিজন নামের মৃত্যুকূপে পাঠানো হলো।

'আমি চেষ্টা করেছি, সারাহ্, কিন্তু পারিনি,' করুণ কণ্ঠে কিড বলল। 'এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পিছু ফেরার আর কোন উপায় নেই।'

'ইচ্ছেশক্তির বলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়, কিড,' সারাহ্ বলল।

কোন জবাব না দিয়ে কেবল ম্লান হাসল রিও কিড।

boighar.com

দশ

রাত আটটার দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ট্রেইলস্ এন্ডে ঢুকল রিও কিড। বৃষ্টির ঝাপটা গায়ে চাপানো স্লিকারটা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আলো-আঁধারিতে পথ চিনে চলছে সে। ঝরনার কিনারায় থেমে স্যাডল থেকে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে ঘোড়াটাকে বাঁধল। তারপর সতর্ক পায়ে সামনের দিকে এগোল। গন্তব্যস্থল গ্যাম্বলিং হাউজের ব্যাকলন।

সারাহ্‌র সুন্দর চেহারাটা মনে ভেসে উঠতেই একটা অস্বস্তিবোধ জেগে উঠল ওর মধ্যে। মেয়েটা দু'দিন দু'রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। হয়তো রানশে ফিরে পালক পিতার মৃত্যুর খবর শুনে মনে প্রচণ্ড ব্যথা পাবে। কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না। মারার আগে সবাইকে সুযোগ দিয়েছে সে। আইনের সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ। কিন্তু সে-সুযোগ কেউই গ্রহণ করেনি।

ব্লিজার্ডস পাস সেলুন থেকে মাতালদের হৈ-হল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রাণ খুলে চেঁচাচ্ছে লোকজন। বোধহয় রিও কিডের কয়েক দিনের অনুপস্থিতিতে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে শহরটা। নাকি সবাই ভাবছে সে মরে ভূত হয়ে গেছে? অবশ্য মাইন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও তস্কর দু'টোকে মারার পর ওর নিজের আঘাত থেকে রেখে যাওয়া রক্তের ট্রেইল দেখে ওর মৃত্যু হয়েছে সেটাই ভাবা স্বাভাবিক। সময়মত মেয়েটার হাতে গিয়ে না পড়লে এতক্ষণে হয়তো সেটাই ঘটত।

বইঘর.কম

মৃত্যু! হিমশীতল মৃত্যু। বিগত কয়েক বছরে কতজনকেই যে সে মেরেছে তার কোন লেখাজোখা নেই। আজ রাতের মিশন শেষ করতে গিয়ে হয়তো আরও কয়েকজনের রক্তে হাত রাঙাতে হবে। হয়তো নিজেই নিজের রক্তে ভাসবে। সেটা ঘটাও অসম্ভব নয়।

ও জানে, চূড়ান্ত শো-ডাউনের সময় উপস্থিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই নরক ভেঙে পড়বে পুরো শহর জুড়ে। দালানগুলোর পেছনে, কাদামাখা অ্যালিওয়ে দিয়ে সন্তর্পণে এগোচ্ছে রিও কিড। হোটেলের অন্ধকার কোণে এসে বাঁক ঘুরল। হিমশীতল বাতাসে ভেসে আসা বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য হ্যাটটা সামনে ঠেলে দিয়েছে।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে। রাতটা বাইরে ঘোরাঘুরি করার উপযোগী মোটেই নয়। কিন্তু রিও কিড তার করণীয় আজই সেরে ফেলতে চায়। এমনিতেই শিডিউল টাইম থেকে বেশ কয়েকদিন পিছিয়ে আছে।

হোটেল ও সেলুনের মাঝামাঝি অ্যালিওয়ের প্রান্তে এসে থামল কিড। দেয়ালের আড়ালে থেকে সাবধানে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল। হোটেলের পোর্চ থেকে আলো এসে পড়েছে অ্যালিওয়েতে। মাঝামাঝি জায়গায় আলো-আঁধারিতে দেয়ালের পাশে গুটিসুটি মেরে উবু হয়ে বসে এক লোক, সামনের রাস্তার দিকে নজর রাখছে।

আকর্ণ প্রসারিত হলো কিডের হাসি। দেয়াল ঘেঁসে সতর্ক বেড়ালের মত সামনে এগোল। লোকটার মাত্র একগজ দূরে এসে পড়লেও গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকায় টের পেল না সে।

'কারও জন্য অপেক্ষা করছ, ফেলার?' চাপা কণ্ঠে কিড বলল।

চকিতে পিছু ফিরল লোকটা। ব্যাঙ্কের সেই গার্ড। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে আছে মুখ।

boighar.com

'রিও কিড!' ফিসফিসিয়ে বলল তস্কর। 'তুমি এখানে...'

'কার জন্য অপেক্ষা করছিলে?'

'কারও জন্য নয়,' নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল জিম ডেভেনপোর্ট। এমনিতেই...'

'এমন খারাপ আবহাওয়ায় কেউ এমনি এমনি এমন জায়গায় অবস্থান নেয় না। আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে?'

মুখ খুলে কিছু বলতে চাইল তস্কর। কোন শব্দ বেরোল না মুখ দিয়ে। আরেক কদম আগে বাড়ল কিড। হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গিতে কোমরে হাত চালাল লোকটা। দ্রুত ওর ডান হাত ধরে একটা মোচড় দিল কিড। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে। পেছন থেকে ওর দু'বাহু পেঁচিয়ে ধরে কোমর থেকে প্রিয় অস্ত্রটা বের করে আনল রিও কিড। ক্ষুর।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের কাজ। গুলির শব্দে লোকজনের মনোযোগ আকৃষ্ট করার ঝামেলা নেই। তস্করের গলাকাটা দেহ কর্দমাক্ত অ্যালিওয়েতে প্রবল আক্ষেপে লাফাচ্ছে। স্লিকারের পকেট থেকে ব্যান্ডানা বের করে হাত ও মুখের রক্ত মুছে রুমালটা যথাস্থানে রেখে দিল কিড। তারপর আবার গ্যাম্বলিং হাউজের ব্যাকলনের দিকে এগোল। বেশ কয়েকটা জরুরী কাজ সারতে হবে ওকে আজ রাতে। দ্রুত।

গ্যাম্বলিং প্যালেসের পেছনের দরজায় এসে খানিক দাঁড়াল কিড, স্লিকারের নীচে কোল্ট দু'টো পুনরায় চেক করে নিল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল। কোথাও কেউ নেই। সন্তুষ্টচিত্তে ডান কোমরের কোল্টটা হাতে নিয়ে সামনে বাগিয়ে এগিয়ে চলল। দরজা খোলা পেয়ে সাঁৎ করে ভিতরে ঢুকল, টানা লবি দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল।

লবির শেষ প্রান্তে বন্ধ দরজার পাশে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে বসে রুক্ষদর্শন এক লোক ঝিমোচ্ছে। ওর ডান কোমরে

বইঘর.কম

ঝোলানো বিশাল এক ড্রাগুন কোল্ট। বুটের শব্দে ধড়মড়িয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গানম্যান, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ভয়ালদর্শন কোল্টের মাযলের দিকে তাকাল।

'জেসাস! রিও কিড।' বিড় বিড় করে বলল সে।

'ডেভ মর্গান কোথায়?' কোল্টের নল নাচিয়ে শীতল কণ্ঠে কিড জানতে চাইল।

'আ-আমি জানি না।' ঢোক গিলে বলল তস্কর। 'ও স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোথায় গেছে আমাকে বলে যায়নি।'

'কাকে বলে গেছে? তাড়াতাড়ি বলো।'

বুড়ো আঙুলে কোল্টের হ্যামার ব্যাক করল কিড। তর্জনী ধীরে ধীরে ট্রিগারে চেপে বসছে।

'বলছি...বলছি...গুলি কোরো না, প্লীজ...' আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দোতলার দিকে তাকাল সে। 'কেবলমাত্র একজন জানতে পারে, ড্যান্সহল গার্ল লিলি। ডেভের সব গোপন কথাই সে জানে।'

'কোথায় থাকে সে?'

'দোতলায়। ডান দিকের চতুর্থ দরজা।'

'তোমার পিস্তলটা আমাকে দাও। কোমরের হান্টিং নাইফটাও।'

ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে ড্রাগুন কোল্টটা হোলস্টার থেকে এমনভাবে বের করল সে, যেন বিষাক্ত কোন বস্তু স্পর্শ করছে। তারপর তার প্রিয় লম্বা হান্টিং নাইফটা অনিচ্ছুকভাবে এগিয়ে দেওয়ার আগে ওটার দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

অস্ত্র দু'টো নিজের কোমরের বেল্টে গুঁজল কিড, লোকটার উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে। পেছনে কাঠের দরজার তালার ফুটোয় চাবি ঝুলতে দেখল সে।

'ঠিক আছে, পিছিয়ে গিয়ে কামরায় ঢুকে পড়ো,' পিস্তল নাচিয়ে নির্দেশ দিল কিড। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ পালন করল

boighar.com

লোকটা। ও কামরায় ঢুকতেই দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে পুরে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল কিড।

বেড়ালের মত সতর্ক পায়ে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে এল সে, গানম্যানের নির্দেশিত দরজার সামনে এসে থামল। তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে পেছন থেকে কবাট বন্ধ করল।

একজন মহিলার শোবার ঘর। পরিপাটি। কড়া পারফিউম ও ঝাঁঝাল বাসি মদের গন্ধ মিশে একাকার। ডানে দেয়াল ঘেঁসে একটা ডবল বিছানার খাট। ওটার সঙ্গে লাগোয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে একটা টুলে বসে মুখে প্রসাধনী মাখতে ব্যস্ত নর্তকী।

পেছনে পদশব্দ শুনে পেশাদারী হাসি ফুটে উঠল লিলির ঠোঁটে। আয়নায় দীর্ঘদেহী সুবেশী আগন্তুকের চেহারা ভেসে উঠল। নিশ্চয় কোন স্পেশাল কাস্টমার, মনে মনে ভাবল সে, নইলে গার্ড তাকে কোনমতেই উপরে উঠতে দিত না।

একটা বুকফাড়া ব্লাউজ, নীল শিফন লো কাট স্কার্ট ছাড়া আর কিছুই নেই ওর পরনে। কোমর পর্যন্ত নেমে আসা লম্বা চুল ছড়িয়ে আছে পুরো পিঠ জুড়ে।

'হ্যালো হ্যান্ডসাম,' মদির কণ্ঠে নর্তকী বলল। 'তুমি কিন্তু ঘরে ঢোকার আগে আমার অনুমতি নাওনি। তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে কি ওই রেওয়াজ নেই?'

ধীরে সুস্থে এগোল কিড। হাতে কোল্টটা এখনও ধরে রেখেছে। আয়নায় অস্ত্রটার প্রতিবিম্ব পড়তেই হঠাৎ আতঙ্কে প্রসারিত হলো মেয়েটার দু'চোখ, চট্ করে পিছু ফিরল।

'তু···তুমি পিস্তল নিয়ে আমার কামরায় ঢুকেছ কেন?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল নর্তকী। 'এখানে তোমার কী কাজ?'

'কাজ একটা আছে বটে,' ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুলে কিড বলল। 'আমি এক ভদ্রলোকের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এসেছি।'

'কে সে?'

বইঘর.কম

'ডেভ মর্গান। ও কোথায়?'

'আ-আমি কীভাবে জানব? আমি তো ওর কীপার নই।'

ধীর পদক্ষেপে সামনে এগোল কিড। ওর দু'চোখের ঠাণ্ডা, ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেয়েটার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল।

'হাই, ইয়ংম্যান।' মুখে জোর করা হাসি ফুটিয়ে তুলল বারবনিতা। 'আমাকে তোমার রেপ করার দরকার নেই। আমি এমনিতেই...'

ইচ্ছে করেই সুটোল বুকটা আরও অনাবৃত করল সে।

'ডেভ মর্গান, ম্যাম,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে কিড বলল। 'ও কোথায় আছে?'

হঠাৎ লিলি বুঝতে পারল এ অদ্ভুত যুবক ওর সঙ্গ পেতে এখানে আসেনি। ওর উদ্দেশ্য ভিন্ন। হঠাৎ বেপরোয়া ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সরে যাও। আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। নইলে গার্ডকে ডাকব।'

'ওকে ডেকে কোন লাভ নেই। ও এখন তালাবদ্ধ কামরায় নিরাপদে আছে।'

'তুমি এখানে কেন এসেছ? একজন মহিলার প্রাইভেট রুমে অনুমতি ছাড়া ঢোকার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? তা ছাড়া তুমিই বা কে?'

'আমি?' খানিক দম নিল কিড। 'ওরা আমাকে রিও কিড বলেই ডাকে।'

'রিও কিড!' বিস্ময়ে, আতঙ্কে চোখজোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো নর্তকীর। 'ওহ্, গড! তুমি রিও কিড?'

'হ্যাঁ, ম্যাম। ডেভ মর্গান কোথায়?'

'আমি কীভাবে জানব? আমি তো ওর স্ত্রী নই যে আমাকে বলে যাবে। আমি শুধু এখানে কাজ করি, ওর অবশ্য একবার পুবে যাবার কথা ছিল। বিজনেস ট্রিপ।'

'তুমি মিথ্যে বলছ।'

boighar.com

'না...না...খোদার কসম, আমি...'

পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে কোমর থেকে প্রিয় অস্ত্র ক্ষুরটা বের করে আনল কিড। ওটা দেখে আতঙ্কে ঝুলে পড়ল মেয়েটার চোয়াল। পুরো শরীর হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপছে। কোমরে ঢিলে করে বাঁধা স্কার্ট খসে পড়ায় ধবধবে সাদা, উরুদ্বয় অনাবৃত হয়ে পড়েছে। উরুসন্ধিস্থল ঢেকে রেখেছে কেবল একটা খাটো প্যান্টি।

ক্ষুরের আগা মেয়েটার গলার পাশে চেপে বসেছে। নিশ্চল, নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সে। একটু নড়াচড়া করলেই গলায় ক্ষুরের পোঁচ পড়ার আশঙ্কা। হঠাৎ ক্ষুরটা আলতো করে মেয়েটার গলা থেকে সুটোল স্তনজোড়ার সন্ধিস্থল পর্যন্ত নামিয়ে আনল কিড।

প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠল নর্তকী। অগভীর ক্ষতটা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

'সত্যি কথা বলো, ম্যাম!' হিসহিসিয়ে বলল কিড। 'নইলে...'

'ঠিক আছে, বলছি,' কান্না জড়ানো কণ্ঠে মেয়েটা বলল। 'আমি সত্যি কথাটাই বলছি...'

ক্ষুরটা ওর বুক থেকে সরিয়ে নিল কিড। মেয়েটার সুন্দর চেহারা বেদনায় বিকৃত। দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'ও একটা হাইডআউটে লুকিয়ে আছে,' ভাঙা, কর্কশ কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'ওর কেবিনের নীচে।'

'ওটা কোথায়?'

'শহরের একেবারে পুবে ছোট্ট টিলাটার পাশে।'

'ওটার হদিস তুমি ছাড়া আর কে কে জানে?'

'শুধুমাত্র একজন জানত। জুয়াড়ী হ্যারি ট্রেডার। ও এখন মৃত।'

'ওখানে কীভাবে যেতে তুমি?'

'একটা টানেলের মধ্য দিয়ে।'

বইঘর.কম

'টানেলটার অবস্থান জানাও।'

'নদীর দিক থেকে একটা গর্তের মধ্যে দিয়ে হাইডআউট পর্যন্ত চলে গেছে টানেলটা।'

'সব সত্যি বলছ তো?'

'সত্যি, সব সত্যি,' দু'হাতে মুখ ঢাকল বারবনিতা। 'ওহ্, আমি এ কী করলাম। ডেভ জানতে পারলে আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে।'

'সে সুযোগ ও পাবে না, ম্যাম,' দাঁত বের করে হাসল কিড। 'আমি কথা দিচ্ছি, ও তোমাকে আর জ্বালাবে না। আর শুনে রেখো, আমি চলে যাবার পর এখান থেকে এক পা-ও নড়বে না। তোমার কথা যদি মিথ্যে হয় তবে আমি আবার ফিরে আসব।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটা ধরল রিও কিড।

ব্রিজার্ডস পাস সেলুনের দোতলায় অন্ধকার, উঁচু জানালাগুলোর দিকে তাকাল ব্যাঙ্কার টম মিশেল। সেলুনের পেছনে অন্ধকারে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে। কালো ম্যাকিনাউ পরনে, চেহারা আড়াল করার জন্য চওড়া ব্রীম কালো স্লচ হ্যাট। তার চর্বিসর্বস্ব দেহটা আরও মোটা দেখাচ্ছে।

চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে এখন ওর। রিও কিডকে যত না ভয় করছে, তার চেয়ে বেশি ভয় করছে ডেনভার জ্যাক ও তার চেলা জিম ডেভেনপোর্টকে। ওরা প্রতিনিয়ত ওকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর হুমকি। কোটের পকেটে ডিনামাইটের বান্ডিলটা ডানহাতে স্পর্শ করল সে। ডেনভার জ্যাকের কাছ থেকে যে করেই হোক মুক্তি তাকে পেতেই হবে।

তিনটে ডিনামাইট স্টিক সুতো দিয়ে বেঁধে এক করল সে, লম্বা ফিউজগুলোও একসাথে জোড়া দিল। এবার কেবল ফিউজে আগুন দেওয়া বাকি।

মারাত্মক অস্ত্র। পুরো একটা দালানের পেছন দিকটা ধ্বংস

boighar.com

করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য ডেনভার জ্যাকের সঙ্গে আরও কিছু নিরীহ লোকও মারা পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে তার? আবার যদি রিও কিডের মুখোমুখি হতে হয় তবে সবার আগে তার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

সিন্ডিকেট ওর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। ওই ব্যাঙ্ক একজামিনার যে তার প্ররোচনায় খুন হয়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। তবে ডেনভার জ্যাককে বাঁচিয়ে রাখলে তার হাত থেকে কখনোই মুক্তি পাবে না সে। ফিউজটা যথেষ্ট লম্বা, ওটাতে আগুন লাগিয়ে নিরাপদে দূরে সরে যেতে পারবে সে।

একজন ব্যাঙ্কারকে কেউ কখনও সন্দেহ করবে না। ওর বিশ্বাস, ডেনভার জ্যাক এখন তার কামরায় ঘুমিয়ে আছে। মরণ ঘুম। বিপদ টের পাবার আগেই ওর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। এসব নরকের কীটদের মৃত্যুতে সমাজের উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না।

টানা, লম্বা পায়ে ব্যাকলন পেরিয়ে এল সে, সিঁড়ির দরজার সামনে এসে থেমে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার ডিনামাইট স্টিকগুলো স্পর্শ করল। একটা চরম অস্বস্তি খচ্ খচ্ করছে মনে। হঠাৎ ফিরে যাবার জোর প্রবণতা পেয়ে বসেছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও পূর্ণিমার চাঁদটা এখনও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে যেন মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ।

হঠাৎ ডানে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে জমে গেল ব্যাঙ্কার। পুরো শরীর জেলিফিশের মত তির্ তির্ করে কাঁপছে। হঠাৎ মনে হলো, জীবনের চরম ও সর্বশেষ ভুলটা করে ফেলেছে সে ইতোমধ্যে।

BOIGHAR

'কাউকে খুঁজছ?' অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ। ডেনভার জ্যাক!

চকিতে ডানে তাকাল ব্যাঙ্কার। কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ন···না.

বইঘর.কম

এমনিতেই। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম, জ্যাক।'

'কেন, ব্যাঙ্কার?' অন্ধকারে তস্করের বাঁকা হাসি দেখতে পেল না টম মিশেল। 'ক্ষমা চাইতে আসছিলে?'

'ক্ষমা? কীসের ক্ষমা, জ্যাক? তুমি আর আমি তো পরস্পরের বন্ধু এবং পার্টনার। তাই না, জ্যাক?'

'তাই কী?' সাপের মত হিসহিসিয়ে ডেনভার জ্যাক বলল। 'তাই কী তুমি ব্যাঙ্ক নিরীক্ষকের খুনের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে রিও কিডকে যা-তা বলেছিলে?'

'শোনো, জ্যাক, শোনো,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে টম মিশেল বলল। 'আমি আসলে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি চাইছিলাম...'

ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে এল ডেনভার জ্যাক। ব্যাঙ্কার বুঝতে পারছে, অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটা শীঘ্রই ঘটতে যাচ্ছে। অথচ ওর করার কিছুই নেই। চট্ করে মরিয়া ভঙ্গিতে কোটের পকেটে রাখা পিস্তলটার দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু পিস্তল পর্যন্ত পৌঁছল না ওর হাত।

পেটে একটা তীব্র খোঁচা অনুভব করল সে। ছোরা! অক্ করে একটা বিজাতীয় শব্দ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। কম্পিত হাত দু'টো পেটে সমূলে গেঁথে যাওয়া হান্টিং নাইফটার বাঁট খামচে ধরল।

'বিদায়, ব্যাঙ্কার,' ছোরাটার বাঁট ধরে টম মিশেলের পেট থেকে হ্যাঁচকা টানে রক্তমাখা ফলা বের করে এনে আউট-ল সর্দার বলল। 'কেউ আমার সঙ্গে ডাবল ক্রস করে বাঁচতে পারে না।'

ধপাস করে মাটিতে পড়ল টম মিশেলের বিশাল দেহটা। কয়েকবার মোচড় খেয়ে স্থির হয়ে গেল। ছোরায় লেগে থাকা রক্ত ব্যাঙ্কারের পোশাকে মুছে ওটা কোমরে গুঁজল আউট-ল সর্দার, তারপর মৃত ব্যাঙ্কারের পকেট হাতড়ে কিছু জিনিসপত্র ও ডিনামাইট স্টিকগুলো নিয়ে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

boighar.com

এগারো

ট্রেইলস্ এন্ড সেলুনের ব্যাকলনে পাশাপাশি শোয়ানো দু'টো লাশ। ব্যাঙ্কার টম মিশেল ও আউট-ল জিম ডেভেনপোর্টের লাশ। একজনকে মারা হয়েছে পেটে ছুরি বসিয়ে, বাকিজনকে গলা কেটে। দু'টো পদ্ধতিই নৃশংস। অবশ্য খুন জিনিসটাই নৃশংস, তা সেটা যেভাবেই করা হোক না কেন।

লাশ দু'টো ঘিরে জড়ো হয়েছে অসংখ্য লোক। পুরো ব্লিজার্ডস পাস শহরটাই যেন ভেঙে পড়েছে এখানে। থমথমে চেহারা সবার। আতঙ্কিত। বিগত কয়েক দিনে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে এ শহরে, যেটা আগে কখনও ঘটেনি।

পূর্ণিমার চাঁদের মুখ থেকে মেঘ সরে যাওয়ায় এখন ধবধবে আলো ছড়াচ্ছে। রূপালী আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে পুরো জনপদ।

'এখানে এসব কী ঘটছে, ভাইসব?' মুখে জোর করা শোকের ভাব ফুটিয়ে তুলে ডেনভার জ্যাক বলল। 'আমাদের সম্মানিত নাগরিকদের একে একে খুন করে ফেলা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কি আমাদের রুখে দাঁড়ানো উচিত নয়? বলুন আপনারা উচিত কি না।'

'উচিত।' সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল উত্তেজিত জনতা। 'আমরা শান্তি চাই।'

'কিন্তু এসব কারা করছে বলে মনে হয়?' বলল নাগরিকদের একজন।

'নিশ্চয় ওই রিও কিড। ওই সস্তা সিন্ডিকেট গানম্যান। ওকে

আমাদের যে-কোনও মূল্যে রুখতে হবে। নইলে কাউকে আস্ত রাখবে না।'

'কিন্তু সে তো শুনেছি পাহাড়ে মারা পড়েছে।'

'পড়েনি,' বলল ডেনভার জ্যাক। 'আমি নিশ্চিত যে, সে এখনও বেঁচে আছে। নইলে এসব ঘটনা কখনোই ঘটত না।'

'রিও কিডের রক্ত চাই!' চেঁচিয়ে উঠল এক যুবক।

'রক্ত চাই, রক্ত চাই,' ওর সঙ্গে সুর মেলাল আরও কয়েকজন।

'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই।'

'খুনি কিডের ফাঁসি চাই।'

লিঞ্চিং মবে পরিণত হচ্ছে জনতা, বুঝতে পারছে ডেনভার জ্যাক, এখন এদেরকে দিয়ে যে-কোন কিছু করানো সম্ভব। ও নিশ্চিত যে রিও কিড বেঁচে আছে এবং আশপাশেই কোথাও আছে। জিম ডেভেনপোর্টকে যেভাবে খুন করা হয়েছে সেটা রিও কিডেরই স্টাইল।

জনতার শ্লোগান যেন আর থামতেই চায় না।

'ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই।'

'খুনি কিডের ফাঁসি চাই!'

'থামুন, ভাইসব!' সন্তুষ্টচিত্তে হাত তুলে ডেনভার জ্যাক বলল। 'আমরা লোকটাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইছি। কিন্তু ও কোথায় সেটাও এখনও জানি না।'

'তা হলে চলো ট্র্যাকিং শুরু করা যাক,' বলল অতি উৎসাহী একজন। 'কাদামাটিতে ট্র্যাক লুকোনো সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।'

'প্রথমে আমরা একটা পাসি গঠন করব,' বলল ডেনভার জ্যাক। 'শেরিফকে বলব আমাদেরকে ডেপুটাইজ করতে। ও সেটা করতে রাজি না হলেও আমরা খুনিটার পিছু নেবই।'

'খুনি কি আসলে একজন?' বলে উঠল কাটখোট্টা ধরনের একলোক। 'আমার তো তা মনে হয় না।'

boighar.com

'যেমন?' ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল আউট-ল সর্দার। 'তোমার এমনটি মনে হবার কারণ কী?'

'টম ও জিমের ক্ষত দু'টো আলাদা। জিমকে হয়তো রিও কিড ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে খুন করেছে। কিন্তু টমের ব্যাপারটা ভিন্ন। পেটে ছুরি চালিয়ে খুন রিও কিডের স্টাইল নয়।

'খুনিদের আবার নিজস্ব কোন স্টাইল থাকে নাকি?' বলল ডেনভার জ্যাক। 'থাকলেও সেটা বদলাতে কতক্ষণ? যখন যেভাবে সুবিধে সেভাবে...'

হঠাৎ একটা ভীবৎস দৃশ্য দেখে থমকে গেল আউট-ল সর্দার। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে প্রায় নগ্ন এক মেয়ে, ড্যান্সহল গার্ল লিলি। অবিন্যস্ত চুলসহ মাথাটা সামনে ঝুলে আছে। গলার নীচ থেকে অনাবৃত বুক পর্যন্ত একটা লম্বা ক্ষতচিহ্ন। রক্তের ধারা ব্লাউজ ও পেট ভিজিয়ে দিয়ে প্যান্টির ভিতর দিয়ে অনাবৃত দু'পা বেয়ে পড়ছে।

সুন্দরী মেয়েটার বিকৃত চেহারা দেখে হতভম্ব সবাই। জটলার মাঝখানে এসে হঠাৎ মাটিতে নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা। উবু হয়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডেনভার জ্যাক জানতে চাইল, 'কী হয়েছে তোমার, লিলি? কে তোমার এমন দশা করল?'

'রিও কিড,' নিচু, কর্কশ কণ্ঠে মেয়েটা জবাব দিল।

'লোকটা এখন কোথায়?'

'ডেভকে খুন করতে ওর গোপন হাইডআউটে গেছে।'

'গোপন হাইডআউট? ডেভের একটা হাইডআউটও আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'সেটা কোথায়?'

'ওর কেবিনের ঠিক নীচে,' খুব নিচু স্বরে বলল মেয়েটা। শোনার জন্য ওর মুখের একেবারে কাছে কান নিয়ে আসতে হলো ডেনভার জ্যাককে। 'ঝরনার দিক থেকে র‍্যাবিটস্ হোলের মধ্য

বইঘর.কম

দিয়ে একটা টানেল রয়েছে। তোমরা ডেভকে রক্ষা করো। প্লীজ...'

মাটিতে নেতিয়ে পড়ল মেয়েটার দেহ। অজ্ঞান। মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল আউট-ল সর্দার, চাপা কণ্ঠে বলল, 'রিও কিড! এবার তোমার খেল খতম।'

চরম বিশৃঙ্খলা চলছে শহরে। শেরিফ জো হলিংগার কী ঘটছে কিংবা কী করতে হবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। ডেনভার জ্যাক মরিয়া হয়ে উঠেছে। রিও কিডের হাতে প্রথমদিন আহত হওয়া সেই লালচুলো মাইনার এবং তার সঙ্গীও জুটেছে ওর সঙ্গে। লোকজনকে খেপিয়ে তুলছে।

ভয়াবহ পরিস্থিতি। জো হলিংগারের মত নড়বড়ে শেরিফের পক্ষে এ সামাল দেওয়া অসম্ভব।

'ভাইসব!' একটা ভাঙা ওয়াগনের উপর উঠে চেঁচিয়ে বলল ডেনভার জ্যাক। 'আমাদের এ শান্তিপূর্ণ শহরে এক খুনির আবির্ভাব ঘটেছে। ঠাণ্ডা মাথার ভয়ঙ্কর এক খুনি। ইতোমধ্যেই সে আমাদের সবার প্রিয় সম্মানিত কয়েকজন নাগরিককে খুন করেছে। একটা নিরপরাধ মেয়েকে জখম করেছে...'

'ফাঁসি চাই!' সমস্বরে চেঁচাল কয়েকজন মাইনার। 'রিও কিডের ফাঁসি চাই।'

উত্তেজনার গন্ধে টগবগ করে ফুটছে পুরো শহর। রক্তের নেশায় মেতে উঠেছে যেন লিঞ্চিং মব।

'কোথায়, খুনিটা কোথায়?' চেঁচিয়ে বলল কয়েকজন।

'ও হয়তো অবস্থা বেগতিক দেখে ভেগেছে,' মন্তব্য করল একজন। 'হয়তো এতক্ষণে সান আন্টোনিওর দিকে অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে গেছে।'

'না,' বলল আউট-ল সর্দার। 'ও কোথায় আছে সেটা আমি জানি। এবার ওকে বাগে পেয়েছি।'

boighar.com

'কোথায় সে?' জানতে চাইল জনতা।

'ডেভ মর্গানের শ্যাকের নীচে হাইডআউটে।'

'হাইডআউট! ওখানে একটা হাইডআউটও ছিল নাকি?' বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে লোকজন।

'হ্যাঁ, ছিল। ফ্লোরের ওপর ট্র্যাপডোরের নীচে। ঝরনার দিক থেকে একটা বিকল্প পথও আছে। লিলি আমাকে বলেছে এসব।'

'তা হলে আর দেরি কেন?' জানতে চাইল কয়েকজন।

'চলো তা হলে,' বলল ডেনভার জ্যাক।

'দাঁড়াও, এক মিনিট,' বলল ড্যান্সহল গার্ল লিলি। ইতোমধ্যে মুখে পানির ছিটা পেয়ে জ্ঞান ফিরে এসেছে ওর। 'ওখানে হামলা চালালে ডেভের ক্ষতি হতে পারে। আগে ডেভকে বের করে আনতে হবে। তারপর যা করার কোরো।'

আরেকটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শেরিফ জো হলিংগার চেঁচিয়ে বলল, 'আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ো না তোমরা। পরে পস্তাবে কিন্তু।'

'নিকুচি করছি তোমার আইনের,' মুখ ভেংচি দিল কয়েকজন।

'আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি।' প্রবল রোষে ফেটে পড়ল বুড়ো শেরিফ। 'রিও কিডের কিছু হলে সিন্ডিকেট তোমাদেরকে ছাড়বে না।'

'সিন্ডিকেট!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ডেনভার জ্যাক। 'এখানে সিন্ডিকেটের কোন জারিজুরি আর চলবে না।'

'তোমার ওই পচা মুখটা বন্ধ করো, ডেনভার জ্যাক,' গর্জে উঠল শেরিফ। 'সিন্ডিকেট এখানে অপারেশন বন্ধ করে দিলে লোকজন না খেয়ে মরবে। শহরটা পরিত্যক্ত, ভূতুড়ে এক শহরে পরিণত হবে।'

শেরিফের কথায় কর্ণপাত করল না কেউই, হৈ-হৈ করে শহরের পুবদিকে চলল জনতা। শহরের কিছু বিবেকবান নাগরিক, যারা রিও কিডের আগমনে বরং খুশিই হয়েছিল, মুখ খোলার

বইঘর.কম

সাহস পেল না।

মনে মনে হাসল ডেনভার জ্যাক। ঘটনাপ্রবাহ তার ইচ্ছেমতই এগোচ্ছে। প্যান্টের পকেটে মৃত ব্যাঙ্কারের কাছ থেকে পাওয়া ডিনামাইট স্টিকগুলো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। এবার ওগুলোর ফিউজে আগুন লাগানোর অপেক্ষা।

লিলির বর্ণনামত ঝরনার কিনারায় একটা গুহামুখে পৌঁছল ডেনভার জ্যাক ও তার সঙ্গীরা। দেখতে একটা সাদামাঠা র‍্যাবিটস্ হোল। অথচ সবার অজান্তে ওটাকেই গোপন হাইড আউটের বিকল্প পথ হিসাবে ব্যবহার করত ডেভ মর্গান।

ডিনামাইট স্টিকগুলো প্যান্টের পকেট থেকে বের করল আউট-ল, লিলির তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে স্টিকগুলো গুহামুখে রেখে ফিউজে আগুন দিয়ে দূরে সরে গেল। বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো একটু পরেই। উপর থেকে টন টন মাটি ধসে পড়ে গুহামুখ সম্পূর্ণ ঢেকে গেল। এখানে যে একটা গুহার অস্তিত্ব ছিল সেটাই বোঝার উপায় রইল না।

হাইডআউটের ভিতরে লণ্ঠনের আলোয় গুহামুখের দিকে তাকাল ডেভ মর্গান। লিলির আজ আসার কথা, কিন্তু মেয়েটা এত দেরি করছে কেন? অবশ্য সাপ্লাইয়ের কোন সমস্যা নেই। আরও অন্তত এক সপ্তাহের মজুদ আছে।

কোন কিছুর অভাব নেই, কিন্তু একটা বদ্ধ, আলো-বাতাসহীন গুহায় কতদিন থাকা যায়? ইচ্ছে করছে, অন্তত একবারের জন্য হলেও বাইরে গিয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস নেয়। কিন্তু খুনিটা এখনও আশপাশে থেকে থাকলে সেটা বিপজ্জনক হবে।

দু'দিন আগে এসেছিল লিলি। পুরো রাত ওকে সঙ্গ দিয়ে ভোরে আবার চলে গেছে। হ্যারির মৃত্যুর সংবাদ মেয়েটার মুখেই শুনেছে। হ্যারিটা আসলে বোকা ছিল, নইলে শহরের এত কাছে থাকতে ঘুমোতে যাবে কেন? তাছাড়া না-ঘুমিয়ে পুরো রাত

boighar.com

একনাগাড়ে চললে খুনিটা হয়তো ওর দেখা কখনোই পেত না।

লিলি হয়তো আজ একটা সুখবর নিয়ে আসবে। ওর মুখেই হয়তো জানতে পারবে, রিও কিড অ্যামবুশে পড়ে জান খুইয়েছে। তখন মুক্ত মানুষের মত বাইরে যেতে পারবে। ডেনভার জ্যাক ও তার সঙ্গীদের প্রতি ওর ভীষণ আস্থা। ওর জীবনে দেখা যে-কোন বন্দুকবাজের তুলনায় চালু জ্যাক। কিন্তু হ্যারি যেমনটি বলেছে, রিও কিড যদি তার চেয়েও বেশি চালু হয়…

কীসের যেন একটা অস্বস্তি খচ্ খচ্ করছে ওর মনের গহীনে। লিলিকে চেপে ধরলে ও যদি এ জায়গাটার অবস্থান জানিয়ে দেয়? রিও কিড যদি এখানেও এসে পৌঁছে যায়? কথাটা ভাবতেই হঠাৎ পুরো শরীর আতঙ্কে জমে গেল ওর। ঘামতে শুরু করল প্রচণ্ড ভাবে।

ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রামত এসেছিল, মৃদু খস্ খস্ শব্দ শুনে জেগে উঠল। চোখ না মেলেই বলল, 'লিলি, তুমি এসেছ? আমি অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম।'

কোন জবাব না পেয়ে চোখ মেলল জুয়াড়ী, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। গুহার আলো-আঁধারিতে ওর সামনে মূর্তিমান যমদূতের মত দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী এক যুবক। রিও কিড।

ঢোক গিলে ডেভ মর্গান বলল, 'তু-তুমি এখানে কীভাবে এলে?'

'তোমার প্রেমিকা আমাকে সাহায্য করেছে,' আকর্ণ হেসে কিড বলল।

'তা হলে ওই কুত্তীটা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল? ওকে আমি…'

'ওর দোষ দিয়ে লাভ নেই, ফেলার। ওর মুখ থেকে কথা বের করতে আমাকে কিছু হাতের কাজও করতে হয়েছে।'

চারদিকে তাকাল কিড। ওর বামদিকে একটা কাঠের মই উপরের দিকে উঠে গেছে। মইয়ের প্রান্তে একটা ট্র্যাপডোর।

বইঘর.কম

সামনের দিকে একটা বন্ধ কাঠের দরজা।

'দরজার ওপারে কী আছে?' জানতে চাইল কিড।

'কিছুই নেই,' আবার ঢোক গিলল ডেভ মর্গান। বিগত কয়েকদিনের দুশ্চিন্তায় কোটরাগত দু'চোখে নগ্ন ভীতি জেগে রয়েছে। 'এখানে তুমি কেন এসেছ, রিও কিড?'

'কোন কারণ ছাড়া যে আসিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। এবার তোমাকে আইনের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি। দরকার না পড়লে আমি কখনও কাউকে খুন করি না।'

হঠাৎ একটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল দু'জনই। আতঙ্কে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ডেভ মর্গান।

'টানেলের মুখটা বোধহয় ওরা ডিনামাইট ফাটিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে,' নিষ্কম্প কণ্ঠে কিড বলল। মাথাটা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে। 'ওরা যদি ট্র্যাপডোরটার কথাও জেনে ফেলে তবে আমাদের দু'জনেরই খেল খতম।'

'তা হলে কী হবে?' একেবারে চুপসে গেল জুয়াড়ী। হতাশায় মাথাটা ঝুলে পড়েছে।

ডেভ মর্গানের কেবিনের সামনে বড়সড় একটা জটলা। লোকজন কেবিনে আগুন দেওয়ার যোগাড়যন্ত্র করছে। চেঁচিয়ে উঠল একটা নারীকণ্ঠ। সারাহ্।

'এভাবে একজন লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার কোন অধিকার নেই তোমাদের।'

'একজন নয়, দু'জন!' চিৎকার করল শেরিফ। 'ওখানে ডেভ মর্গানও রয়েছে। তোমাদের সব ক'টাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করব আমি।'

'আমরা সবাই জানি যে তুমি একটা ঠুঁটো জগন্নাথ,' অবজ্ঞাভরে হেসে বলল ডেনভার জ্যাক। 'তুমি কারও একটা লোম ছেঁড়ারও ক্ষমতা রাখো না।' সারাহ্র দিকে তাকাল

boighar.com

আউট-ল। 'ওই খুনিটা তোমার সৎ বাবাকে হত্যা করেছে।'

'সে তার কর্মফল ভোগ করেছে। তাছাড়া রিও কিড যদি কোন অপরাধ করে থাকে, তবে তাকে জীবন্ত ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করা উচিত তোমাদের।'

'তোমার আবদার রক্ষা করতে পারলাম না বলে দুঃখিত, হানি,' বিশ্রী ভঙ্গিতে চোখ মটকে ডেনভার জ্যাক বলল। লোকজনকে তাড়া লাগাল সে, 'কই, তোমরা কাজ শুরু করতে দেরি করছ কেন?'

বেশ কয়েকটা খড়ের গাদা নিয়ে এসেছে ওরা। ওগুলো কেবিনের ভিতরে নিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। ট্র্যাপডোরটা সাবধানে ফাঁক করে একটা জ্বলন্ত খড়ের গাদা হাইড আউটের ভিতরে ছুঁড়ে মারল।

বাইরের শোরগোল অস্পষ্টভাবে কানে আসছে ওদের। ডেভ মর্গানের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে রিও কিড। মাথায় একশো মাইল বেগে চিন্তার ঝড় বইছে।

'আমাকে যেতে দাও,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল জুয়াড়ী।

'সেটি হচ্ছে না, বন্ধু,' নির্বিকার জবাব কিডের। 'মরতে হলে দু'জনে একসঙ্গে মরব।'

'আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই। আরও কিছুদিন...'

'বাঁচতে তো সবাই চায়,' যেন নীতিবাক্য শোনাচ্ছে এভাবে কিড বলল। 'কিন্তু কেউ কি অনন্তকাল বাঁচে?'

হঠাৎ ট্র্যাপডোরটা খুলে গেল। একটা জ্বলন্ত খড়ের গাদা এসে পড়ল ফ্লোরের উপর। অল্পক্ষণের মধ্যে পুরো গুহাটায় আগুন ছড়িয়ে পড়বে। আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবার আগেই ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বে ওরা দু'জন।

আবার বন্ধ দরজাটার দিকে তাকাল কিড। ডেভ মর্গানও ঘনঘন ওদিকেই তাকাচ্ছে।

বইঘর.কম

'দরজার ওপারে কী আছে?' হিসহিসিয়ে জানতে চাইল কিড।

'কিছুই নেই,' জবাব দিল ডেভ মর্গান। এক ফাঁকে চট্ করে কোটের তলায় হাত ঢুকিয়ে ক্ষুদে ডেরিঞ্জারটা বের করে আনল।

বসা অবস্থাতেই গুলি করল কিড। ওর কোল্টের বিকট আওয়াজ বদ্ধ গুহায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল। ওদিকে জুয়াড়ীর ডান হাতটা কনুই থেকে ঝুলছে। ব্যথায় বিকৃত চেহারা। ডেরিঞ্জারটা হাত থেকে ছিটকে পড়েছে।

গুহাটা দ্রুত গরম হয়ে উঠছে। যা করার এখুনি করতে হবে। দ্রুত বন্ধ দরজাটার দিকে চলল সে, গুলি করে তালা খুলল। দরজার বাইরে আরেকটা টানেল। বাইরে এসে দ্রুত দরজা বন্ধ করে ঘুটঘুটে অন্ধকারে সামনে এগোল। পেছনে ডেভ মর্গানের আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছে।

'আমাকে বাঁচাও...আমাকে বাঁচাও...আমি পুড়ে মরে যাচ্ছি...'

ওর চিৎকার আগুনের চড়চড় শব্দ ছাপিয়ে উপরেও সবাই অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল। নগ্ন উল্লাস ডেনভার জ্যাকের চেহারায়। লোকজনের উদ্দেশে বক্তৃতার ঢংয়ে বলল, 'ভাইসব! আজ এক জঘন্য খুনির হাত থেকে আমাদের শহরটা মুক্ত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সাথে আমাদের একজন সম্মানিত নাগরিককেও হারাতে হয়েছে।

'তুমি একটা খুনি! জঘন্য খুনি!' চেঁচিয়ে উঠল সারাহ্।

'তুমি আজকাল বেশ রুক্ষ হয়ে উঠেছ, হানি,' যেন অনুযোগ করছে এভাবে বলল আউট-ল। সশব্দে হেসে উঠল ওর কয়েকজন সঙ্গী।

ওদিকে আগুনের শিখা যেন আকাশ ছুঁয়েছে। হাইড আউটের ভিতরে গুলির শব্দ ও আর্তচিৎকার থেমে গেছে। ওরা দু'জন হয়তো একে অপরকে গুলি করে মেরেছে। এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত যে, ডেভ মর্গান ও রিও কিডের আর কোন আশাই নেই।

ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যাচ্ছে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে

boighar.com

সামনের এক জায়গায়। ওখানে এসে উপরের দিকে তাকাল রিও কিড। নির্মেঘ আকাশ, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত পুরো পৃথিবী। ওহ্! জীবনটা কী সুন্দর! জুয়াড়ীর জন্য দুঃখ হচ্ছে। নিজের খোঁড়া গর্তে নিজেকেই পুড়ে মরতে হলো।

মাথার উপর কয়েকটা গাছের শেকড় ঝুলছে। ওগুলো বেয়ে তর তর করে উপরের দিকে উঠতে লাগল সে। গুহার মুখে এসে সাবধানে মাথা তুলে চারদিকটা এক পলক দেখেই আবার মাথা নামাল।

একটা চ্যাপ্টা পাহাড়ের চূড়া, চূড়ার ঠিক নিচেই বিশ-পঁচিশ ফুট দূরে জটলাটা। ডেভ মর্গানের কেবিনটা পুড়ছে। আগুনের আঁচ এখান থেকেও অনুভব করছে কিড। চারদিক দিনের আলোর মত উজ্জ্বল।

ধীরে ধীরে গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এল সে হামা দিয়ে, চ্যাপ্টা পাহাড় চূড়োটার কিনারায় এসে উঠে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। হেনরি রিপিটারটা বগলদাবা করে রেখেছে। হোলস্টার জোড়ার ফ্ল্যাপ খুলে রেখেছে যাতে দরকার পড়লেই দ্রুত কোল্টজোড়া বের করে আনতে পারে। ডেপুটি ইউএস মার্শালের ব্যাজটা শার্টের উপর দৃশ্যমান স্থানে সেঁটে দিয়েছে।

লোকজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখনও বক্তৃতারত ডেনভার জ্যাকের হঠাৎ মনে হলো ওর কথাগুলো কেউ শুনছে না। চারদিকে কবরের নীরবতা নেমেছে যেন। সবার দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছনের টিলাটার দিকে তাকাতেই চোয়াল ঝুলে পড়ল ওর।

'জেসাস! এ যে রিও কিড।'

'কিড! তুমি বেঁচে আছো? খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ।' আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল সারাহ্।

'হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি, সারাহ্। একটা বিকল্প পথ ছিল, যেটা ডেভ মর্গান ছাড়া আর কেউ জানত না। সেটা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছি।'

বইঘর.কম

'তুমি একজন খুনি!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল লিলি নামের মেয়েটা। 'তুমি ডেভকে খুন করেছ।'

'না, ম্যাম,' শান্ত কণ্ঠ কিডের। 'যারা আগুন দিয়েছে তারাই ওর আসল খুনি।'

'আমি এদের সবাইকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি,' যেন হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠল শেরিফ। ওর হাতে একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে।

হঠাৎ খপ্ করে কোমরে হাত চালাল ডেনভার জ্যাক। এবং জীবনের সর্বশেষ ভুলটা করল এখানেই। ডান হাতে ধরা হেনরি রিপিটার রাইফেলের মাযল সোজা করেই ট্রিগার টিপল কিড। আউট-লর কপালে আরেকটা চোখ গজাল মুহূর্তের মধ্যেই। মাথার খুলি ফেটে মগজ ও তেলতেলে পদার্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে। ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল ওর ভারী শরীর। দেহটা মাটি স্পর্শ করার আগেই প্রাণপাখি উড়ে গেছে।

রাইফেলের নল নাচাল কিড, শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার তোমার কাজ শুরু করো, শেরিফ।'

বীরদর্পে সামনে এগোল শেরিফ, কয়েকজন পালাতে যাচ্ছিল, ওদের সামনে মাটিতে গুলি করে থামাল সে। পটাপট কয়েকজনের কোমরে দড়ি পরাল উৎসাহী শেরিফ। যেন অনেকদিন পর নিজের যোগ্যতা প্রশাণ করতে পেরে বেজায় খুশি।

টিলার একটা ভাঙাচোরা অংশ দিয়ে নীচে নামল রিও কিড। ওর বুকে সাঁটা ব্যাজ দেখে একজন বলল, 'তুমি একজন ল-ম্যান? সিন্ডিকেট গানম্যান নও?'

'বলতে পারো একজন অকেশনাল ল-ম্যান। ফেডারেল মার্শালের অনুরোধে এ কাজটা হাতে নিয়েছিলাম। সিন্ডিকেটের সঙ্গে আমার সরাসরি কোন যোগসূত্র নেই।'

'অথচ ওরা বুঝিয়েছে যে তুমি একজন ভাড়াটে খুনি।'

boighar.com

'অবশ্য সিন্ডিকেটের আবেদনের প্রেক্ষিতেই ফেডারেল মার্শাল আমাকে এ অনুরোধ জানিয়েছেন। তোমাদের জন্য আমার কাছে কিছু সুখবরও আছে।'

'যেমন?' সমস্বরে জানতে চাইল কয়েকজন।

'আসার সময় সিন্ডিকেটের প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, শহরটা দুর্নীতিমুক্ত হলে সিন্ডিকেট তার পে-রোলে যারা আছে তাদের বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে দেবে।'

'হুররে!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জনতা।

একজন বলল, 'তা হলে আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না। জগদ্দল পাথরের মত দীর্ঘদিন এ শহরের বুকে চেপে থাকা জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, রিও কিড। ওরা এতদিন সবাইকে জিম্মি করে রেখেছিল।'

'আজকের এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমিও তোমাদেরকে একটা সুসংবাদ জানাতে চাই,' বলল সারাহ্। সবাই উৎসুক নেত্রে মেয়েটার দিকে তাকাল। 'আমার সৎবাপের রেখে যাওয়া সম্পত্তি দিয়ে আমি এখানে স্কুল, এতিমখানা ও হাসপাতাল গড়ে তুলব।'

আবার উল্লাসধ্বনি দিল জনতা। কিড বলল, 'আমি সবার পক্ষ থেকে মিস সারাহ্কে এ মহতী ঘোষণার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গভর্নরের সঙ্গে আমার ভাল জানাশোনা আছে। তাঁকে বলে আমিও হয়তো কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারব।'

'ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে,' বলল স্টোর কীপারের স্ত্রী মিলি। 'আমরা মোটে দু'জন মানুষ, অতো টাকা দিয়ে করবটা কী? আমরাও হয়তো সারাহকে কিছু সাহায্য করতে পারব।'

বুড়ো স্টেবলম্যান দাঁতবিহীন মাড়ি বের করে হাসছে। মদ্যপ উইলবার কাইল ওর মনে যে সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল কিডের আসল পরিচয় জানতে পেরে সেটা এখন উবে গেছে।

'আমি একজন খোঁড়া গরিব মানুষ,' বলল সে। 'পয়সা-কড়ি দিয়ে হয়তো সাহায্য করতে পারব না। তবে গায়ে গতরে খাটতে

বইঘর.কম

বললে সেটা কিন্তু পারব।'

'ধন্যবাদ,' বলল কিড। 'তোমরা সবাই মিলে এখানে সুন্দর একটা জনপদ গড়ে তুলবে এটাই আমার প্রত্যাশা।' সারাহ্‌র দিকে তাকাল সে। বলল, 'আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি, সারাহ্। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কাল সকালে আবার সান আন্টোনিওর স্টেজ ধরতে হবে।'

'তুমি চলে যাবে, কিড?' করুণ কণ্ঠে মেয়েটা বলল। 'এখানে যে আমার আর কেউ রইল না।'

কয়েক পা এগিয়ে এসে মেয়েটার অশ্রুসিক্ত দু'গালে হাত রেখে মুখটা উপরের দিকে তুলল কিড। আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলল, 'কে বলে এখানে তোমার কেউ নেই, সারাহ্? তুমি যে পরিকল্পনা নিয়েছ তাতে সবাই তোমার আপন হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি তো আছিই। যেখানেই যাই তোমার খোঁজখবর নেব। মনে রাখবে, পৃথিবীতে তোমার আপনজন কেউ না থাকলেও অন্তত একটা ভাই জীবিত আছে। আর একটা কথা, এখানে অন্তত তোমার জন্য একজন যোগ্য পাত্রের অভাব হবে না। তোমার বিয়েতে এমন ধুমধামের ব্যবস্থা করব, যেটা এ তল্লাটে আগে আর কেউ কখনও দেখেনি।'

আবেগ প্রবণ হয়ে উঠেছে উপস্থিত সবাই। হাতের তালুতে কিংবা শার্টের আস্তিনে চোখ মুছছে অনেকে। সারাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে লোকজনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিড। 'আসি, বন্ধুরা। বিদায়...'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হোটেলের পথ ধরল রিও কিড।

***

boighar.com

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

তাজরিন আক্তার

রানীনগর, রাজশাহী।

গোলাম মাওলা নঈম ভাইয়ের জন্য রইল এক সমুদ্র ধন্যবাদ। তাঁর 'চালবাজ', 'মুখোশ', 'অপঘাত', 'উত্তরসুরি' দারুণ লাগল। 'দম্ভ' পড়া যদিও শেষ হয়নি, তবু ইতিমধ্যে টের পেয়েছি এটাও সুন্দর। 'অপঘাত'এর ড্যানের বাবার চরিত্রটি খুবই সুন্দর। এমন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্র আমি বরাবরই পছন্দ করি। 'চালবাজ'এর ছোট গল্পগুলোও চমৎকার। সবচেয়ে ভাল লেগেছে 'বসতি'। 'দুঃসাহস' বইতে যে হারডিনকে পেয়েছিলাম সে-ই কি 'চালবাজ' ও 'উচ্ছেদ' গল্প দুটিতে জন ওয়েস রূপে এসেছে? ব্যাপারটা খোলাসা করলে খুশি হতাম।

ওয়েস্টার্নের জন্য আমি কিছু নাম পাঠালাম।

সবশেষে আপনাদের সবার জন্য অশেষ শুভকামনা। ঈদ কার্ডটা কেমন লাগল জানাবেন। পরম করুণাময় আপনাদের পাশে থাকুন এই কামনায় ইতি টানছি।

★ গোলাম মাওলা নঈমকে ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম। তবে তাঁকে হাতের কাছে না পাওয়ায় আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া গেল না। চমৎকার ঈদ কার্ডের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আ. খ. ম. খায়রুল আলম

মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

গোলাম মাওলা নঈমের দুটি সুখপাঠ্য ওয়েস্টার্ন 'মুখোশ' ও 'দম্ভ' খুবই ভাল লেগেছে, সেজন্য লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। রহস্যপত্রিকার বর্ষশুরু সংখ্যায় কাজী মায়মুর হোসেনের কোন ওয়েস্টার্নের বিজ্ঞাপন দেখলাম না। সুলেখক কাজী মায়মুর হোসেনের লেখা নতুন ওয়েস্টার্ন কবে বের হবে জানাবেন?

★ তারিখ ঠিক হয়নি এখনও, তবে শীঘ্রি আসছে কাজী মায়মুর হোসেনের 'খলনায়ক'। গোলাম মাওলা নঈমের 'মুখোশ' ও 'দম্ভ' খুব ভাল লেগেছে জেনে আমরা যার পর নেই খুশি। ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম।

বইঘর.কম

ফারহান নূর

উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি ওয়েস্টার্ন সিরিজের নবীন পাঠক। গত দু'মাসে বারো-তেরোটা বই পড়েছি। 'বাজি', 'আউটল', 'জলদস্যু', 'চালবাজ' ভাল লেগেছে। নঈমদা তাঁর 'দম্ভ'র জন্য দম্ভ করার যোগ্য। তাঁকে ধন্যবাদ। তবে প্রচ্ছদটা বিশেষ ভাল লাগেনি। মাহবুবদার 'দাবানল' রিপ্রিন্ট পেলাম। মায়মুরদার 'খলনায়ক' কবে বের হবে? শাহনূরদার কাছেও নতুন কিছু আশা করছি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা।

★ খলনায়ক এই তো সবে লেখা শেষ হলো–শীঘ্রিই বের হবে।...নঈমদা মানুষটা দাম্ভিক নন মোটেও, অত্যন্ত বিনয়ী, নিপাট ভদ্রলোক–ভাল লেগেছে জেনে খুশি হতে রাজি, তার বেশি কিছু নয়।...নবীন পাঠককে ওয়েস্টার্নের জগতে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যাঁ, শুভেচ্ছাও।

রাইয়ান মাহমুদ মুন

মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

নতুন লেখক সায়েম সোলায়মান 'সঙ্কট' নামের ওয়েস্টার্নটি দিয়ে বেশ ভাল ভাবেই লেখক হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। বইটি আসলেই খুব উপভোগ্য। ওয়েস্টার্ন এবং থ্রিলার, দুই ধরনের স্বাদই এই বইতে পাওয়া গেল। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনায় একটু ছন্দপতনও ঘটেনি। লেখককে ধন্যবাদ। আর লরার সাথে যেহেতু জেকের মিল হলো না, তা হলে এ বিষয় নিয়ে আরও বই লেখার সম্ভাবনা তো থাকলই।

কাজীদা, আমার সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু হচ্ছে, দোয়া করবেন যেন ঠিক মত লেখাপড়া করতে পারি। আগের সব ব্যর্থতাকে যেন ঝেড়ে ফেলতে পারি।

★ আমার দোয়া থাকল। 'সঙ্কট' ভাল লেগেছে জেনে আমরা সবাই খুশি। মতামত জানানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

WWW.BOIGHAR.COM

boighar.com